পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 6 Saturday, 6 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা ❋ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, শনিবার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

জ্বালানি সরবরাহ চলবে আগামিদিনও, বললেন পুতিন

ভারত তো নিরপেক্ষ নয়, আমরা শান্তির পক্ষে মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ নয়াদিল্লিতে বহু প্রতীক্ষিত শীর্ষ বৈঠকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সোজাসাপটা বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, ভারত এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ নয়- ভারত আছে শান্তির পক্ষে, কারণ এই সময় যুদ্ধের নয়, শান্তির। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে দুই নেতার বৈঠকে মোদি বলেন, ‘‘ইউক্রেন সংঘাত শুরুর পর থেকেই আমাদের নিরন্তর কথা হয়েছে। ভারত নিরপেক্ষ নয়। ভারত শান্তির পক্ষে। আমি বিশ্বাস করি সাম্প্রতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা বিশ্বকে ফের শান্তির পথে ফিরিয়ে আনবে।’’ মোদি যখন এই কথা বলছেন তখন তাঁর পাশে বসে গভীর মনোযোগে শুনছিলেন পুতিন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে আস্থার গুরুত্ব। তিনি পুতিনকে ‘ভারতের প্রকৃত বন্ধু’ বলে উল্লেখ করে জানান, আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপড়েনে বিশ্বাসই এখন বড় শক্তি। গত এক দশকে দু’জনের ১৯তম মুখোমুখি সাক্ষাৎ- যার প্রতিটি ভারত-রাশিয়া কৌশলগত সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে। বৈঠকের শুরু থেকেই দুই নেতার আন্তরিকতা স্পষ্ট ছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের চার বছর হয়েছে। পশ্চিমী দেশগুলির নিষেধাজ্ঞায় পুতিনকে কার্যত আন্তর্জাতিক মঞ্চে একঘরে করার চেষ্টা যখন জোরদার, ঠিক সেই সময়েই নয়াদিল্লিতে তাঁর সফর বিশেষ তাৎপর্য তৈরি করেছে। অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি-সমঝোতার পথ খুঁজতে গতি বাড়িয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মোদি পুতিনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘‘আপনি নিয়মিত আমাদের সব পরিস্থিতি জানিয়েছেন। বিশ্বাসই আমাদের বড় সম্পদ। দেশের মঙ্গল শান্তিতেই। আর সেই পথেই আমরা একসঙ্গে বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাব।’’ এদিকে, দিল্লিতে ভ্লাদিমির পুতিনের সফরের প্রথম সন্ধেতেই এক বিশেষ মুহূর্ত সামনে আনেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লোক

কল্যাণ মার্গে বৈঠকের সময় রুশ ভাষায় প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা পুতিনকে উপহার দেন তিনি। মোদি পরে সোশ্যাল মাধ্যমে সেই ছবি শেয়ার করে লেখেন- ‘গীতা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রেরণা দেয়।’ সেই সময়ও দুই নেতার একপ্রস্ত বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে, যেখানে ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে বিশেষ আলোকসজ্জা ও দুই দেশের পতাকা সাজানো ছিল। বৈঠকের আগে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছিলেন, তিনি পুতিনের সঙ্গে যাবতীয় আলোচনা নিয়ে আশাবাদী। ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্ব বহু দশকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই সম্পর্কে দুই দেশের মানুষ উপকৃত হয়েছে। এরই মধ্যে অবশ্য ইন্ডিয়া টুডে-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পুতিন জানিয়েছেন, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার নতুন ধাক্কাও ভারত-রাশিয়া সম্পর্ককে নড়বড়ে করতে পারেনি। শুল্কনীতি হোক বা রুশ তেল কেনা নিয়ে চাপ, এসবের পেছনে ভারতের বাড়তে থাকা প্রভাবের আতঙ্কই কাজ করছে। রুশ প্রেসিডেন্ট মোদিকে ধন্যবাদ জানান উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য। পাশাপাশি তিনি জানান, ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি-সমাধানের পথে রাশিয়া কাজ করে চলেছে। তাঁর বক্তব্য, সংলাপের দরজা এখনো খোলা, এবং রাশিয়া কূটনৈতিক পথেই সমাধান চাইছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক শেষে রুশ প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ভারতের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে মস্কো ভবিষ্যতেও অবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ বজায় রাখবে। পুতিন বলেন, ‘‘রাশিয়া ভারতের জন্য নির্ভরযোগ্য তেল, গ্যাস, কয়লা এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের জ্বালানি সরবরাহকারী। এদেশের দ্রুতগতিতে বা।তে থাকা অর্থনীতির জন্য আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি পাঠাতে প্রস্তুত।’’ সংবাদ সম্মেলনে পুতিন প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত কথা তোলেন। জানান, গত পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা, নৌসেনার আধুনিকীকরণে সাহায্য করেছে মস্কো। শুক্রবার যে আলোচনা হয়েছে, তাতে ইতিবাচক দিকই উঠে এসেছে এবং এনিয়ে দুদেশই সন্তুষ্ট। এতে সম্পর্ক আরও গভীর হবে আগামিদিনে। পুতিন আরও জানান, ব্রিকস এবং এসসিও-র মতো বহু-পাক্ষিক মঞ্চেও ভারত ও রাশিয়া একই নীতিতে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তাঁর কথায়, দুটি দেশই স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। আমরা একযোগে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক আইনের মূল নীতি রক্ষা করছি। দুই দেশের বাণিজ্যগত যোগসূত্র আরও জোরদার করতে পুতিন জানান, নতুন পরিবহণ করিডর গঠনে কাজ এগোচ্ছে। রাশিয়া বা বেলারুস থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর তৈরি হচ্ছে। এর ফলে ইউরেশিয়া ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বাণিজ্য বহু গুণ বাড়বে। নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে ভারত-রাশিয়া যৌথ প্রকল্পের কথা এদিন তুলে ধরেন রুশ প্রেসিডেন্ট। তাঁর কথায়, ‘‘ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্র তৈরির প্রকল্পে আমরা কাজ করছি। ছ’টি রিঅ্যাক্টরের মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ জালে যুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে ভারতের ভবিষ্যৎ পরিষ্কার জ্বালানি কাঠামোতে এটি বড় ভূমিকা নেবে।’’ মার্কিন চাপের মধ্যেও পুতিনের এই আশ্বাস রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। রাশিয়া যে ভারতের অন্যতম প্রধান জ্বালানি সঙ্গী হিসেবে ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবে, বৈঠকের বার্তা থেকে তা স্পষ্ট।

মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটার নিয়ে ফের সতর্কবার্তা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ ১২টি রাজ্যে জোরকদমে চলছে এসআইআর-এর কাজ। শুক্রবার, পশ্চিমবঙ্গ-সহ সেই রাজ্যগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেখানে মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটার নিয়ে ফের একবার সতর্ক করল কমিশন। আজ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বা সিইও-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। সেখানে পরিষ্কার বার্তা দিয়েছে কমিশন যে, এনুমারেশন ফর্ম জমা হওয়ার পর ৪টি ধাপে তা চেক করতে হবে ইআরও-দের। মৃত ভোটার শনাক্তকরণে কোনওরকম গাফিলতি চলবে না, তাই তার জন্য রাজ্যের নানা রকম প্রকল্পের (যেমন - সমব্যথী) সাহায্য নিতেও বিএলও-দের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। আগামিকাল দুপুর ১২টায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জেলাশাসকদের সঙ্গে একটি বৈঠক ডেকেছেন। মনে করা হচ্ছে, আজ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্যগুলির যে কথা হয়েছে, তা নিয়েই বিস্তারিত আলোচনাই বিষয় হতে পারে

আগামিকালের বৈঠকের। প্রসঙ্গত, ডুপ্লিকেট ভোটার শনাক্ত এবার আরও শক্তিশালী প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল থেকেই চালু হয়েছে এক নতুন সফটওয়্যার ডেমোগ্রাফিক সিমিলার এন্ট্রিজ। এই বিশেষ সফটওয়্যার একই নাম, ঠিকানা বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যের মিল খুঁজে দ্রুত চিহ্নিত করতে পারবে সম্ভাব্য ডুপ্লিকেট ভোটারদের। ইআরও-দের ড্যাশবোর্ডে ইতিমধ্যেই সেই নতুন ফিচার দেখা রয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই ডিইও-দের ড্যাশবোর্ডেও এটি যুক্ত হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে এই সুবিধা পাবে সিইও দফতর। নির্বাচন কমিশনের মতে, ভোটার তালিকা স্বচ্ছ ও নির্ভুল রাখার ক্ষেত্রে এই সফটওয়্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একই ব্যক্তির নাম বিভিন্ন ঠিকানায় আছে কি না, কিংবা তথ্যের ভুল ব্যবহার হয়েছে কি না, তা এখন আরও সহজে ধরা সম্ভব হবে। কমিশন সূত্রে বলা হচ্ছে, বাংলায় এখনও পর্যন্ত সংশোধন প্রক্রিয়া চলাকালীন যে ইনপুট নিচুতলা থেকে পাওয়া গিয়েছে, তাতে বেশ কিছু গলদের আশঙ্কা রয়েছে। একই ভোটারের বাংলার মধ্যে বা বাংলার বাইরে অন্য রাজ্যেও ভোটার তালিকায় নাম থাকতে পারে। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, সম্প্রতি রাহুল গান্ধিও সাংবাদিক বৈঠক করে দেখিয়েছেন, কীভাবে কর্নাটক ও হরিয়ানায় একই ভোটারের চার থেকে আটটি বুথে নাম রয়েছে। বলা যেতে পারে, সে কারণেই এবার নতুন এই সফটওয়্যার আনল কমিশন।

ব্রিগেডে পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ, রেকর্ডের প্রত্যাশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ আবার এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে চলেছে কলকাতার ব্রিগেড ময়দান। আগামী ৭ ডিসেম্বর, রবিবার সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলেছে বিরাট ধর্মীয় সমাবেশ-‘পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ’। আয়োজকদের দাবি, শুধু বাংলা নয়, ভারতের ইতিহাসেও এত বড় সমবেত গীতা পাঠ এই প্রথমবার। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরেন কার্তিক মহারাজ। তাঁর কথায়, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজ্যের বহু

মন্ত্রীকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এলে আমাদের বিশেষ আনন্দ হবে।’’ রাজ্যে বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট-ফলে এই ধর্মীয় সমাবেশের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। তবে কার্তিক মহারাজ সাফ জানিয়ে দেন, ভোটের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। সমাজে যে অবক্ষয়, তা কাটাতে আত্মিক চর্চাই প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই গীতাপাঠ। কার্তিক মহারাজ বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ বহু যুগ ধরেই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার কেন্দ্র। সেই ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই মঠ-মন্দির, আশ্রম, সামাজিক সংগঠন ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে এই আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজকদের আশা-গীতাপাঠের মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি, স্থিতি এবং আধ্যাত্মিকতার নতুন বার্তা পৌঁছাবে।’’ সমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন গীতা মণীষী মহামণ্ডলের স্বামী জ্ঞানানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি পদ্মভূষণ সাধ্বী ঋতম্বরা, সম্মানীয় অতিথি বাবা রামদেব, এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাগেশ্বরধাম সরকারের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। স্বামী প্রদীপ্তনন্দ মহারাজ বলেন, ‘‘সমাজে বিভাজনের আবহে আত্মিক চর্চাই মানুষকে স্থির রাখে, পথ দেখায়। রাজ্যের হাজার-হাজার গীতা-অনুরাগী ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগে যোগ দিয়েছেন।’’ সমাবেশকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তে চলছে জোর প্রস্তুতি। আয়োজকদের দাবি, বিপুল ভিড় সামলাতে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ব্রিগেডের কেন্দ্রস্থলে তৈরি হচ্ছে মূল মঞ্চ- যেখান থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠে উঠবে গীতার মন্ত্রপাঠ। অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ৯টায়। আয়োজকদের প্রত্যাশা- আধ্যাত্মিক অনুরণনে ভরে উঠবে ব্রিগেড, গড়বে নতুন রেকর্ড-পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের।

এখনও পার্থর জামিনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানে না বিধানসভা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ কাটতে চলেছে প্রায় এক মাস। কিন্তু এখনও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত নয় বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। এদিকে নিয়ম বলছে হেফাজতে থাকলে বেকসুর খালাস অথবা জামিন পেলে বিধানসভা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। বিধানসভা আইন ও কার্যাবলীর ২৩২ নম্বর ধারা অনুসারে সেই কাজ করতে হয় গ্রেফতারকারী সংস্থা অথবা জেল কর্তৃপক্ষকে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে জেল কর্তৃপক্ষকে জানাতে হত বিধানসভাকে। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত তা জানাননি প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ। ইডি, সিবিআই আর জেল মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে হেফাজতে ছিলেন পার্থ। ২০২২ সালের ২৩ জুলাই গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। আদালতের নির্দেশে জেল মুক্তি হয় চলতি বছরের ১০ নভেম্বর। অসুস্থ থাকার কারণে হাসপাতালেও ছিলেন। জামিন নিশ্চিত হতেই পরের দিন অর্থাৎ ১১ নভেম্বর বাড়িতে ফেরেন তিনি। বাড়ি ফিরেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমে নানা মন্তব্যও করতে দেখা যায় তাঁকে। ঘটনাচক্রে, প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ রাজ্যে কারা দফতরের অধীন। অথচ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মুক্তির পরে দ্রুত জেল থেকে সেই তথ্য বিধানসভায় এসেছিল। কিন্তু পার্থর ক্ষেত্রে কেন এমনটা হচ্ছে তা নিয়ে চাপানউতোর চলছেই। এদিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিধানসভা না জানলে কোনও পদক্ষেপ হবে না পার্থের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ বেতন প্রাপ্তি, স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিতি-সহ বিধানসভার কোনও কাজেই বিধায়ক হিসাবে তিনি খাতায়-কলমে করতে পারবেন না। কিছুদিন আগেই আবার শীতকালীন অধিবেশন কবে তা জানতে নিজেই স্পিকার বিমান বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিলেন পার্থ। সেই সময় স্পিকার বলেছিলেন, এখনও বিধায়ক রয়েছেন তিনি। তাই ওনাকেও আমরা নোটিস দিয়ে জানাব। আলাদা কোনও চিঠি নয়, সবাইকে যা চিঠি দেওয়া হয় তাই দেওয়া হবে। কিন্তু এখন জেল কর্তৃপক্ষের চিঠি কবে আসে সেটাই দেখার।

‘শনিবার বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করাবে মমতা পুলিশ’ । শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৫ ডিসেম্বরঃ আগামীকাল বেলডাঙ্গায় হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদের শিলান্যাস হওয়ার কথা ছিল। আজ শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক দের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেন। আগামীকাল এই মসজিদের শিলান্যাস দাঁড়িয়ে থেকে করাবে মমতা পুলিশ। তিনি বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ কাল এই শিলান্যাসে কোনও বাঁধা দেবে না। পুরুলিয়ার জয়পুরে একটি জনসভায় যোগ দিতে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন যে বেলডাঙ্গায় সাসপেন্ড হওয়া হুমায়ুন কবিরের বাবরি মসজিদের শিলান্যাস সাহায্য করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ। শুভেন্দু সরাসরি অভিযোগ করে বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ এবং মুখোশ এক নয়। তিনি কখনোই বিশ্বাস যোগ্য নন। তিনি আরও বলেন হুমায়ুনের এই সাসপেন্ড মানুষের চোখে

ধুলো দেওয়ার জন্যে। শুভেন্দুর মতে মন্দির মসজিদ বাংলায় হতেই পারে কিন্তু বাবরের নাম দিয়ে মসজিদ রাষ্ট্রবাদীরা কখনোই মেনে নেবে না। তিনি বলেন আগামীকাল শৌর্য দিবস এবং তিনি কলকাতায় শৌর্য দিবসে অংশ নেবেন। শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘যে মুসলিম শাসকরা বারবার ভারত বর্ষে এসে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছে এবং ধর্মান্তকরণ করেছে। তারপরও বাবরের নাম নিয়ে বাংলায় মসজিদ রাষ্ট্রবাদীরা মেনে নেবে না।’’ গত ২২ নভেম্বর থেকে হুমায়ুন কবির বেলডাঙ্গায় ‘বাবরি মসজিদ’-এর শিলান্যাসের ঘোষণা দিয়ে বিতর্ক শুরু করেন। তিনি বলেছিলেন, এটা তিন বছরে সম্পন্ন হবে, বিভিন্ন মুসলিম নেতা অংশ নেবেন। এরপর তৃণমূল কংগ্রেস ৪ ডিসেম্বর তাঁকে সাসপেন্ড করে, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘‘আমরা সতর্ক করেছিলাম, কেন হঠাৎ বাবরি মসজিদ?’’

হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ শিলান্যাসে কোনও হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বরঃ হুমায়ুনের বাবরি মসজিদে আর কোনও বাধা রইল না। মামলা হলেও মসজিদ তৈরির সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হল রাজ্য সরকারের উপরেই। মুর্শিদাবাদে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন আছে, তাদেরকেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। আগামী ৬ ডিসেম্বর, শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করার কথা ঘোষণা করেছেন সদ্য তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে ওঠে মামলাটি। হুমায়ুন কবীরের কর্মসূচি নিয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি আদালত। অবিলম্বে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাবরি মসজিদের শিলান্যাস বন্ধ করার আবেদন জানানো হয়েছিল আদালতে। পাশাপাশি বেলডাঙায় নিরাপত্তা বাড়ানোর আর্জিও জানানো হয়েছিল। এদিন মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এর আগে রামমন্দির নিয়ে সম্প্রীতি নষ্টের প্রশ্ন ওঠে। সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। রাজ্য মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক।’’ রাজ্য জানিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

অভিষেকের প্রশ্ন, কেন্দ্রের উত্তর! বিদ্যুৎ বরাদ্দেও ‘অন্ধকার’ দেখছে তৃণমূল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ সংসদে শুরু হয়েছে শীতকালীন অধিবেশন। এ অধিবেশনেরই অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল রাজ্যগুলোর বিদ্যুৎ বরাদ্দ এবং আরডিএসএস (পরিবর্তিত বিতরণ খাত প্রকল্প) তহবিলের হিসাব। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র বাংলার বরাদ্দ তহবিলের খতিয়ানই জানতে চাইনি, বরং অন্যান্য রাজ্যের বরাদ্দ সম্পর্কেও জানতে চেয়েছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়ক। সংসদে তিনি সমস্ত তথ্যের বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, বর্তমানে বাংলার জন্য আরডিএসএস খাত থেকে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৬ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা। এ অর্থ বরাদ্দের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যের হাতে পাঠানো হয়েছে ২২১ কোটি টাকা। এরপর ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পাঠানো হয়েছে ৬০১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ নভেম্বর মাস পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে ৪৯ কোটি টাকা। এই তথ্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যেহেতু আরডিএসএস তহবিল মূলত রাজ্যগুলোর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এবং গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে বিদ্যুতের অপ্রতিবন্ধিত সরবরাহ নিশ্চিত

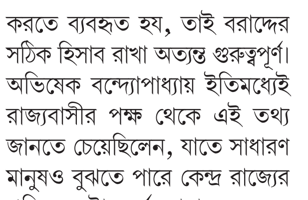

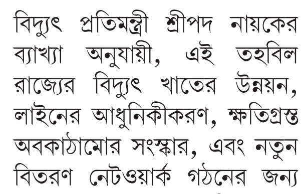

করতে ব্যবহৃত হয, তাই বরাদ্দের সঠিক হিসাব রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে এই তথ্য জানতে চেয়েছিলেন, যাতে সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে কেন্দ্র রাজ্যের প্রতি কতটা অর্থ সাহায্য করছে। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়কের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই তহবিল রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, লাইনের আধুনিকীকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর সংস্কার, এবং নতুন বিতরণ নেটওয়ার্ক গঠনের জন্য ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলার বরাদ্দের হিসাবও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে স্বচ্ছতার নতুন ধারা নিয়ে এসেছে। তবে এই তথ্য প্রকাশের পরও রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক থামেনি। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছে যে বরাদ্দের অঙ্ক পর্যাপ্ত নয়। বিশেষত, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মাত্র ৪৯ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে, যা প্রথম দিকে বরাদ্দের তুলনায় কম মনে হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে বলেন, ‘‘আমরা চাই আমাদের রাজ্যের জন্য বরাদ্দ যথাযথভাবে ও সময়মতো পৌঁছাক। এটি শুধুমাত্র রাজ্যের বিদ্যুৎ খাত নয়, সাধারণ মানুষকে উন্নত সেবা দেওয়ারও বিষয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে যে, বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হলে কেন্দ্রের আরও সহায়তা প্রয়োজন। বিশেষত বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুরনো অবকাঠামোর সংস্কারের কারণে আরও বেশি তহবিলের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বরাদ্দকৃত তহবিল অনুযায়ী যথাসম্ভব টাকা পাঠানো হয়েছে এবং প্রকল্পের প্রয়োজনে ধাপে ধাপে আরও বরাদ্দ বাড়ানো হবে। এছাড়াও প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়ক আশা প্রকাশ করেছেন যে রাজ্য সরকার এই তহবিল কার্যকরভাবে ব্যবহার করবে, যাতে গ্রাহকরা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা পেতে পারেন।

‘হিন্দু-উর্দু বললে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিন’, সংসদে বিস্ফোরক শতাব্দী

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ সংসদে হট্টগোল। বাংলা-বাঙালি ইস্যুতে তৈরি হল তপ্ত পরিস্থিতি। স্পিকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল তৃণমূল। কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না বলেই দাবি সাংসদদের। শুক্রবার সপ্তাহের শেষ অধিবেশনে লোকসভায় বাংলা-বাঙালি ইস্যুতে সুর চড়ায় রাজ্যের শাসকপক্ষের সাংসদরা। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাঙালিদের বাংলাদেশি সন্দেহে পুশব্যাক করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালি মানেই বাংলাদেশি নয়, বারংবার সেই দাবিকে সামনে রেখেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চওড়া করেছিলেন তিনি। এই ঘটনার সবচেয়ে তরতাজা নজির সোনালি খাতুনের ঘটনা। সোনালিকে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে ফেরাতে রাজি হলেও, তাঁর ‘বাংলাদেশি’ তকমা এখনই মুছে দিতে চায় না কেন্দ্র। শুক্রবার এই ইস্যুতেই সংসদে সুর চড়িয়েছিলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। ‘‘এই বছর ওড়িশায় ৪৪৪ জন বাঙালিকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশই মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূমের বাসিন্দা। এদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও ছিলেন। তাঁকেও বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে।’’ কিন্তু এই বিষয়ে নিজের সম্পূর্ণ বক্তব্য শেষ করতে পারেননি তিনি। তার আগেই স্পিকারের নির্দেশে নিজের প্রশ্ন পড়তে শুরু করে দেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি সাংসদ যুগল কিশোর। তখনই চড়ে উত্তেজনা। শতাব্দীকে কথা বলতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন উপস্থিত তৃণমূল সাংসদরা। শুরু হয়ে যায় স্লোগান। গলা চড়ান কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও। ওয়েলে নেমেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তাঁরা। তবে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে হাতে বাইরে বেরিয়ে যায় না। কার্যত চাপের মুখে পড়েই শতাব্দীকে ফের কথা বলতে দেন স্পিকার। তারপরই আরও চড়া সুর শতাব্দীর। বিজেপির দিকে তীব্র আক্রমণের সুরে তিনি বলেন, ‘‘যদি বাংলা বলায় কাউকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। তা হলে বিজেপি নেতা কর্মীদেরও হিন্দি-উর্দু বলার জন্য পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিন।’’

দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চলছে, প্রকাশ্য মঞ্চে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

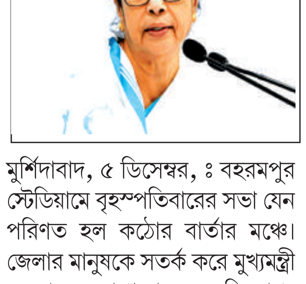

মুর্শিদাবাদ, ৫ ডিসেম্বর, ঃ বহরমপুর স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবারের সভা যেন পরিণত হল কঠোর বার্তার মঞ্চে। জেলার মানুষকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে নতুন করে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চলছে।মুখ্যমন্ত্রীর কা৷ সতর্কবার্তা, নতুন করে মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা হচ্ছে। তারপর এএনআই-এর হাতে কেস তুলে দিতে চাইছে। সব দলেই কিছু বেইমান থাকে। কুলাঙ্গার থাকে। আমাদেরও কেউ কেউ টাকা খেয়ে ইলেকশনের আগে বিজেপির তাঁবেদারি করে। এরা দেশের শত্রু। নির্বাচনের দু'মাস আগে যারা বিজেপির পাল্লায় পড়ে এসব কাজ করে তারা দেশের শত্রু।তীব্র শ্লেষের সুরে বলেন, কিছু পোকা-মাক। থাকবেই, তারাও তো প্রকৃতির জীব। ওদের সরিয়ে দিয়ে নিজের কাজটা করুন। আমার ওপর বিশ্বাস আছে তো? মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা হতে দেবেন না। মনে রাখবেন, আমি আপনাদের পাহারাদার। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না।

পরীক্ষার জন্য রবিবার সকাল সকাল মিলবে মেট্রো

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ রবিবার মেট্রোর সময়সূচিতে বদল। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশনের জন্য মেট্রোর সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত বলেই জানা গিয়েছে। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ব্লু লাইনে রবিবার সাধারণত অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা দেরিতে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়। তবে আগামী রবিবার ওই রুটে ডাউন এবং আপ লাইনে ৬৮টি করে মোট ১৩৬টি মেট্রো চলবে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম রুটে সকাল ৯টার পরিবর্তে ৮টায় শুরু হবে মেট্রো পরিষেবা।আবার শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর রুটে সকাল ৯টা ৪ মিনিটে শুরু হবে মেট্রো পরিষেবা। এই রুটে অবশ্য শেষ মেট্রোর সময়সূচিতে কোনও বদল হবে না। রাত সাড়ে ৯টায় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী শেষ মেট্রো ছাড়বে।দক্ষিণেশ্বর থেকে রাত ৯টা ৩৩ মিনিটে শহিদ ক্ষুদিরামগামী মেট্রো ছাড়বে। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদমের শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৯টা ৪৩ মিনিটে।

নিজেদের স্বার্থ পূরণে বিএলও-দের চাপ দিচ্ছে তৃণমূলঃদিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ ফের তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, নিজেদের স্বার্থ পূরণে বিএলও-দের চাপ দিচ্ছে তৃণমূল। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন (এসআইআর) শুরু হওয়ার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। এবার তৃণমূলকে পাল্টা আক্রমণ করে দিলীপ বললেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর-এর বিরোধিতা করলেও, তারা এই প্রক্রিয়ার অপব্যবহারও করেছে। তারা নিজেদের এজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিএলও-দের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। সম্পূর্ণ যাচাইকরণ অবশ্যই করতে হবে অন্যথায়, রাজ্যের ১০ শতাংশ ভুয়ো ভোটারই থেকে যাবে এবং পুরো এসআইআর প্রক্রিয়াটিই নষ্ট হয়ে যাবে।

ভুয়ো খবরই নতুন মহামারি, গণতন্ত্র রক্ষায় কড়া নজরদারির বার্তা অশ্বিনী বৈষ্ণবের

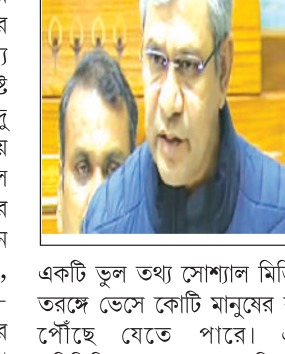

নয়াদিল্লি,৫ডিসেম্বরঃনয়াদিল্লির সংসদ ভবন যেন সেদিন আরও কিছুটা শান্ত, আরও কিছুটা মনোযোগী। লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে যখন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন, তখনই স্পষ্ট হয়ে গেল-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অথচ সবচেয়ে জটিল এক সংকট। আধুনিক সমাজে তথ্যের প্রবাহ দ্রুত, কিন্তু তার সঙ্গে সমান তালে বেড়ে চলেছে ভুয়ো খবর, বিভ্রান্তিকর প্রচার এবং এআই-চালিত ডিপ ফেকের দাপট। আর এই প্রবণতাই গণতন্ত্রের জন্য কতটা ক্ষতিকর, তা দৃঢ় ভাষায় মনে করিয়ে দিলেন বৈষ্ণব।মন্ত্রী বলেন, ভুয়ো খবর কোনও সাধারণ সমস্যা নয়। এটি গণতন্ত্রের ভিত দুর্বল করে দিতে পারে। আমাদের সমাজে মতামতের বহুমাত্রিকতা থাকতেই পারে, থাকা উচিতও। কিন্তু ভুয়ো খবর সেই বহুমাত্রিকতাকে আক্রমণ করে ভুল তথ্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালায়। ভোটারদের মনে বিভ্রান্তি ছা৷য়, সরকারের ওপর আস্থা নষ্ট করে দেয় এবং সামাজিক বিভাজনকে আরও গভীর করে তোলে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন দুনিয়া, যেখানে ডিপ ফেক প্রযুক্তি মুহূর্তে তৈরি করে ফেলতে পারে অদ্ভুত বাস্তবসম্মত, অথচ সম্পূর্ণ বানানো দৃশ্য কিংবা বক্তব্য।লোকসভায় দাঁড়িয়ে বৈষ্ণব জানান, এই পরিস্থিতিতে সরকার নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুত বিস্তার এবং তার অপব্যবহার রোধ করতে এবার নতুন খসড়া নীতি আনা হয়েছে, যা বিশেষ করে ডিপ ফেক শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধের ওপরই জোর দিচ্ছে। প্রযুক্তির বিকাশকে নিষিদ্ধ নয়, বরং দায়িত্বশীল ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের স্বার্থে কাজে লাগানোর ব্যাপারেই জোর দিলেন মন্ত্রী।তিনি মনে করিয়ে দেন, তথ্যপ্রবাহের এই যুগে কোনও কন্টেন্টই সাধারণ হয়ে থাকে না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটি ভুল তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ার তরঙ্গে ভেসে কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের দায়িত্ব শুধু আইন প্রণয়ন নয়-তথ্য যাচাইয়ের সংস্কৃতি গড়ে তোলা, সচেতনতা বাড়ানো, মিডিয়া হাউসগুলিকে সংবেদনশীল রাখা এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকেও আধুনিক সিস্টেম তৈরি করা।বৈষ্ণব বলেন, সরকার এবং প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বর্তমানে সক্রিয়ভাবে নজর রাখছে টেলিভিশন চ্যানেল ও পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ওপর। কোনও সংবাদমাধ্যম যদি নিয়মবহির্ভূতভাবে বা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভুয়ো খবর প্রচার করে, তবে তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর সরাসরি আঘাত। তাই এসব অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং প্রমাণ মিললে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।মন্ত্রী আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে শুধু সরকার বা কেন্দ্রীয় সংস্থার একার পক্ষে এই সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের শক্তি তার জনগণেই, আর তাই রাজ্য সরকার এবং নাগরিক সমাজকেও সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সত্য ও ভুয়োর মধ্যে যে সূক্ষ্ম রেখা, সেই রেখাকে বজায় রাখতে সবার সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। সমাজের ওপর আস্থা বজায় রাখা, ভুয়ো বর্ণনার বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া এবং তথ্যের সঠিক উৎস যাচাই করা-এসবই নাগরিক দায়িত্বের অংশ হওয়া উচিত।তিনি বলেন, ভুয়ো বর্ণনার বিরুদ্ধে লড়াই কেবল সরকারের কাজ নয়। সমাজকে একত্রে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। একটি ভুল খবর কখনও কখনও এমন প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে, যা একটি সম্প্রদায়, একটি অঞ্চল বা এমনকি পুরো দেশের জন্য বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে। তাই সামাজিক আস্থা বজায় রাখার কাজ কোনও একটি স্তরের দায়িত্ব নয়, বরং এটি সকলের সম্মিলিত কর্তব্য।বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এআই-চালিত ডিপ ফেক প্রযুক্তির বিস্তার আগামী দিনে আরও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। জনপ্রিয় ব্যক্তিদের কথা ব্যবহার করে ভুয়ো বক্তব্য তৈরি করা, রাজনৈতিক বার্তা বিকৃত করা কিংবা শিল্পী ও সাধারণ নাগরিকদের চেহারাকে ব্যবহার করে অনৈতিক কনটেন্ট বানানোর ঘটনা সারা বিশ্বেই বাড়ছে। এর জন্য শক্তিশালী সাইবার নজরদারি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং আইনগত ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। বৈষ্ণবের বক্তব্যে সেই বাস্তবতার প্রতিফলনই দেখা গেল।মন্ত্রী যে নতুন খসড়া বিধির কথা বললেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। এই বিধির মাধ্যমে ডিপ ফেক চিহ্নিত করতে উন্নত সফটওয়্যার ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির ওপরও দায়বদ্ধতা বাড়ানো হবে। কোনও সন্দেহজনক বা বিভ্রান্তিকর কন্টেন্ট দ্রুত সরিয়ে দেওয়া, ফ্যাক্ট চেকের সুযোগ রাখা এবং ব্যবহারকারীদের রিপোর্টিং প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হবে বলে সূত্রে খবর।এদিকে, ফ্যাক্ট চেকিং সংগঠনগুলিও মনে করছে যে সরকারের এই পদক্ষেপ সঠিক সময়ে এসেছে। দেশে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক বিতর্ক, নির্বাচনী প্রচার এবং সামাজিক মতবিভেদের মধ্যে ভুয়ো খবরের প্রকোপ বাড়ছিল। কখনও কোনও ভিডিওর সঙ্গে সম্পর্কহীন অডিও জুড়ে দেওয়া, কখনও পুরানো ছবি নতুন প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করে ভুল ধারনা তৈরি করা-এসব ঘটনা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তাই ডিপ ফেক বন্ধে কড়া অবস্থান নেওয়া অত্যন্ত সময়োচিত। বৈষ্ণবের বক্তব্যে আরও ফুটে উঠল এক বড় প্রশ্ন-তথ্য ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির এই সময়ে সংবাদমাধ্যমের নৈতিকতা রক্ষার গুরুত্ব। তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যম দেশের চতুর্থ স্তম্ভ। তাদের দায়িত্ব তথ্য সুস্পষ্ট, নির্ভুল এবং পক্ষপাতহীনভাবে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু যখন কিছু সংবাদমাধ্যম ক্লিকবেইট বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের জন্য ভুয়ো সংবাদ ব্যবহার করে, তখন তা শুধু সংবাদ পাঠককেই নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও বিপন্ন করে।এদিন লোকসভায় উপস্থিত সমস্ত সদস্যই মনোযোগ সহকারে মন্ত্রীর বক্তব্য শুনলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এই সমস্যার গভীরতা স্বীকার করেছে। অনেকের মতে, ভুয়ো খবর রোধে শক্তিশালী আইন থাকা প্রয়োজন হলেও তার প্রয়োগও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনও আইন যদি কাগজে-কলমে থেকে যায়, তা হলে বাস্তবে সমস্যার সমাধান হবে না।পরিশেষে উঠে এল প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসঙ্গ। আধুনিক যুগে প্রত্যেক নাগরিকেরই প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ভুল তথ্য চেনার দক্ষতা, উৎস যাচাইয়ের অভ্যাস এবং সন্দেহজনক কনটেন্ট এড়ানোর সক্ষমতা সমাজকে অনেকটাই নিরাপদ রাখতে পারে। মন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, ডিজিটাল যুগে প্রত্যেক নাগরিকই তথ্যের রক্ষক।ভুয়ো খবরের বিরুদ্ধে এই লড়াই দীর্ঘমেয়াদি। কিন্তু সরকারের নতুন উদ্যোগ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, সংবাদমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা এবং জনসচেতনতার সমন্বয়েই ভবিষ্যতে একটি আরও নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী গণতন্ত্র গা৷ উঠতে পারে। অশ্বিনী বৈষ্ণবের কথায়, তথ্যের স্বাধীনতা যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি সেই স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার। এই বার্তা শুধু সংসদ ভবনে নয়, গোটা দেশের নীতিনির্ধারণে এবং নাগরিক চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত, রেপো রেট কমালো কমালো আরবিআই

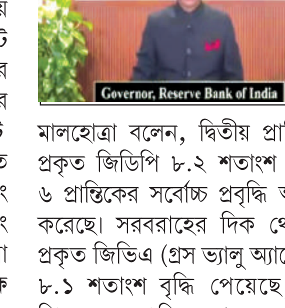

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর ঃ রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। শুক্রবার আরবিআই-এর গর্ভনর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেছেন, মুদ্রা নীতি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে পলিসি রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৫.২৫ শতাংশ করার পক্ষে ভোট দিয়েছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে।আরবিআই-এর গর্ভনর জানান, লিকুইডিটি এডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটির অধীনে স্থায়ী আমানত সুবিধার হার ৫ শতাংশ এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসলিটি এবং ব্যাঙ্ক রেট ৫.৫ শতাংশ সমন্বয় করা হবে। মুদ্রা নীতি কমিটি নিরপেক্ষ অবস্থান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।জিডিপি গ্রোথ প্রসঙ্গে সঞ্জয় মালহোত্রা বলেন, দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রকৃত জিডিপি ৮.২ শতাংশ হারে ৬ প্রান্তিকের সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সরবরাহের দিক থেকে, প্রকৃত জিভিএ (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) ৮.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রেই উচ্ছলতার কারণে সহায়তা করেছে।

লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলায় শ্রীনগরে এনআইএ'র তল্লাশি

শ্রীনগর, ৫ ডিসেম্বর ঃ লালকেল্লা বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে আরও অগ্রগতি। শুক্রবার শ্রীনগরের বাটমালু এলাকায় এক এয়ার-কন্ডিশনিং টেকনিশিয়ানের বাড়িতে তল্লাশি চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। ওই টেকনিশিয়ানকে পূর্বেই এই মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।এনআইএ -র এক আধিকারিক জানান , ধৃত তুফায়েল নিয়াজ ভাটের ছেলের সঙ্গে হামলাকারী ড. উমর ফারুকের যোগাযোগ ও অস্ত্র জোগান সংক্রান্ত যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে এনআইএ পুরো বাড়ি তল্লাশি করে। এটি ফলো-আপ তদন্তের অংশ বলেই জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

ঋষি অরবিন্দের প্রয়াণদিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ মহাযোগী, দার্শনিক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী অরবিন্দ ঘোষের প্রয়াণ দিবস-এ তাঁকে জানাই আমার প্রণাম। শুক্রবার এভাবে ঋষি অরবিন্দকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঋষি অরবিন্দ এক অবিস্মরণীয় জ্যোতিষ্ক। তাঁর জীবন ও তাঁর দেওয়া অমূল্য শিক্ষা আমাদের পাথেয়।প্রসঙ্গত, শ্রীঅরবিন্দ (অরবিন্দ অ্যাক্রয়েড ঘোষ ১৫ অগস্ট ১৮৭২ - ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০) ছিলেন দার্শনিক, যোগী, কবি ওজাতীয়তাবাদী। সাংবাদিক হিসেবে তিনি ' বন্দে মাতরম্' প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। তিনি ভারতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনেরহাত থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের এক প্রভাবশালী নেতা। তারপর তিনি এক আধ্যাত্মিক সংস্কারকে পরিণত হন এবং মানব-প্রগতি ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কথা প্রচার করেন।

টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান নোয়েল টাটার মা সিমোনে টাটা প্রয়াত হলেন

মুম্বাই, ৫ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হলেন সিমোনে টাটা। শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৯৫। তিনি ছিলেন টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান নোয়েল টাটার মা। গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটার সমা।দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা চলছিল দুবাইয়ে। সেখান থেকে আগস্টে দেশে ফিরে আসেন তিনি। ভর্তি হন ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। শুক্রবার সকালে সেখানেই প্রয়াত হন তিনি। সিমোনের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পরই শোকের ছায়া নামে শিল্পমহলে।সিমোন রেখে গেলেন ছেলে নোয়েল, পুত্রবধূ আলু মিস্ত্রি, নাতিনাতনি নেভিল, মায়া ও লিয়াকে। টাটা গোষ্ঠীর তরফে এদিন

দেশে ফের চড়া সোনার বাজার, বিভিন্ন শহরে দাম আরও উর্ধ্বমুখী

মুম্বই,৫ডিসেম্বরঃবছরের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ডলার সূচকের পরিবর্তন, এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক টানাপো।নের প্রভাব পড়েছে ভারতীয় সোনা বাজারেও। বৃহস্পতিবার সেই চিত্রই আরও স্পষ্ট। মুম্বই থেকে দিল্লি, আহমেদাবাদ থেকে কলকাতা-প্রায় সব শহরেই সোনার দামে ফের দেখা গেল উর্ধ্বগতি। উৎসব-পরবর্তী সময়ে যেখানে বাজার তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকার কথা, সেখানে উল্টে সোনা বাজারে নতুন করে উথালপাথাল দাম বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে আগামীর ট্রেড ট্রেন্ড।মুম্বইয়ের বাজারে বৃহস্পতিবার ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩০,৫৯০ টাকা থেকে বেড়ে ১,৩০,৭৪০ টাকায় পৌঁছেছে। একইসঙ্গে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,১৯,৭১০ টাকা থেকে ১,১৯,৮৬০ টাকায় লেনদেন হয়েছে। স্বর্ণবাজারের এই নতুন দর বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ালেও সাধারণ ক্রেতাদের জন্য যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।এদিন দিল্লির বাজারেও একই ছবি। রাজধানীতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩০,৭৪০ টাকা। ২২ ক্যারেটের জন্য ক্রেতাদের দিতে হচ্ছে ১,১৯,৮৬০ টাকা। দেশের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ায় দিল্লির সোনা বাজারের ওঠানামা সাধারণত গোটা দেশের প্রবণতায় প্রভাব ফেলে। ফলে রাজধানীর এই দাম বাড়তি স্বাভাবিকভাবেই দেশের অন্যান্য শহরেও ইঙ্গিত দিচ্ছে আরও বৃদ্ধির।আহমেদাবাদের বাজারে বৃহস্পতিবার ২৪ ক্যারেট সোনার দাম স্থির হয়েছে ১,৩০,৬৪০ টাকায়। ২২ ক্যারেটের দাম সেখানে ১,১৯,৭৬০ টাকা। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র চেন্নাইতেও দাম কমেনি। ২৪ ক্যারেট সোনা ১,৩০,৫৯০ টাকায় বিক্রি হয়েছে প্রতি ১০ গ্রামে, আর ২২ ক্যারেট সোনা পাওয়া গেছে ১,১৯,৭১০ টাকায়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই চেন্নাইয়ের বাজারে এই দামের ধারাবাহিক বৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে।কলকাতার বাজারেও বৃহস্পতিবার একই প্রবণতা। শহরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা জানান, ২৪ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩০,৫৯০ টাকায় লেনদেন হয়েছে এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,১৯,৭১০ টাকা। পূর্ব ভারতের প্রধান সোনা বাজার হওয়ায় কলকাতার ট্রেন্ডও গুরুত্ব বহন করে দেশের সামগ্রিক দামে। ব্যবসায়ীদের মতে, উৎসবের মৌসুম পেরিয়ে গেলেও শীতের বিয়ের মরসুম শুরু হওয়ায় সোনার চাহিদা এখনও বেশ তাই দামও নিম্নমুখী হচ্ছে না।উত্তর ভারতের বাজারেও দাম বাড়ার প্রভাব স্পষ্ট। লখনউয়ের বাজারে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম গেছে ১,৩০,৭৪০ টাকায় এবং ২২ ক্যারেট সোনা বিক্রি হয়েছে ১,১৯,৮৬০ টাকায়। বিয়ের মরসুমই এই দাম চাঙা রাখার অন্যতম কারণ, এমনটাই মনে করছে স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল। একই দাম দেখা গেছে জয়পুরেও। সেখানে ২৪ ক্যারেট সোনার মূল্য ১,৩০,৭৪০ টাকা এবং ২২ ক্যারেটের দাম ১,১৯,৮৬০ টাকা। পাটনার বাজারেও দাম কমেনি-২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৩০,৬৪০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট ১,১৯,৭৬০ টাকায় লেনদেন হয়েছে।সোনার দামের এই উর্ধ্বগতিকে অনেকেই স্বাভাবিক বলছেন। কারণ সোনার মূল্য নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা রাখে আন্তর্জাতিক বাজারের গতিপ্রকৃতি। বিশ্বের বহু দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা৷য় বিনিয়োগকারীরা আবারও সেফ-হেভেন হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছেন। মার্কিন ডলার দুর্বল হলে সাধারণত সোনার দাম বেড়ে যায়। পাশাপাশি বৈশ্বিক ট্রেড সম্পর্ক, আমদানি শুল্ক, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ইকুইটি ও বন্ড মার্কেটের পরিবর্তন-এসবই প্রভাব ফেলে দৈনিক সোনা দামে।বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সোনার দামে আরও কিছুদিন এভাবেই ওঠানামা চলবে। বিনিয়োগকারীরা যেখানে এটিকে দীর্ঘমেয়াদি লাভজনক সম্পদ হিসেবে ধরে রাখছেন, সেখানে সাধারণ ক্রেতাদের জন্য দাম বা৷তি চাপের সৃষ্টি করছে। তাই সোনা কেনার ক্ষেত্রে সবাইকেই সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। বাজার যে দিকে যাচ্ছে, তাতে বছরের শেষ পর্যন্ত স্বর্ণবাজার আরও কিছুটা অস্থিরই থাকবে বলে ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত মিলেছে।বৃহস্পতিবারের লেনদেনের পর স্পষ্ট-দেশের বিভিন্ন শহরে সোনার বাজার একেবারেই শান্ত নয়। বরং আন্তর্জাতিক প্রভাব ও অভ্যন্তরীণ চাহিদার টানাপো৷নে আগামী দিনেও দাম বাড়তে পারে। আর এই প্রবণতাই বৃহস্পতিবারের সোনা বাজারকে আরও একধাপ চড়া করে দিল।

পুতিনকে রাষ্ট্রপতি ভবনে জমকালো স্বাগত, গার্ড অফ অনারে অভিবাদন

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে জমকালো স্বাগত জানানো হল রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে। রুশ রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়। শুক্রবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আসেন পুতিন। তাঁকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এরপর পুতিনকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়। রাষ্ট্রপতি মুর্মু ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন একে অপরের দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। উল্লেখ্য, দুই দিনের সফরে বৃহস্পতিবারই ভারত সফরে এসেছেন রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন

এযাবৎ উমিদ পোর্টালে ১.৫ লক্ষেরও বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি নিবন্ধিত হয়েছে ঃকিরেন রিজিজু

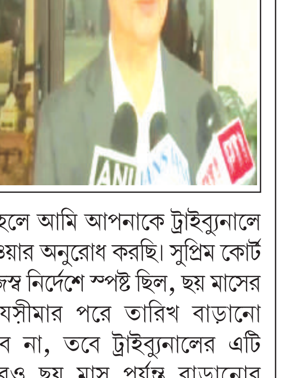

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃ এযাবৎ উমিদ পোর্টালে ১.৫ লক্ষেরও বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি নিবন্ধিত হয়েছে। এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শুক্রবার রিজিজু বলেন, ওয়াকফ আইন তৈরির পর, আমরা উমিদ পোর্টাল চালু করেছিলাম এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে পোর্টালে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি নিবন্ধনের জন্য ৬ মাসের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। আজ শেষ দিন এবং লক্ষ লক্ষ সম্পত্তি এখনও নিবন্ধিত হয়নি। অনেক সাংসদ এবং সামাজিক নেতা আমার কাছে সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে এসেছিলেন। এখনও পর্যন্ত, উমিদ পোর্টালে ১.৫ লক্ষেরও বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি নিবন্ধিত হয়েছে।রিজিজু আরও জানান, আমি সমস্ত মুতাওয়াল্লিদের আশ্বস্ত করছি, আগামী তিন মাস ধরে, আমরা 'উমিদ' পোর্টালে নিবন্ধনকারীদের উপর কোনও জরিমানা আরোপ করব না বা কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেব না। যদি আপনি নিবন্ধন করতে অক্ষম হন, তাহলে আমি আপনাকে ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার অনুরোধ করছি। সুপ্রিম কোর্ট নিজস্ব নির্দেশে স্পষ্ট ছিল, ছয় মাসের সময়সীমার পরে তারিখ বাড়ানো যাবে না, তবে ট্রাইব্যুনালের এটি আরও ছয় মাস পর্যন্ত বাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে। আমরা আমাদের জনগণকে সর্বোচ্চ স্বস্তি দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি, তবে কিছু বিষয় আইন দ্বারা আবদ্ধ। যেহেতু সংসদ ওয়াকফ সংশোধনী আইন পাস করেছে, তাই আমরা আইন পরিবর্তন করতে পারি না।

মাওবাদী অধুষ্যিত গোগুণ্ডার পাহাড় চূড়ায় বসল সিআরপিএফ ক্যাম্প

রায়পুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ মাওবাদী অধুষ্যিত ছত্তিসগড়ের সুকমার গোগুণ্ডায় প্রথমবার ক্যাম্প করল সিআরপিএফ। এই এলাকায় আগে কোনও রাস্তা ছিল না। এমনকী ছিল না পায়ে হাঁটা পথও। এই পদক্ষেপে এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখা সহজ হবে বলে আশা করছেন গ্রামবাসীরা। প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতিতেও মাওবাদী-প্রভাবিত সুকমা জেলার গোগুন্ডা এলাকার একটি প্রত্যন্ত পাহাড়ের চূড়ায় একটি সিআরপিএফ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে কোনও রাস্তা ছিল না। এই পদক্ষেপটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত আদিবাসী গ্রামগুলিতে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।এ বিষয়ে সিআরপিএফ-এর ৭৪ কর্পস কমান্ড্যান্ট হিমাংশু পান্ডে বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দৃষ্টিভঙ্গি হল ৩১ মার্চ, ২০২৬ সালের মধ্যে নকশালবাদ নির্মূল করা। ৭৪ তম ব্যাটালিয়ন ২০ অক্টোবর গোগুন্ডা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। ক্যাম্পটি প্রায় ৬৬২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত, একটি কঠিন ভূখণ্ড। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রাস্তা, যার অস্তিত্ব ছিল না। সুকমা পুলিশ, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ৭৪-তম ব্যাটালিয়ন এবং ডিআইজি সুকমা রেঞ্জের সহায়তায়, আমরা গত পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে এখানে দাযিত্ব পালন করছি। এই দাযিত্ব পালনের সময়, আমরা রাস্তা নির্মাণে সহায়তা করেছি। এটি শুরু থেকেই একটি অত্যন্ত দুর্গম এলাকা হিসাবে বিবেচিত এবং নকশালদের জন্য একটি নিরাপদ আস্তানা ছিল। তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বাহিনী এই এলাকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। গ্রামবাসীরাও ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা নিয়ে খুবই উৎসাহী।

শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা চলছে', ইউক্রেন নিয়ে বললেন পুতিন

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর ঃকূটনৈতিক পথে ইউক্রেন সংঘাত থামানোর চেষ্টা চলছে। শান্তি চুক্তি নিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন আমেরিকার প্রতিনিধি দলও। শুক্রবার এই নিয়ে পুতিন বলেন, ' সমাধানের চেষ্টা চলছে।' পুতিন বলেন, গত কয়েক বছর ধরে, আপনারা আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নে অনেক কাজ করেছেন। আমরা সহযোগিতার জন্য অতিরিক্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত করছি, যার মধ্যে রয়েছে উচ্চ প্রযুক্তির বিমান, মহাকাশ অনুসন্ধান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, প্রথমত, আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ইউক্রেন সংঘাত সম্পর্কে আমি অনেক বিস্তারিত তথ্য ভাগ করতে পারি। আমরা আমেরিকা-সহ কিছু অংশীদারদের সঙ্গে একটি সম্ভাব্য শান্তিপূর্ণ বিবৃতির বিষয়ে আলোচনা করছি। এই পরিস্থিতির সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের পথগুলি ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত, তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ নয় এটি বিষয়টির সারমর্ম, যা অত্যন্ত গভীর। আমরা সত্যিই এটির প্রশংসা করি এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি যে বিশেষ ব্যক্তিগত মনোযোগ দিচ্ছেন তাও।

নিয়োগ দুর্নীতির সিবিআইয়ের মামলায় শর্তাধীনে জামিন ' কালীঘাটের কাকু'র

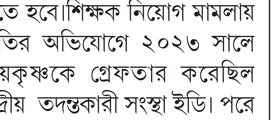

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআইয়ের মামলাতেও জামিন পেলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ' কালীঘাটের কাকু'। একাধিক শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ।হাইকোর্টের নির্দেশ, সুজয়কৃষ্ণকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে তদন্তকারী সংস্থার কাছে। তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে হাজিরা দিতে হবে। নিজের একটি স্থায়ী ফোন নম্বর তদন্তকারী অফিসারকে জানিয়ে রাখতে হবে, যা সর্বদা সচল রাখতে হবে। এছাড়াও আদালতের তরফে শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, কলকাতার বাইরে যাওয়া যাবে না আদালতের অনুমতি ছাড়া। প্রতি সপ্তাহে একদিন তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে হবে।শিক্ষক নিয়োগ মামলায় দুর্নীতির অভিযোগে ২০২৩ সালে সুজয়কৃষ্ণকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। পরে একই মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে সিবিআইও। অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতিতে সরাসরি যুক্ত ছিলেন কালীঘাটের কাকু। তাঁর মাধ্যমেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি পদে লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল বলে আদালতে একাধিকবার দাবি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই ভাল দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার জীবনে একটি নতুন শক্তি অনুভব করবেন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতা এবং নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি অনুভব করবেন।

বৃষঃ আপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। আজ, আপনি অর্থের গুরুত্ব এবং অযথা এটি কীভাবে ব্যয় করা আপনার ভবিষ্যতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তা বুঝতে পারবেন। শুভ রং লাল

মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার আবেগ অস্থির হতে পারে, যা চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। আপনি নিজেকে অনিশ্চয়তা এবং ভারসাম্যহীনতার মধ্যে খুঁজে পেতে পারেন, যা চিন্তাভাবনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে।।

কর্কট রাশি ঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। আপনি আজ এই সত্যটি বুঝতে পারবেন যে বিনিযাগে প্রাযশই আপনার জন্য খুব উপকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়, যে কোনও পুরানো বিনিয়োগ আপনার দ্বারা প্রস্তাবিত লাভজনক রিটার্ন হিসাবে। বিবাহের যোগ হবে

সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। আপনি অস্থির বোধ করতে পারেন, যা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

কন্যাঃযেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। আজ জমি বা যে কোনও সম্পত্তিতে বিনিয়োগ আপনার জন্য মারাত্মক হতে পারে। ব্যবসায় উন্নতি

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ কিছুটা অস্থির থাকবে, যার জন্য আপনাকে আপনার সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কাজের সুযোগ

বৃশ্চিকঃ আপনি আজ আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখবেন যা আপনাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। আপনার ক্রোধ নিযন্ত্রণে রাখুন এবং অফিসের প্রত্যেকের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। এই পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া আপনার কাজকে ব্যয় করতে পারে, যার ফলে সরাসরি আপনার আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।শুভদিন

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি খুব শুভ এবং ইতিবাচক দিন হতে চলেছে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আপনার মনকে আনন্দ এবং শক্তিতে ভরিয়ে দেবে।

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হতে চলেছে। বিশেষ করে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আপনার ভাল আচরণ এবং ইতিবাচক মনোভাব আপনার চারপাশের লোকেদের উপর প্রভাব ফেলবে। বিবাহের যোগ হবে পারে

কুম্ভঃকাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে।

মীনঃমীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য চ্যালেঞ্জে ভরা দিন হতে পারে। আপনার চারপাশের পরিবেশ বিরক্তিকর হতে পারে, যা আপনার মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তবে, এই অসুবিধাগুলি আপনাকে নিজের মধ্যে নিষ্ঠা এবং সাহস অনুভব করার সুযোগ দেবে।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে। নামবে তাপমাত্রার পারদও। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই থাকবে শীতের আমেজ। সপ্তাহান্তে অনেকটাই বা৷বে ঠান্ডা। শুক্রবার সকালেও শীতের আমেজ বেশ ভালোই অনুভূত হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা তুলনামূলক বেশি ছিল।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২-৩ দিনে অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে। সকালে শিশির এবং কুয়াশা থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা কুয়াশা থাকবে, পরে পরিষ্কার আকাশ হবে। আগামী তিন-চার দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নামতে পারে এবং তারপর একই রকম থাকবে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫০মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কৃষ্ণের কৃপায় নব বৃন্দাবনের ছোঁয়া লেগেছে চাঁপদানীতে

পুলক চক্রবর্তী,, চাঁপদানী ৫ ডিসেম্বর ঃ একটুকরো বৃন্দাবন উদ্বোধন হল চাপদানি বনবীথি পার্কে। শুক্রবার চাঁপদানী পৌরসভার ১৩নম্বর ওয়ার্ডে , খুড়িগাছি , নতুন পাড়ায়, পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা র বাড়ীর সাথে লাগোয়া বনবীথি পার্ক উদ্ধোধন হলো এক টুকরো বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের উদ্বোধন করেন ওনার বাড়ীর মন্দিরের প্রভু জগন্নাথদেব কে দিয়ে। হরিনাম সংকীর্তন হয়। সকালে ত্রিবেদীয় স্বস্তিবচন জাগ ও যজ্ঞের মধ্য দিয়ে মহাকলেবরে এই উদ্বোধন হয়। উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিবার মিশ্র বংশের পৈতৃক কূলদেবতা কে সাক্ষী করে মন্দির স্থাপন করা হয়। বৃন্দাবনের রাধা কৃষ্ণের বিখ্যাত স্থান গুলো তুলে ধরা হয়েছে যেমন নিধিবন ভগবান রাধা কৃষ্ণের পাথরের বিশাল মুর্তি। প্রেম লীলার জন্য এখানে মন্দির তৈরি করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ না না সময় কীভাবে তাঁদের মধ্যে একটা শান্তীর ভাব জাগিয়ে রাখেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ। বসানো হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, রাধা রানীর গোপিনীদের মূর্তি। এই মন্দিরের নাম হলো নিধি বন মন্দির। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন। বৃন্দাবন প্রেমের প্রতিক হিসেবে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলার জন্য বিখ্যাত। এখানেই ভগবান কৃষ্ণ তার শৈশব কাটিয়েছিলেন। করা হয় গোবিন্দ দেব মন্দির, বাঁকে বিহারী মন্দির, একই বন্দাবন বনের জন্য তৈরি। প্রায় ১০ একর জমির উপর তৈরি গাছ গাছালিতে ঘেরা। পাশ দিয়ে বয়ে.চলেছে বৈদ্যবাটি খাল। দেখানো হয় বৃন্দাবন সেই স্থান যেখানে কৃষ্ণ স্নেহের সাথে রাধাকে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং গোপীদের সাথে আনন্দ করেছিলেন। বৃন্দাবনের এই স্থানেই তিনি অনেক সময় খেলাধুলা এবং গোপালক মেয়েদের অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় গোপীদের, উত্তপ্ত করে কাটাতেন। নদীতে স্নান করার সময় এই গোপিদের পোশাক লুকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কৃষ্ণ বেশ কুখ্যাত ছিলেন। বৈদ্য বাটির খালকে নদীর মতো দেখানো হয়েছে। আগে থেকেই বনভূমি রয়ে গেছে। এই বনের মধ্যে রাধা কুঞ্জ দেখানো হয়েছে। এই বনটি ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় বন বলে মনে করা হয। ভগবান কৃষ্ণ এই বনে ব্রজের সুন্দরী কুমারীদের সাথে রাস নৃত্যপরিবেশন করেছিলেন। এই পার্কে আসতে হলে হলে চাঁপদানীর জি,টি,রোড থেকে বিঘা টিতে দিল্লী রোড। ডি,ভি,সি খালের ধার বরাবর। বৈদ্যবাটি স্টেশন এবং ভদ্রেশ্বর স্টেশন থেকে টোটো এবং অটোয় করে বৃন্দাবন পার্কে আসা যাবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা মিশ্রা, চাঁপদানী পৌরসভার পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্রা,১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজ কুমার গুপ্তা।

পুলিশি তৎপরতায় শিয়ালদহ থেকে উদ্ধার জয়নগরের এক নাবালিকা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ ডিসেম্বর ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। কয়েকদিন আগেই পুলিশের একাধিক পদে রদবদল হয়। আর তার পরেই পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হয় জয়নগরের এক নাবালিকা। বারুইপুর পুলিশ জেলার নতুন সুপার শুভেন্দু কুমারের সহযোগিতায় জয়নগর থানার নতুন আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশে জয়নগর থানার এ এস আই অর্ণব চক্রবর্তী,এস আই সায়ন্তনী বিশ্বাস, এস আই শুভঙ্কর করণ ও তাদের টিমের তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ থেকে উদ্ধার করে আনা হয় জয়নগরের এক নাবালিকাকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,গত ১ ডিসেম্বর জয়নগর থানার নারায়নীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সরবেড়িয়া গ্রামের প্রামানিক পা।ায় মামার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় রিমঝিম প্রামানিক নামে ১২ বছরের এক নাবালিকা।সে সরবেড়িয়া শতদল বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। তার মা নেই। ছোট থেকেই সে সরবেড়িয়াতে দাদু সুনীল প্রামানিক ও দিদা অনিমা প্রামানিকের কাছে মানুষ হয়ে আসছে। খুব গরীব পরিবারে টানাটানির সংসারে সে মানুষ হচ্ছিল। পড়াশুনা করার সখ প্রবল তার মনে। ১ লা ডিসেম্বরের বিকালে দাদু দিদার উপর রাগ করে প্যার নাম করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায় সে। তার বাড়ির লোক ও প্রতিবেশীরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর ও না পেয়ে ২রা ডিসেম্বর জয়নগর থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করেন। এর পর জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশে মেনে পুলিশের টিম তদন্তে নেমে জানতে পারে শিয়ালদহ জি আর পি ও মেয়েটিকে সন্দেহজনক ভাবে শিয়ালদহ স্টেশনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে উদ্ধার করে সিনির হোমে রেখেছে। বৃহস্পতিবার জয়নগর থানার এ এস আই অর্ণব চক্রবর্তী ও এস আই সায়ন্তনী বিশ্বাস শিয়ালদহ থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। এবং বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষ, এস আই সৌমেন দালাল,এস আই শুভংকর করণ, এ এস আই অর্ণব চক্রবর্তী ও এস আই সায়ন্তনী বিশ্বাস সহ পুলিশের টিম গিয়ে উদ্ধার হওয়া মেয়েটিকে তাদের দাদু দিদার হাতে তুলে দিয়ে আসেন। আর তাকে ফিরে পেয়ে উৎসবে মেতে ওঠে তার পরিবার সহ গোটা প্রামানিক পাড়া। কেক কেটে নতুন জামা পড়িয়ে মেয়েটির আগমনকে স্বাগত জানানো হয়। আর পুলিশের তৎপরতায় এত কম সময়ে উদ্ধার হওয়ায় পুলিশের পুরোটিমকে ধন্যবাদ জানালেন গোটা এলাকার মানুষ। ঠিক সময়ে পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার না হলে কোনো পাচার চক্রের কবলে পড়ে যেত মেয়েটি।আর তাই পুলিশের কাছে এটা বড় মাপের সাফল্য। খুশি এলাকার মানুষ।

গুলশন কলোনির বহুতলে অগ্নিকাণ্ড, প্লাস্টিক গুদামেই আগুনের উৎস

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ কলকাতার গুলশন কলোনির এক বহুতলে শুক্রবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সকাল ১০টা নাগাদ বহুতলের নিচতলায় থাকা একটি প্লাস্টিকের গুদামেই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দমকলের প্রথম দফায় দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, পরে সেই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় দশে। তবে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় চেষ্টা চালিয়েও আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। ঘটনাস্থল ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। যে গুদামে আগুন লাগে, তার ঠিক ওপরেই রয়েছে বেশ কয়েকটি আবাসিক ফ্ল্যাট। দাহ্যপদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত তীব্র আকার ধারণ করে। ধোঁয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। স্থানীয়দের অনেকে প্রথম দিকে বালতি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন, কিন্তু দ্রুত আগুন ছড়ানোয় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রথমে যে দুটি ইঞ্জিন আসে, তারা আগুনের ভয়াবহতা দেখে আরও সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠায়। পরে আসে আরও আটটি ইঞ্জিন। বিপর্যয় মোকাবিলা দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুনের ওপরের ফ্ল্যাটগুলি খালি করার কাজে হাত লাগায়। একে একে সব ফ্ল্যাট থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদে বের করে আনা হয়। আশেপাশের বিল্ডিং থেকেও বহু মানুষ নিচে নেমে আসেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও দ্রুত পদক্ষেপে বড় কোনও বিপদ ঘটেনি-এটাই বর্তমানে সবচেয়ে বড় স্বস্তির বিষয়।

এস আই আর এর প্রতিবাদে জয়নগরে তৃনমূল কংগ্রেসের পদযাত্রা হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ৫ ডিসেম্বর ঃ সামনে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার বিকালে জয়নগর ২ নং ব্লকের মোল্লার চক মোড় থেকে নিমপীঠ পর্যন্ত এস আই এর প্রতিবাদে এক বিশাল পদযাত্রা হয়ে গেল। এদিনের এই পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস।এছাড়া এদিনের পদযাত্রায় পা মেলালেন জয়নগর ২ নং ব্লকের বি ই আর এস সাহাবুদ্দিন শেখ, তৃণমূল নেতৃত্ব তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াংকা মণ্ডল,প্রাক্তন সভাপতি মোনাজাত খান, জয়নগর ২ নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি হারুন রশীদ মোল্লা,জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ, ওয়াহিদ মোল্লা, কর্ণকান্তি হালদার,তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর জেলার যুব সভাপতি রাজু লস্কর,মাতিন হালদার জান্নাত মোল্লা সহ আরো অনেকে।

আভিজাত্যের অলংকার প্রাচীন পুঁথি নিয়ে বর্ধমানের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার

মলয় সুর ঃ আমার সঙ্গে অতীতের পাতায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন পুঁথি আগলে রয়েছে এক পরিবার। একসময় যারা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত, যাদের হাত ধরে চলতে সংস্কৃত টোল সেই বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের উত্তরাধিকারের সাক্ষী হয়ে এখনো রয়ে গেছে ভূর্য পত্রে লেখা প্রাচীন আমলের বেশ কিছু পান্ডুলিপি। প্রত্যন্ত এলাকার বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের শংকরপুর গ্রামে তাদের আদি বাড়ি। প্রায় আড়াইশো বছর আগে পুজোর উপাচার ও বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্যের সেই অমূল্য সম্পদ আজও সযত্নে আগলে রেখেছেন নতুনহাট হাসপাতাল পাড়ার বাসিন্দা, বর্ষিয়ান পন্ডিত ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর একমাত্র পুত্র ত্রিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়। কেবল বংশ পরম্পরায় সংরক্ষণ নয় তাদের আজও পালিত হয় পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান। আজও সূচনা হয় সেই পুরনো শাস্ত্রমতে। কুল দেবতা ন্যাংটেশ্বর শিবের পুজো হয় সেইসব পঞ্জিকা পান্ডুলিপিতে নির্দেশিত প্রাচীন মন্ত্র ও বিধি অনুসারে। প্রবীণ ধনঞ্জয় বাবুর কথায়, আমাদের পূর্বপুরুষরা এই মন্ত্র গুলো লিখে গেছেন। রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্যের বেশ কিছু পুঁথি। তার মধ্যে কয়েকটি শ্রী চৈতন্যদেবের

আমলের পুঁথি রয়েছে। তাল পাতার ও ভূর্জ পত্রের। এগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এগুলি আমরা শুধু রক্ষা করছি না আজও সেই পথেই আচার বিচার পালন করি। ত্রিলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আবার পশ্চিমবঙ্গের বুকে একমাত্র আমাদের বাড়িতেই এই ধরনের পুরনো পঞ্জিকা পান্ডুলিপি রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওই অমূল্য পান্ডুলিপিকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। সংস্কৃত পাঠ ও পুঁথিরক্ষণের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। আইটেম ইতিমধ্যেই আমার দশটিও বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই অবদানের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহিত্য পরস্কারে সম্মানিত করে হয়েছে। এইখানে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন চতুষ্পাঠী সংস্কৃত টোল। ধনঞ্জয়বাবু অধ্যাপনা করেন। ছোট থেকেই সাহিত্য চর্চার দিকে প্রচন্ড আগ্রহী।

বিধায়ক-কাউন্সিলর দ্বন্দ্বে পুনর্মিলন, পাড়ায় সমাধানের আসরে বিধায়কের পা ছুঁয়ে প্রণাম কাউন্সিলরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ চুঁচুড়া পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ' সমাধান' ক্যাম্প। এই কার্যক্রমের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদার, পুরসভার পূর্ত দপ্তরের পারিষদ সৌমিত্র ঘোষ এবং আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্মল চক্রবর্তী। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এদিনের ঘটনা নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। পাড়ায় সমাধান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়। উসবের আমেজে বিধায়ক অসিত মজুমদার কাউন্সিলর নির্মলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন। তারপরেই নির্মল চক্রবর্তীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন বিধায়ক। এই ছোট্ট রাজনৈতিক ঐক্যের মুহূর্তের পরেই ক্যাম্পে নারকেল ফাটিয়ে কাজের শুভ সূচনা করা হয়। বিধায়ক জানান,মুখ্যমন্ত্রী পাড়ায় সমাধানের জন্য প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা করে দিয়েছেন। সেই টাকায় রাস্তা নিকাশী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাজ হবে। চুঁচুড়া পুরসভার তিরিশটি ওয়ার্ডে মোট তেরোশো কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু পাড়ায় সমাধানের আগে কিছু রাজনৈতিক উত্তাপও ছিল। আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্মল চক্রবর্তীকে বিধায়ক এসআইআরের কাজ নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। সেই বকাঝকার কারণে নির্মল কিছু সময়ের জন্য নিজের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পরে নিজের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে তিনি আবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিধায়ক অসিত কাউন্সিলের প্রসঙ্গে বলেন, ' না করলে বকবোই। নির্মলের সঙ্গে কোনও সমস্যা নেই। নির্মল আমার অত্যন্ত স্নেহের। ওকে বকার যেমন অধিকার আছে, ভালবাসার অধিকার আছে। এসআইআরের কাজে এখানে কিছুটা পিছিয়ে ছিলাম সেটা নিয়ে আমি বলেছিলাম তাই ওর হয়তো মনে লেগেছিল।' নির্মল বলেন, ' সঙ্গে বিধায়কের সমস্যা নেই। একসঙ্গে মিটিং করেছি। কোনও সমস্যা নেই। আমার কাজে কোনও ঘাটতি থাকলে বিধায়ক হিসাবে বকতেই পারেন।'

মাত্র ১৯,৯৯৯- টাকা দাম থেকে বিক্রি শুরু হল নাথিং-এর নতুন নীল রঙের ফোন (৩এ) লাইট-র

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ লন্ডন-ভিত্তিক প্রযুক্তি স্টার্টআপ নাথিং, তাদের নতুন ফোন (৩এ) লাইট এই ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ থেকে বিক্রি শুরু করার ঘোষণা করেছে। তারা ভারতে এই স্মার্টফোনটি চালু করার সময় ঐতিহ্যবাহী কালো এবং সাদা রঙের সাথে নীল রঙের একটি নতুন রঙকেও যোগ করেছে। এতে রয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭৩০০ প্রো সিপিইউ, ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি, ৬.৭৭ ইঞ্চি অ্যামোলেড ডিসপ্লে, ট্রুলেন্স ইঞ্জিন ৪.০ সহ ৫০ এমপি প্রাইমারি ক্যামেরা এবং নাথিংয়ের ট্রেডমার্ক ট্রান্সলুসেন্ট ডিজাইন। নাথিং-এর এই ফোন (৩ঞ) লাইট স্মার্টফোনটির ৮ জিবি ১২৮ জিবি মডেলটির দাম শুরু হয়েছে ২০,৯৯৯ টাকা থেকে যা ব্যাংক ছাড়ের সাথে ১৯,৯৯৯ টাকা দামেই পাওয়া যাচ্ছে। এটি ফ্লিপকার্ট, বিজয.সেলস, ক্রোমা সহ ভারতের প্রধান খুচরা দোকানগুলিতে বিক্রির জন্য উপলব্ধ।ক্রগু৫৪ রেজিস্ট্যান্স, অ্যালুমিনিয়াম ইন্টারনাল ফ্রেম এবং মার্জিত লাইটওয়েট ডিজাইনের সাথে, ফোন (৩এ) লাইট স্বচ্ছ সৌন্দর্যতা বজায় রাখে। এতে রয়েছে ৬.৭৭-ইঞ্চি নমনীয় AMOLED স্ক্রিন যার সর্বোচ্চকক্কগু উজ্জ্বলতা ৩০০০ নিট

এবং অভিযেজিত রিফ্রেশ রেট ১২০ Hz আল্ট্রা এক্সডিআর, নাইট মোড এবং ৩০ ফ্রেম প্রতি সেকেন্ডে ৪কে ভিডিও ছাড়াও, ফোনটিতে ৫০ মেগাপিক্সেলের একটি প্রাথমিক ক্যামেরা রয়েছে যা ট্রুলেন্স ইঞ্জিন ৪.০ দ্বারা সমর্থিত। ১৬ মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা দ্বারা উচ্চমানের সেলফি এবং ভিডিও কল সমর্থিত। এমনকি, নাথিং-এর উন্নত গ্লাইফ লাইট সিস্টেম কার্যকরী বিজ্ঞপ্তি, ক্যামেরা কাউন্টডাউন এবং কনফিগারযোগ্য যোগাযোগ সতর্কতাও প্রদান করে। ফোন (৩এ) লাইট, মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭৩০০ প্রো দ্বারা চালিত যার র‍্যাম ১৬ জিবি (ভার্চুয়াল সহ) এবং স্টোরেজ ২ টিবি পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। কোনো চিন্তা ছাড়াই সারাদিন ধরে ব্যবহার করার জন্য এতে ৩৩ ওয়াট দ্রুত চার্জিং সহ ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারিও যোগ করা হয়েছে। উপরন্তু, তিন বছরের উল্লেখযোগ্য আপডেট এবং ছয় বছরের যাচাইকৃত সুরক্ষা সংশোধন সহ, গ্যাজেটটি নাথিং ওএস ৩.৫ চালায, যা অ্যান্ড্রয়েড ১৫ এর উপর ভিত্তি করে তৈরি।

জলবন্দি শহর বাঁচাতে ভূগর্ভে রেন ওয়াটার হারভেস্টিং-অভিনব উদ্যোগ কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা শহরে বর্ষা মানেই জল জমে থাকা এলাকায় জলমগ্ন রাস্তাঘাট, ড্রেন উপচে প।। এবং পাম্প চালিয়ে জল সরানোর হিড়কিড় বহু দশক ধরে এই সমস্যার সঙ্গে লড়াই করলেও শহরবাসীর দুর্দশা থেকে যায় একই জায়গায়। তবে এবার পুরনো সমাধান নয়, একেবারে অভিনব প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। এতদিন বহুতল বা বড় প্রতিষ্ঠানের ছাদের ওপর রেন ওয়াটার হারভেস্টিং দেখেছি, কিন্তু এবার সেই প্রকল্প নেমে আসছে ভূগর্ভে। শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রায় ৯০টি এলাকায় বিশেষ সমীক্ষা শেষ করে পুর নিকাশি বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে-যেখানে বর্ষায় জল জমে থাকে, সেখানেই তৈরি হবে ভূগর্ভস্থ রেন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব ভারতের মধ্যে কলকাতা পুরসভাই এই প্রথম এত ব। পরিসরে ভূগর্ভস্থ রেন হারভেস্টিংয়ের উদ্যোগ নিল। বর্ষার জল জমা হবে মাটির অন্তত ১০ মিটার নিচে তৈরি দুটি বিশেষ চেম্বারে। প্রথম চেম্বারে জমা প।বে অপরিশ্রুত জল, আর দ্বিতীয় মাইক্রো চেম্বারে সেই জল পরিশ্রুত হয়ে ধীরে ধীরে মাটিতেই মিশে যাবে।

ফলে জলাবদ্ধতা কমবে এবং একই সঙ্গে বাড়বে ভূগর্ভস্থ জলস্তর-দুটি সমস্যারই একসঙ্গে সমাধান মিলবে। শহরের অনেক ওয়ার্ডেই বছরের পর বছর ধরে ডিপ টিউবওয়েল ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ জল তোলা হয়েছে। এর ফলে বহু অঞ্চলে জলস্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এমনকি আর্সেনিক দূষণ নিয়েও বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গবেষকরা। বস্তুত, শহরের কিছু সংলগ্ন এলাকায় এখনও টিউবওয়েল বা পাম্পের জলের উপরই নির্ভর করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই সমাধান হিসেবে রেন ওয়াটার হারভেস্টিংকে পুরসভা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পুর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি ওয়াটার সাপ্লাই জোনে উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিত করেছে। উত্তর কলকাতার বাগবাজার, আমহার্স্ট স্ট্রিট এবং দক্ষিণের বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, কালীঘাট, চেতলা, জাজেস কোর্ট রোডসহ গার্ডেনরিচ জল উৎপাদন কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশে হারভেস্টিং চেম্বার তৈরি করার মতো জায়গার সন্ধান মিলেছে। পুরসভার এক আধিকারিক জানান, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শহরকে নিরবচ্ছিন্ন এবং দূষণমুক্ত রাখাই মূল লক্ষ্য। কলকাতা পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে পরিবেশ বিশেষজ্ঞরাও। তাঁদের মতে, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়া শুধু শহরের জন্য নয়, গোটা রাজ্যের জন্যই এক নতুন দিশা দেখাতে পারে। ভবিষ্যতে রাজ্যের অন্য পুরসভাগুলিও এই মডেল অনুসরণ করতে পারবে।

ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য আপলোড করার শেষ তারিখ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নির্দেশমতো উম্মিদ পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করার শেষ তারিখ আজ। তা সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতে মাত্র ১০ থেকে ৩৫ শতাংশ ওয়াকফ সম্পত্তি পোর্টালে নিবন্ধিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮০ হাজার ৪৮০টি ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশ সম্পত্তি ডিজিটালি নিবন্ধিত করা হয়েছে বলে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।। ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা মুতাওয়াল্লিদের কারিগরি দক্ষতা এবং ইংরেজি জ্ঞানের অভাবকেই এজন্য দায়ী করা হয়েছে। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকার বেশ কয়েক মাস ধরে ওয়াকফ সংশোধনী আইন কার্যকর করতে অস্বীকার করেছিল, পরে উমিদ পোর্টালে আপলোড শুরু করে।

এসআইআর ফর্মে দুই 'অচেনা ছেলে! বনগাঁর এক কৃষকের পরিবারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় এসআইআর ফর্ম হাতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন বছর পঞ্চাশের কৃষক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। স্ত্রী ও তিন ছেলেকে নিয়ে প্রৌঢ়ের ভরা সংসার। আর্থিক স্বাচ্ছ ঃদ তেমন না থাকলেও সুখ-শান্তি রয়েছে সংসারে। কিন্তু সরকারি তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো এসআইআর ফর্ম খুলতেই মাথায় যেন বাজ পড়ল তাঁর। ফর্মে দেখা গেল, তাঁর তিন নয়-পাঁচ ছেলে! দুই অচেনা যুবকের নাম তাঁর পুত্র হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক আলোচনা। জানা গিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার ১৯১ নম্বর পার্টের বাসিন্দা। পেশায় কৃষিজীবী। দীর্ঘদিন ধরেই স্বল্প উপার্জনে সংসার চালান তিনি। আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও দাম্পত্য ও সন্তানদের নিয়ে ছিল শান্তির পরিবেশ। কিন্তু এসআইআরের নতুন তথ্য তালিকায় জানা গেল, তাঁর তিন ছেলের পাশাপাশি আরও দুই যুবকের নাম ' হিসাবে যোগ হয়েছে-রাজু বিশ্বাস ও বিশু বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি রাজু ও বিশুকে চেনেন না। অভিযুক্ত দু'জনের ওই এলাকায় বাড়িও না। এই বিষয়ে গাইঘাটার বিডিওর কাছে অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি। বিডিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক রঙ লাগতে সময় লাগেনি। স্থানীয় রাজনৈতিক শিবিরগুলোর মধ্যে শুরু হয়েছে তুমুল দোষারোপের লড়াই। এই প্রসঙ্গে, বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সব্যসাচী ভট্ট। তিনি বলেন, এটা কীভাবে হল সেটা নির্বাচন কমিশন বলতে পারবে। ওই এলাকার বিধায়ক বিজেপির এবং পঞ্চায়েত সদস্যও বিজেপির। তাঁরা বলতে পারবেন কীভাবে এই ঘটনা সম্ভব। পালটা দাবি করেছে বিজেপিও। বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, বাংলায় দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে। তৃণমূলের যেসব দাদালরা বিভিন্ন অফিসের সামনে থাকে, তাঁরা টাকার বিনিময়ে এইসব করেছিল। এবার এসআইআর হওয়ার ফলে সেসব ধরা পড়ছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/ Br-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-XII/102/80/25-26
Name of the Work : **Renovation of road and other ancillary works with in New South Park and its surrounding areas under ward no-102, BR-XII;** Estimated cost : **Rs. 4,99,920.59;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**

2) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-XII/105/65/25-26
Name of the Work : **Improvement of U/G drainage system along with road at Nelinagar and surrounding areas in ward no-105;** Estimated cost : **Rs. 4,88,443,92;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **90 Days**

3) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-XII/107/139/25-26
Name of the Work : **Maintenance of drainage system near 190/1 Naskarhat area & other adjacent places in ward-107, BR-XII;** Estimated cost : **Rs. 4,99,407.14;** Earnest Money : **Rs. 10,000,00;** Period of Completion : **60 Days**

4) NIT NO.-KMC/EE(C)/Br-XII/109/107/25-26
Name of the Work : **Fencing along the canal side road to avoid garbage throwing (at canal) beside Satyajit Kanan in W/109, BR-XII, KMC;** Estimated cost : **Rs. 3,99,222.71;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **90 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **08.01.2026- 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 4); Date and Time of Opening of Bid : **10.01.2026 - 1 P.M.** (for Sl. No. 1 to 4);

5) NIT No. - KMC/EE(C)/Br-XII/101/27/25-26
Name of the Work : **Renovation of roads and other ancillary works near Baghajatin Place etc. in ward 101;** Estimated cost : **Rs. 1,60,182.34;** Earnest Money : **Rs. 3,500.00;** Period of Completion : **90 Days**

6) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-XII/101/37/25-26
Name of the Work : **Renovation of roads near Fulbagan Melar Math and surroundings in ward 101;** Estimated cost : **Rs. 2,57,084.41;** Earnest Money : **Rs. 5,500.00;** Period of Completion: **90 Days**

7) NIT No. - KMC/EE(C)/Br-XII/101/38/25-26
Name of the Work : **Renovation of roads and other ancillary works near Rabindrapally A-Block and surroundings in ward 101;** Estimated cost : **Rs. 2,13,675.63;** Earnest Money : **Rs. 4,500.00;** Period of Completion : **90 Days;**

8) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-XII/102/79/25-26
Name of the Work : **Renovation of road drain and other ancillary works with in 1,C.R. Colony, Dhali Para and its surrounding areas under ward no-102, BR-XII;** Estimated cost : **Rs. 4,99,990.66;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**

9) NIT No..-KMC/EE(C)/Br-XII/105/57/25-26
Name of the Work : **Construction of U/G drainage system including restoration of road near PREM No. 183/1, 1/4D etc. Nelinagar in ward no-105;** Estimated cost : **Rs. 2,78,633.03;** Earnest Money : **Rs. 5,600.00** Period of Completion : **60 Days**

10) NIT NO. KMC/EE(C)/Br-XII/105/58/25-26
Name of the Work : **Renovation of C/C Road By Interlocking paver block near PREM no.71, 101 etc. Ashutosh Colony in ward no-105;** Estimated cost : **Rs. 2,61,576.42;** Earnest Money : **Rs. 5,500.00;** Period of Completion : **60 Days**

11) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-XII/106/124/25-26
Name of the Work : **Convertion of cement concrete road to paver block near prem no 42/8 N. P road in W/No. 106;** Estimated cost : **Rs. 3,20,393.18;** Earnest Money: **Rs. 6,500.00;** Period of Completion : **50 Days**

12) NIT No..- KMC/EE(C)/Br-XII/109/106/25-26
Name of the Work : **Development & protection of road around the pond near PREM. No-B/60, B/65 etc. Jamuna Nagar in W/109, BR-XII, KMC;** Estimated cost : **Rs. 4,98,909.88;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **125 Days;**

13) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-XII/107/81/25-26
Name of the Work : **Repairing of Black Top Road near 12/1A/36 Chowbagha Road & adjacent places in ward-107, BR-XII;** Estimated cost : **Rs. 1,43,173.69;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**

14) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-XII/107/107/25-26
Name of the Work : **Renovation of rajdanga school road park in ward no-107, BR-XII;** Estimated cost : **Rs. 3,49,373.20;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00;** Period of Completion : **60 Days**

15) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-XII/107/138/25-26
Name of the Work : **Renovation of road at picnic garden; Naskarhat area, saradapally area etc in ward-107, BR-XII;** Estimated cost : **Rs. 4,68,041.91;** Earnest Money : **Rs. 9,500.00;** Period of Completion : **60 Days**

16) NIT NO.-KMC/EE(C)/Br-XII/107/146/25-26
Name of the Work : **Repairing of road providing hot mix, at Chkraborty Para area and adjacent places in ward-107, BR-XII;** Estimated cost : **Rs. 4,12,055.02;** Earnest Money : **Rs. 8,500.00;** Period of Completion : **60 Days;**

17) NIT No. - KMC/EE(C)/Br-XII/107/78/25-26
Name of the Work : **Repair of concrete passage at Naskarhat Madhyapara, Khelar Math and different places;** Estimated Cost : **Rs. 2,99,977.49;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **60 Days**

18) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-XII/106/076/25-26
Name of the Work : **Maintenance of U/G drainage system damaged during laying of W/S pipe line at Ramlal Bazar, GUNAMANI Safui Road & others in W/NO 106;** Estimated cost : **Rs. 1,87,327.47;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **35 Days**

19) NIT No.- KMC/EE(C)/Br-XII/109/100/25-26
Name of the Work : **Maintenance of road by laying of hot mix at Nayabad Avenue & surrounding area in W/109, BR-XII, KMC;** Estimated cost : **Rs. 2,99,951.13;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **175 Days,** Last Date and Time of submission of Bid : **06.01.2026 - 12 Noon;** (for Sl. No. 5 to 19); Date and Time of Opening of Bid : **08.01.2026-1 P.M.** (for Sl. No. 5 to 19); The bid forms and other details are available on and from : **05.12.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 1 to 19); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 19).

The Executive Engineer (Civil)/BR-XVI,KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/002/APAS/275/P-3
Name of the Work : **Construction of C.C. Road at Shitala Mandir Lane in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,47,362.26;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **21 Days;**

2) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/045/APAS/297/P-2
Name of the work : **Construction of new cement concrete road at M.G. Road bye lane near Chakthakurani in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,91,670.48;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days**

3) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/031/APAS/277/P-3
Name of the Work : **Construction of new C.C. Road at 22 bigha bye lane in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,89,030.35;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **24.12.2025 - 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 3); The Tender will be opened on : **26.12.2025 - 12 Noon** (for Sl. No. 1 to 3);

4) NIT NO- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/035/APAS/258/P-4
Name of the Work : **Construction of cement concrete road at Kajirchak Natun Para in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,28,735.38;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00;** Period of Completion : **30 Days**

5) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/027/APAS/278/P-1
Name of the Work : **Construction of new C.C. Road at Adarsha Pally near H/O Aparna Majumder in Ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,48,088.12;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **21 Days**

6) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/041/APAS/268/P-1
Name of the Work : **Construction of C.C. Road at Diamond Park Infront Park Side Road in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,80,859.59;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **21 Days**

7) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/032/APAS/258/P-1
Name of the Work: **Repairing and construction of C.C. Road at Fakirdanga in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,64,909.64;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

8) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/038/APAS/272/P-1
Name of the Work : **Construction of new cement concrete road at M.G. Road Bye Lane near PRE. no. 10/2A in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,73,101.78;** Earnest Money : **Rs.10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

9) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/040/APAS/266/P-1
Name of the Work : **Development of road by laying hot mix at diamond park near PRE. No.- B-8/21 in ward no.-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,08,143.64;** Earnest Money : **Rs. 4,500.00;** Period of Completion : **21 Days;**

10) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/022/APAS/257/P-2
Name of the Work : **Protection of C.C. Road by providing eucalyptus bullah piling at kajirchak in Ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,11,147.19;** Earnest Money : **Rs. 4,500.00;** Period of Completion : **21 Days**

11) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/030/APAS/277/P-2
Name of the Work : **Construction of new C.C. Road at 22 Bigha Vidyasagar Sarani in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,51,286.69;** Earnest Money : **Rs. 9,500.00;** Period of Completion : **30 Days;**

12) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/023/APAS/262/P-1
Name of the Work : **Construction of new cement concrete road at Srijani near PRE. No.-A18/24 in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,81,735.52;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

13) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/034/APAS/258/P-3
Name of the Work : **Construction of cement concrete road at Fakirdanga Bye Lane in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,07,738.82;** Earnest Money : **Rs. 2,500.00;** Period of Completion : **21 Days;**

14) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/006/APAS/287/P-1
Name of the Work : **Construction of C.C. Road at Barma Colony in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,66,022,57;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**

15) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/026/APAS/274/P-2
Name of the Work : **Construction of new cement concrete road at Nabapally Bye Lane near PRE. No.-26/7,62/1,23 etc. in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 3,18,567.35;** Earnest Money: **Rs. 6,500.00;** Period of Completion : **30 Days;**

16) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/010/APAS/295/P-2
Name of the Work : **Const. of new cement concretre road at Uttarpara Kalitala in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,37,598.16;** Earnest Moncy: **Rs. 3,000.00;**

17) NIT No.- KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/005/APAS/276/P-2
Name of the Work: **Construction of C.C. Road at 22 Bigha Nimpukur Bye Lane in ward no-143;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,84,737.34;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **22.12.2025 - 12 Noon** (for Sl. No. 4 to 17); The Tender will be opened on : **24.12. 2025 - 12.00 Noon** (for Sl. No. 4 to 17); The bid forms and other details are available on and from : **08.12.2025 - 5 P.M.** (for Sl. No. 1 to 17); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 17).

1622/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৬, সংখ্যা, শনিবার ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

বিপ্লবী নীরেন্দ্রনাথ

নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; ভুলে যাওয়া আগুনের ফুল্কি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এমন এক নাম, যা আমাদের বুকের ভিতর নীরবে কাঁদে, আবার গর্বে আগুন জ্বালায়। আমরা বাঘা যতীনের নাম স্মরণ করি, তাঁর বীরত্ব, তাঁর যুদ্ধে অদম্য নেতৃত্বের কথা মনে রাখি; কিন্তু তাঁর পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যারা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের স্মৃতি কথা কতটা রাখি? নেতৃত্ব যেমন ইতিহাস গড়ে, তেমনি নেতৃত্বকে রক্ত, ত্যাগ আর শেষ নিশ্বাস দিয়ে পূর্ণতা দেন সহযোদ্ধারা। তাই আজকের গল্প সেই ভুলে যাওয়া বীরের, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন;স্বাধীনতা কারও একার লড়াই নয়।১৮৯২ সালে জন্ম ফরিদপুর জেলার খেয়ারডাঙ্গা গ্রামে। পিতা ললিত মোহন দাশগুপ্ত, বাড়ি মাদারিপুর শহরে। স্কুলের বেঞ্চে বসে পাঠশালা শেষ না হতেই ১৯১০ সালের দিকে নাম লেখান মাদারিপুর বিপ্লবী সমিতিতে। দেশ তখন দমবন্ধ ভার, স্বাধীনতার আশায় অন্ধকার আলোড়ন। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার, কারাবাস। মাত্র কয়েক বছরেই জেলের ভিতরের লোহা তাঁর ভিতরের আগুনকে আরও ধারালো করে তোলে। ১৯১৫ সালে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সরাসরি লক্ষ্য ঠিক করেন দেশদ্রোহী গোয়েন্দা নীরদ হালদারকে;গুলিতে শেষ করেন তাকে। স্বাধীনতার নামে, জাতির নিরাপত্তার নামে, নিজের জীবন বাজি রেখে। বাঘা যতীনের সংস্পর্শে এলে তাঁর পৃথিবী বদলে যায়। তাঁর কাছে যুদ্ধ মানে দেশ; তলোয়ার, বন্দুক, বা পিস্তল নয়;দেশমাতৃকার জন্য নিজের নিঃশ্বাস পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেওয়া। জার্মান জাহাজ ম্যাভেরিক থেকে অস্ত্র সংগ্রহ, গোপন বার্তা বহন, দল সাজানো;প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেই শেষ যুদ্ধের জন্য। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫;গভীর রাতে মহলডিহার অস্থায়ী আস্তানা, পাশে বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত;এবং নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
পরদিন নদী, খাল, বিল পাড়ি দিতে দিতে ৯ই সেপ্টেম্বর ভোরে পৌঁছলেন বুড়িবালামের তীরে। পুলিশের খবর পেয়েছিল আগেই। চারদিক ঘিরে ধরেছে ইংরেজ বাহিনী, নেতৃত্বে টেগার্ট, রাদারফোর্ড, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলভি। একদিকে অসংখ্য সেনা, অন্যদিকে মাত্র পাঁচজন বিপ্লবী;পরিখার আড়ালে মাউজার হাতে দাঁড়িয়ে। শুরু হলো গুলি বৃষ্টি, শব্দে আকাশ ভরে উঠল। মনে হচ্ছিল একসাথে অনেক বন্দুক চলছে, অথচ ছিল মাত্র পাঁচজন। হঠাৎ এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর শরীরে; রক্তে ভিজে যাচ্ছে মাটি, আর তৃষ্ণায় ছটফট করছে শরীর। বাঘা যতীন তখন নিজের গুলিবিদ্ধ দেহটিকে উপেক্ষা করে সঙ্গীর শেষ কামনা পূরণে আত্মসমর্পণ করেন;শুধু এক গ্লাস জলের জন্য। তারপর সকলকে গ্রেপ্তার। বাঘা যতীন পরের দিন হাসপাতালে মারা যান। আদালতের রায়ে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে মৃত্যুদণ্ড; জ্যোতিষচন্দ্র পালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তারিখ ৩ ডিসেম্বর ১৯১৫। ফাঁসির মঞ্চে ওঠার সময় তাঁদের মুখে হাসি;হ্যাঁ, হাসি। কারণ মৃত্যু তাঁদের কাছে শেষ নয়, স্বাধীনতার জন্য একটি দরজা মাত্র। এগিয়ে গেলেন, হাসিমুখে আলিঙ্গন করলেন মৃত্যু। এই গল্প শুধু অতীত নয়, এটি আজও হৃদয় কাঁপায়;এক তরুণের, যে বইয়ের বদলে হাতে বন্দুক নিয়েছিল, নিজের জীবনকে অগ্নিশিখায় জ্বালিয়ে দিয়েছিল দেশের মুক্তির স্বপ্নে। আজ যদি আমরা বাঘা যতীনের স্মৃতিতে মোম জ্বালাই, তবে পাশে আরেকটি দীপ জ্বলবে সেই বিস্মৃত বীরের নামে; নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কারণ স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে গেলে বীরদের নামই যথেষ্ট নয়; সেই নামগুলোকেও মনে রাখা উচিত, যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়নি।

সাহিত্যিক বিমল মিত্র

উপন্যাস সম্রাট হয়েও বিমল মিত্রের ভাগ্যে আকাডেমি পুরস্কার জোটেনি। সেই প্রসঙ্গে নিজেই বলতেন অনেক লেখকের যোগ্যতা থাকলেও তারা নোবেল পাননি। আবার এমন লেখক নোবেল পেয়েছেন যাঁর নাম পাঠক কখনও মনে করতে পারবেন না। অর্থাৎ পাঠকদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল না। বিমল মিত্র সেই বাঙালি লেখক যিনি প্রায় অর্ধেক শতক গোটা ভারত জয় করেছেন কলমের জোরে। কেরালার এক কাগজে বিমল মিত্রের ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হওয়া শুরু হলে,কাগজটার উত্থান হয় ধূমকেতুর গতিতে। এক লাফে সেই কাগজের প্রচার সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পায়। কেরলের গাঁয়ে কথকরা বিমল মিত্রের গল্প বলে বেড়াত। প্রটোকলের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের উর্দু ম্যাগাজিনে বিমল মিত্রের উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর হিন্দি সেখানে তিনি পাঠকদের হৃদয়েশ্বর ছিলেন। বহু পাঠক জানতেন না তিনি লিখেছেন বাংলায় এবং সেটা হিন্দিতে অনুবাদ হয়েছে। পাঠকের রায়ে বিমল মিত্রের সেরা উপন্যাস সাহেব বিবি গোলাম, যদিও নিজে স্বয়ং মনে করতেন তাঁর সেরা সৃষ্টি কড়ি দিয়ে কিনলাম। বলতেন এই বইটা লেখার জন্য ছাত্রাবস্থা থেকে অপেক্ষা করেছেন। বিমল মিত্র ইতিহাস আশ্রিত বিষয় ভিন্ন লিখতে পারেন না, সমালোচনা ছিল বিদগ্ধ মহলে। যোগ্য জবাব দিলেন সমকালীন বিষয় নিয়ে ক্ল্যাসিক উপন্যাস 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। নিজে নিজের লেখার পাঠক হতেন, সেই পাঠকের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন, সহজ কথা লেখকদের সবচেয়ে দরকার আত্মবিশ্বাস। আমি যা লিখব দুনিয়ার কারও কলম থেকে যেন সেই লেখা না বের হয়। সেই আত্মবিশ্বাস তাঁর মধ্যে ছিল বলে আজও তাঁর প্রয়াণের পরেও তিনি জনপ্রিয় লেখক। কিন্তু এত কিছু লিখেছেন তাঁর সাহিত্যের মূল সুর কি! সোজা উত্তর এই অর্থসর্বস্ব সমাজ ও সভ্যতাকে বারবার আক্রমণ করো। তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য ইতিহাসবোধ অত্যন্ত জরুরী।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

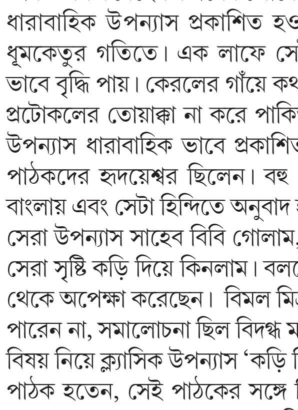

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত। মাতৃভক্তদের মন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না। শক্তিকে মা কালী কাছ থেকে গ্রহণ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দেশকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে।
বিদেশি শত্রুকে বিনাশ করতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পবিত্র করতে হবে। মনের সব ময়লাকে দূর করতে হবে। তবেই মা কালীর আসল ভক্ত হতে পারবে। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার।দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগতকে দূর কর।

'সতীদাহ প্রথা বিরোধী দিবস' ঃ মনে পড়ে রাজা রামমোহনকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল

রবীন্দ্রকুমার শীল

রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় এসে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রামমোহন সতী দাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার পিছনে একটি করুণ কাহিনী রয়েছে। রামমোহন সবচেয়ে যাকে ভালোবাসতেন তিনি হলেন বড় ভাই জগমোহন রায়ের স্ত্রী অলকমঞ্জরী দেবীকে।

রামমোহনের ওপরে বড় ভাইয়ের স্ত্রীর আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। রামমোহন রায় আবার তাঁর বড় ভাইকে কুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু সেই বড় ভাই জগমোহন রায় মারা গেলে তাঁর দ্বিতীয় পত্নী অলকমঞ্জরী দেবী সহমরণ গ্রহণ করল রামমোহন এ ব্যাপারে সজাগ হতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন এই ধরনের নৃশংস হিন্দু প্রথার রোধ করার প্রয়োজন রয়েছে। রাজা রামমোহন রায় মন থেকে তাঁর বড় ভাইয়ের স্ত্রীর জীবন্ত মরণকে গ্রণ করে নিতে পারেননি। তাঁর প্রিয় বউদিটি স্বেচ্ছায় তাঁর স্বামীর চিতায় আত্মহুতি দেবে এটাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি। ইতিমধ্যে কলকাতায় ইংরেজ পণ্ডিতেরা কিন্তু বাংলার সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেছে। ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার বুকানন সতী প্রথার নির্মমতার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ডাক্তার বুকাননের চেষ্টায় উক্ত কলেজের অধ্যাপক কোলব্রুক ও উইলিয়াম কেরির তত্ত্বাবধানে ১৮০৪ সালে কলেজের দশজন হিন্দু পণ্ডিতদের নিয়ে ছয় মাসের জন্য কলকাতার বিভিন্ন শ্মশানঘাটে দাহকারীদের শাস্ত্র প্রমাণ ও বিচার তাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সতী প্রথা যে হিন্দু ধর্মে নিষিদ্ধ সেটা প্রমাণ করিয়ে দাহ থেকে মহিলাদের রক্ষা করার চেষ্টা করে শুরু করে দিয়েছিলেন এই সব ব্রিটিস পণ্ডিতেরা। সেই সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ 'শুদ্ধি সংগ্রহ' নামে একটি বইতে প্রকাশ করা হয়। (Vide Buchuanan's Christan Research in Asia (pp.39-42) and Memoirs of the Expediency of an Ecclesiastical Establishment (pp 114-115) ী প্রথা যে হিন্দু রেভারেন্ড ক্লডিয়াস বুকানন লেখার বইটি “ ” নামে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের পাতায় লেখা রয়েছে - “The laws of the Hindoos, concerning the female sacrifice are collected in a book called Sodhee Sugrah .... on the comparison of these passages with the present practice of burning women in Hindoostan, little similarity will be found either in principle or ceremonial. In many particulars of the existing custom, the Hindu directly vilolate the laws of their religion. But all vows are optional. The committing of muder in consequence of a vow, oes not lessen the guilty”.

বাংলায় মিশনারীরা এবং ইংরেজ পণ্ডিতেরা যখন সতী প্রথা বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছেন তখন ভারতের গর্ভনর জেনালের ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি জানতে চেষ্টা করলেন যে এই ধরনের অস্বাভাবিক ও নৃশংস প্রথার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করার কোনও উপায় রয়েছে কিনা। সে সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান করতে শুরু করে দিলেন তিনি। তিনি আদেশ দিলেন ভারত সরকারের বিচার বিভাগের সচিব ডডসওয়েল সাহেব এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। ডডসওয়েল সাহেব তখন নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গুড সাহেবকে আদালতের পণ্ডিতদের কাছে সতী প্রথার হিন্দুধর্মানুমোদিত কিনা তার অনুসন্ধান করার জন্য ১৮০৫ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটা চিঠি লেখেন। নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মা এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে-
''যাঁহারা পত্যনুগমনের জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অত্যন্ত শিশু সন্তান থাকিলে, অন্তঃসত্ত্বা হইলে, ঋতুকাল হইলে, কিংবা নাবালক অবস্থা হইলে, তাঁহারা সহমৃতা হইবার যোগ্যা নহেন। উপরি উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি না থাকিলে সহমৃতা হইকে কোনও নিষেধ নাই। কোনও উৎকট ঔষুধ বা মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া কোন স্ত্রীলোককে সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচার বিরুদ্ধ। ঐরূপে অজ্ঞান বা উন্মত্ত করাও অবৈধ। সহমরণের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্কল্প করিতে হয় এবং অন্যান্য কতকগুলি বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়।' এই অভিমত নিজামত আদালত ১৮০৫ সালে ৫ জুন ভারত সরকারের দৃষ্টিতে নিয়ে আসে। (Collection of printed papers relative of Hindoo Widows and Voluntary immolation (H.C) pp. 26-28)
তারপরে ১৮১২ সালে ও ১৮১৭ সলে নিজামত আদালতের পণ্ডিতরা এই বিষয়ে তাদের মত প্রকাশ করেছিলেন।
১৮১৭ সালে মতামতদানকারী পণ্ডিতদের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন অন্যতম। তাঁর এই মতামত দানক ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ মৃত্যুঞ্জয়কে সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের স্রষ্টা বলে গ্রহণ করতে চান। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারে অনেক আগেই ঘনশ্যাম শর্ম্মা একই মত প্রকাশ করেছিলেন এবং দেখতে পাওয়া গেল যে কেবল মাত্র মৃত্যুঞ্জয় একক ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে অন্য দু'জন পণ্ডিত ছিলেন। আদালতের বেতনভুক্ত কর্মচারীর আদালতের আদেশের আইন সম্পর্কে এই অভিমত প্রদানকে তাঁদের জীবনের অভিপ্রায় বলা যায় না। তাঁরা যদি সত্যিই অভিমতকে সমাজে প্রচলিত দেখতে চাইতেন তবে এই অভিমত দিয়েই তাঁরা শুধু ক্ষান্ত থাকতেন না, সতীদাহের মতো নৃশংস প্রথা যাতে বিলুপ্ত হয় তার জন্য রীতিমতো আন্দোলন আরম্ভ করে দিতেন। রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধুরা এই প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তুলতে শুরু করলেন মৃত্যুঞ্জয় তাতে যোগদান করেননি। নিজামত আদালতের অভিমত পাওয়ার জন্য ১৮১৩ সালে ২৯ এপ্রিল কতকগুলি অবস্থায় ভারত সরকার সতীদাহ নিবারণ করতে সরকারি কর্মচারিদের আদেশ দেয় এবং ১৮১৫ সালে ৪ জানুয়ারি নিজামত আদালত থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে মাদক দ্রব্য সাহায্যে উন্মত্ত করে কোনও মহিলাকে সতী হওয়ার প্ররোচনা দানের ফলে সতী হওয়ার উপক্রম দেখা দিলে তাকে নিবারণের আদেশ প্রদান করে।
সতীদাহ প্রথার নিবারণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন খ্রিষ্টান মিশনারীরা। তবে এ বাপারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সতী প্রথা নিয়ে যখন কলকাতা জুড়ে প্রবল বিরোধী হাওয়া তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছিল ঠিক তখনই কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রাধানগরে থেকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। লড়াই করার উপযুক্ত স্থান হল কলকাতা। সেখান তখন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সাহেব পণ্ডিত থেকে শুরু করে দেশি পণ্ডিতেরা অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং ঘনশ্যাম শর্মা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কী কী কারণ থাকলে কোনও মহিলাকে সতী করানো যায় না তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন লর্ড ওয়েলেসলির কাছে। কিন্তু এই পর্যন্ত ছিল সরকারের সীমাবদ্ধতা। তার বাইরে প্রত্যক্ষভাবে পথে নেমে সংগ্রাম করেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা অধ্যক্ষ বুকাননের নির্দেশে। তাঁরা প্রতিটি শ্মশান ঘাটে গিয়ে সতীদাহ প্রথাটা যে অমানসিক এবং অমানবিক তার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সতীদাহ প্রথা নিয়ে গণ আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি একেবারে রাস্তায় নেমে সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সতীদাহ প্রথাটাকে তাঁর একার পক্ষে রুখে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজের সমর্থনের পাশাপাশি সরকারি সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে তিনি তাঁর বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে অন্দোলনের সাথী করে নেন। তখন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। ইংল্যাণ্ডের রাজ পরিবারের সদস্যরাও পর্যন্ত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতেন। ইংরেজ সরকারও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতি আস্থা রাখতেন। জোড়াসাঁকোর কর্তার সমর্থন পাওয়াতে রাজা রামমোহন রায়কে সত্যসত্যই সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের প্রবর্তক হয়ে উঠলেন।

গীতিকার শিল্পী গৌরী প্রসন্ন মজুমদার বাংলার বিস্ময়

বিশেষ প্রতিবেদক

ফ্লপ ছবিকেও শুধু মাত্র গানের জোরে সুপারহিট করে দিতে পারতেন তিন কিংবদন্তি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় , নচিকেতা ঘোষ। গোলবাড়ির পরোটা আর কষা মাংস খেতে খেতে এক টুকরো কাগজে গৌরীপ্রসন্ন লিখলেন, 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'। নচিকেতা সুর করে ফেললেন। গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তৈরি হল কালজয়ী বাংলা গান।
বাংলা গানের স্বর্ণালী অধ্যায়ের অন্যতম সেরা গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার মানে সেরা সেরা কিছু গান- ' আমার গানের স্বরলিপি ', 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে', 'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী' ('নীল আকাশের নীচে'), 'তারে বলে দিও' ('দুই ভাই'), 'আজ দু'জনার দু'টি পথ', 'ওগো তুমি যে আমার' ('হারানো সুর'), 'মুছে যাওয়া দিনগুলি' ('লুকোচুরি'), 'এই রাত তোমার আমার' ('দীপ জ্বেলে যাই'), 'পথের ক্লান্তি ভুলে' ('মরুতীর্থ হিংলাজ'), 'এই পথ যদি না শেষ হয়' ('সপ্তপদী')-এর মত অসংখ্য হিট গান।
শচীন দেববর্মণ থেকে লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কিশোরকুমার, রাহুল দেববর্মণ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় নামের তালিকা হয়ত সম্পূর্ণ হবে না। ভারত বিখ্যাত এই সংগীত শিল্পীদের পাঁচটা সেরা গানের একটা গানে নচিকেতা ঘোষ সুর দিয়েছেন। সেই গানগুলোর আর প্রায় ৭০ শতাংশ লিখেছেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
পেন থেকে কালি লিক করে বুক-পকেট ভিজে গিয়েছে, খেয়ালই নেই এমনই আনমনা থাকতেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চেন্নাইয়ে চিকিৎসা করতে যাওয়ার পথে হাওড়া স্টেশনে বসে একটি সিগারেটের প্যাকেটের উল্টো পিঠে লিখে ফেললেন 'সেই সাতজন নেই আজ টেবিলটা তবু আছে সাতটা পেয়ালা আজও খালি নেই...' তার পরে এক চেনা লোকের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নচিকেতা ঘোষের পুত্র সুপর্ণকান্তির কাছে। গাইলেন মান্না দে 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই/ কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই' । পরের ইতিহাস নতুন করে কিছু বলার নেই বাংলা গানের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা গানের তালিকায় এই গান থাকবেই।
অন্যদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর লেখা হিট গান শুধু লিখে বোঝানো সম্ভব! ' আমার গানের স্বরলিপি ' !, 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে', 'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী' ('নীল আকাশের নীচে'), 'তারে বলে দিও' ('দুই ভাই'), 'আজ দু'জনার দু'টি পথ', 'ওগো তুমি যে আমার' ('হারানো সুর'), 'মুছে যাওয়া দিনগুলি' ('লুকোচুরি'), 'এই রাত তোমার আমার' ('দীপ জ্বেলে যাই'), 'পথের ক্লান্তি ভুলে' ('মরুতীর্থ হিংলাজ'), 'এই পথ যদি না শেষ হয়' ('সপ্তপদী')-এর মতো অসংখ্য হিট গান।
নচিকেতা ঘোষ এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গভীর বন্ধুত্ব অনেকদিন, প্রায় প্রতিদিন তাঁরা আড্ডায় বসতেন। সঙ্গে চলত গান বাঁধার কাজ। অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব বোধহয় সেই কেমিস্ট্রির জন্য তাদের তৈরি গানগুলো কালজয়ী হয়েছে। এই বন্ধুত্ব নিয়ে বলতে গিয়ে গৌরীপ্রসন্ন বলেছিলেন তিনি আর নচি ইংরেজির ইউ আর কিউ-এর মত। গোলবাড়ির পরোটা আর কষা মাংস খেতে খেতে এক টুকরো কাগজে গৌরীপ্রসন্ন লিখেছিলেন, 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'। নচিকেতা সুর করে ফেললেন। গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তৈরি হল কালজয়ী একটি গান।
পাবনার গোপালনগর গ্রামে ১৯২৫ সালের ৫ ডিসেম্বর জন্ম গৌরীপ্রসন্নের। পিতা প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। তাঁর সহপাঠীদের তালিকায় ছিলেন সি ভি রমন, ডক্টর রাধাকৃষ্ণন। পড়াশোনায় যথেষ্ট মেধাবী গৌরীপ্রসন্ন দুটো কলম আর কিছু খুচরো পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। টাকা না থাকলে হেঁটেই চলে যেতেন গন্তব্যে। হাজরা থেকে গড়িয়া হাঁটা ছিল ওঁর রোজকার ব্যাপার।
ছোট থেকেই তাঁর হাতের কাছে দেশি-বিদেশি বই। বাড়িতে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষার চর্চা। ছাত্র জীবনের গণ্ডি পেরোনোর আগেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেললেন কালীদাসের 'মেঘদূতম'। ইংরেজি ও বাংলা দু'টিতেই স্নাতকোত্তর হয়েছিলেন তিনি।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। আকাশবাণীর অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা শ্রীতরফদার তাঁর রেকর্ড প্লেয়ারে শোনাচ্ছিলেন ৭ মার্চের মুজিবরের বক্তৃতা। শুনতে শুনতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার লিখে ফেললেন 'শোনো, একটি মুজিবরের থেকে/ লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি/ আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি।' সুর করলেন অংশুমান, গাইলেনও তিনি। গানটা ইংরেজিতে অনুবাদও হয়, 'আ মিলিয়ন মুজিবর সিঙ্গিং'। ১৯৭১-এ মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের শপথ অনুষ্ঠানে বাজানো হয় সেই গান।

'সতীদাহ প্রথা' কালে বিধবা কন্যার পিতা শোক

বিশেষ প্রতিবেদক

আজ সতীদাহ প্রথা বিলোপ দিবস অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন রাজা। বড় হতাশ লাগছে তাঁর। মানুষই যদি বিরোধিতা করে, তাহলে তিনি লড়বেন কাদের নিয়ে? আর করবেনই বা কাদের

জন্য? ধুস, আর লড়াই করে লাভ নেই। এমন সময় দারোয়ান এসে বলল একজন গেঁয়ো ব্রাহ্মন দেখা করতে চাইছে। একটু বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, এখন আমার সময় নেই বলে দে। দারোয়ান বলল, বলেছি। কিন্তু উনি যেতে চাইছেন না। তখন রাজা বললেন, পাঠিয়ে দে। এক ব্রাহ্মন ঘরে ঢুকলো। খাটো ধুতি, গায়ে নামাবলি, মাথায় টিকি। টিকি দেখলেই রাজার মাথাটা যায় গরম হয়ে। রুক্ষ স্বরে বললেন কী চাই? ব্রাহ্মন বলতে শুরু করলেন। আমি নদীয়ার মহাদেব ভট্টাচার্য।থামলেন একটু,বোধহয় গুছিয়ে নিলেন একটু। আবার শুরু করলেন।জানেন,সেদিন ছিল বৈশাখ মাস। টোল থেকে ফিরতেই অপর্ণা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো কোলে। জল দিলো, গামছা দিলো, বাতাস দিলো পাখা করে।আমার জন্য তার যতো চিন্তা।বাপে মেয়েতে আদর খাচ্ছি। তখন ওর মা ডাকলো ঘর থেকে। ভেতরে যেতে বলল, মেয়ের তো ৭ বছর বয়স হোল। আর কতদিন ঘরে বসিয়ে রাখবে? পাড়ায় যে কান পাতা দায়। আমি বললাম,পাত্র পাচ্ছি কই? যার কাছেই যাই। ১০০০ টাকার কমে পন নেবেনা কেউ। মন্দিরা ফিসফিস করে বলল, সবার তো কপাল সমান হয়না। কিন্তু জাত ধর্ম তো রাখতে হবে। কাল নদীপথে একজন কুলীন ব্রাহ্মন এসেছেন। বয়সটা বেশি। ৭০ এর ঘরে। কিন্তু বংশ উঁচু। ৫০ টাকায় কন্যা উদ্ধার করেন তিনি। আমাদের অপুকে ওর হাতে গৌরি দান করো। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, না না এ হবেনা। কিন্তু সমাজের চাপতো বুঝি। বুঝি সংসারের চাপও। নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করে অপুর সাথে বিবাহ দিলাম। লাল চেলি, গয়না, আলতা, সিঁদুরে মেয়েকে আমার দেবীর মতো লাগছিলো। সে যে কী রূপ কী বলবো!! বোধয় বাপের নজরটাই লেগেছিল সেদিন। পরদিনই মেয়েকে ছেড়ে জামাই বাবাজীবন আবার পাড়ি দিলেন নদীপথে। আরও কারোর কন্যা উদ্ধার করতে। বলে গেলেন আবার আসবো পরের বৎসর। আমাদের বাপ মেয়ের আনন্দের জীবন চলছিলো বেশ। সারাক্ষণ আমার পিছনে। সব কাজ শিখে গেলো। পারতো না শুধু রান্না। একদিন হাতে ফোস্কা পড়ে কী অবস্থা। আমি ওর মা কে বলে দিলাম, ওকে রান্নার কাজে লাগাবেনা। আগুনে ওর কষ্ট হয়। কী খুশি সেদিন মেয়ে। আমাকে জড়িয়ে ধরে কতো আদর। আশ্বিন মাস গড়িয়ে যায়। পুজো আসছে, চারদিকে সাজো সাজো রব। আমি হাট থেকে মেয়ের জন্য লালটুকটুকে শাড়ি, আলতা সব নিয়ে এলাম। মেয়ে খুব খুশি। বলল ওঃ!! কখন যে পড়বো এইসব। বাবা, আমাকে রানীর মতো লাগবে, বলো? আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠলো। অভাবী সংসারে খুশি উপচে পড়লো। ঠিক তার পরের দিন, জানেন ঠিক পরের দিন। সকাল দশটা হবে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এলো পত্র নিয়ে। গতকাল নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় দেহ রেখেছেন। যথাবিহিত বিধি অনুসারে কন্যাকে সতী করার নির্দেশ দিয়েছেন তারা। ভেবেছিলাম, পত্র ছিঁড়ে ফেলবো। কিন্তু পত্রবাহক গ্রামের মাতব্বরদের জানিয়েই এসেছেন আমার বাড়ি। কোন উপায় ছিল না। রাজা বলে উঠলেন তারপর? তারপর মেয়েকে সাজালাম। নতুন লাল চেলির শাড়ি, গয়না, আলতা, সিঁদুরে মেয়ে সেদিন অপরূপা। গ্রামে উৎসব, ঢাক বাজছে। এয়োরা সবাই ওর মাথার সিঁদুর,ওর আলতা নিচ্ছে। আর ও নিজে কী খুশি সেজেগুজে। ওর পছন্দের দধি মিষ্টান্ন এসেছে ঘর ভরে। জানেন, তার মধ্যেও ও সেসব আমাকে খাওয়াবে বলে ব্যস্ত। কথা বন্ধ হয়ে আসে ব্রাহ্মনের। চোখটা মুছে আবার শুরু করেন। খালি সে বুঝতে পারেনি উৎসবটা কিসের। এরপর খবর এলো নদীর তীরে চিতা সাজানো সমাপ্ত। সতীমাতাকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন কুলীন সমাজ। মেয়েকে কোলে নিয়ে চললাম। কাঁদিনি একটুও। ওকে বুঝতে দিতে চাইনি কিছুই। চিতার পাশে সমস্ত আনুষ্ঠানিক কাজ মিটলো। মেয়ে অবাক হয়ে দেখছিল সব। আগুন দেওয়া হোল চিতায়। দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো চিতা। মেয়ে বলল বাবা, বাড়ি চলো। আগুনে আমার বড় ভয়। আমি বললাম, আমার গলাটা একবার ছাড় মা। কচি হাত দুটো গলাটা ছাড়তেই ছুঁড়ে দিলাম অগ্নিকুণ্ডে। আগুনের মধ্যে থেকে একটা রিনরিনে গলা পাওয়া গেল, বাবা আআআআ... সেই ডাক আমি ভুলতে পারিনি। তারপর থেকে একদিনও রাত্রে ঘুম হয়নি। উঠতে বসতে খেতে শুতে শুধু এক আওয়াজ। বাবা, আআআ... । আমি পারিনি তাকে বাঁচাতে। আপনি পারেন। পায়ে ধরি আপনার। মেয়েগুলাকে বাঁচান। কতো মেয়ে গ্রাম ঘরে আপনার মুখ চেয়ে আছে। আছি আমরা, মেয়ের বাপ মা রা। বলতে পারিনা সমাজের ভয়ে। কিন্তু আপনি পারবেন।
উঠে দাঁড়ালেন রাজা রামমোহন রায়। বললেন,আমায় আপনি শক্তি দিলেন। পারতে আমাকে হবেই। এখানে না হলে ব্রিটেন যাবো। প্রিভি কাউন্সিলে দরবার করবো। কথা দিলাম আপনাকে। বাকিটা ইতিহাস। সেই যুগে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই লড়াই কতোটা কঠিন ছিল বলে বোঝানো যাবেনা। কলকাতার রাজ পরিবার থেকে ভারতের পণ্ডিত সমাজ সকলে ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। কম নিন্দা অপমানের ঝড় বয়নি তাঁর ওপর দিয়ে। কিন্তু বটবৃক্ষের মতো অটুট ছিলেন তিনি। রাজা রামমোহন রায়, ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ। সতীদাহ প্রথা বিলোপের দিন ঃ ভোরবেলায় মুগুর ভাঁজতেন। তারপর লড়তেন কুস্তি। পরে ল্যাঙোট পরে তেল মালিশ করতেন রাজা রামমোহন রায়।

পাঠকদের দরবার

শিল্পী কিশোর কুমার

বাসুদেব চক্রবর্তী

কিশোরকুমারকে নিয়ে সঙ্গীত পরিচালক বাসুদেব চক্রবর্তী স্মৃতিচারণ। '১৯৫৭ সাল নাগাদ আমি যখন প্রথম বম্বেতে আসি তখন শচীনদেব বর্মনের সঙ্গে বাজাতাম। পরবর্তীকালে আমি শচীনদা ও রাহুলদেব বর্মনের সহকারী হয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছি। শচীনদা তখন কিশোরকুমারের 'চলতি কা নাম গাড়ি' ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন, ওই ছবিরই গানের রিহার্সালে আমি প্রথম কিশোরকুমারকে দেখি। এমনিতে কলকাতায় থাকাকালীন আমি কিশোরকুমারের ছবির ভক্ত ছিলাম, তাই ওঁর সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। তখন বাজাতাম আর দেখতাম যে কিশোরকুমার কী অদ্ভুত প্রাণ শক্তিতে ভরপুর একজন মানুষ। উনি রেকর্ডিং রুমে এলেই যেন খুশির জোয়ার উঠত। খুব ভালো লাগত আমার ব্যাপারটা। তারপর কিশোরদার সঙ্গে আলাপ হল, ক্রমশ ঘনিষ্ঠতাও বাড়ল। কেন জানি না উনি গান বাজনার ব্যাপারে আমার ওপর খুব ভরসা বা বিশ্বাস করতেন। এরপর কিশোরদা যখন ওঁর প্রযোজিত, পরিচালিত ছবিগুলোতে নিজেই সুর দিতেন, তখন ওঁর প্রধান সহকারী হিসেবে আমায় বেছে নিলেন। আসলে আমার ওপর ওঁর এটুকু ভরসা ছিল যে আমি থাকলে মিউজিকটা খারাপ হবে না। তাই উনি নিশ্চিন্তে আমার ওপর অনেক কিছু ছেড়ে দিতেন। তার ফলাফল কী হয়েছে তার বিচার করবেন শ্রোতারা। তবে কিশোরকুমারের প্রযোজিত অধিকাংশ ছবির গান আজও দারুণ জনপ্রিয়। সম্ভবত দূর গগন কি ছাঁওমে থেকে কিশোরদার অনেক ছবিতে আমি সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করি। এছাড়া মনোহরিও সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। আমি ও মনোহরি দুজনে মিলেও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। পরবর্তীকালে আমি যখন সঙ্গীত পরিচালক হলাম তখনও কিশোরদা আমার সুরে বহু গান করেছেন। বিশেষত আমার সুরে কিশোরদার গাওয়া অনেক বাংলা আধুনিক গানই সুপারহিট হয়েছে।
এবারে গানবাজনা ছাড়াও কিছু মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। কিশোরদা মাঝখানে হঠাৎ গেরুয়া পোশাক, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরা শুরু করলেন, বড় চুল রাখতে শুরু করলেন। এটা সত্তর দশকের প্রথম দিককার কথা, আমরা সবাই কিশোরদার সঙ্গে খুব মজা করতাম। আমি একদিন বললাম, কিশোরদা আপনি কি বৈরাগী হয়ে যাচ্ছেন? কিশোরদা বললেন, না আসলে অনেকদিন ধরে মনটা বড় টানছে বদ্রীনাথ যাবার জন্য। আমি বললাম, ভালোই তো ঘুরে আসুন না। হঠাৎ আমাকে বলে বসলেন- বাসুবাবু আপনিও যাবেন না কি আমার সঙ্গে বদ্রীনাথ? আমি ভাবলাম বোধহয় কিশোরদা ঠাট্টা। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। ও মা তার দিন কয়েক বাদেই কিশোরদার ফোন এল যে অমুক দিন বদ্রীনাথ যাচ্ছি, ভোরের দিল্লি ফ্লাইটটা ধরতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্টে চলে আসবেন। খুব ভোরে উঠে চলে গেলাম এয়ারপোর্টে। গিয়ে দেখি কিশোরদা পৌঁছে গেছেন। ওঁর দাদা অনুপকুমার, আবদুল, আরও কয়েকজন গিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা দিল্লি পৌঁছলাম, সেখানে কিশোরদার বাল্যকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শঙ্কর দাশগুপ্তকে আগে থেকে জানানো ছিল। শঙ্করবাবু আমাদের জন্য দুটো গাড়ি ঠিক করে রেখেছিলেন। প্লেন থেকে নেমে আমরা সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম, গাড়ি বদ্রীনাথের পথে।

বাবরি মসজিদের জমি পরিদর্শনে বেলডাঙ্গায় হুমায়ুন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৫ ডিসেম্বর ঃ দল থেকে সাসপেন্ড হয়েও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে নড়লেন না ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গেছে বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের প্রস্তুতি পর্ব। গত বছর ডিসেম্বর মাসেই মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়

বাবরি মসজিদ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূলের এই বিতর্কিত বিধায়ক। শুক্রবার রেজিনগরের মরাদিঘিতে শুরু হযেছে সভামঞ্চ প্রস্তুতির কাজ। আর এই কাজ দেখতে রেজিনগরে পৌঁছান তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক স্বয়ং। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগরের বাসিন্দা এক ব্যক্তি, হুমায়ুন কবীরের এই বাবরি মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু মহামান্য আদালত এই মামলায় কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। বরং শান্তি রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের উপরেই ছেড়ে দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার জমি পরিদর্শনে রেজিনগরের মরাদীঘিতে এসে হুমায়ুন কবীর বলেন, 'বহুদিন ধরে আমার মনে সুপ্ত বাসনা ছিল বেলডাঙার মাটিতে আমি বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করব। আজ আমার সেই আশা পূর্ণ হতে চলেছে। আদালতের তরফ থেকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমি কোনও ধরনের অসংবিধানিক কাজ করছি না। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আমার মসজিদ তৈরি করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তাই পুলিশ প্রশাসনকে আদালতের তরফে জানানো হযেছে শান্তিপূর্ণভাবে যাতে এই অনুষ্ঠান করতে পারি তার জন্য যেন আমাকে সাহায্য করা হয়।' তিনি আরও বলেন, 'আমি চাই আগামীকাল যাতে শান্তিপূর্ণভাবে এই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে পারি। আমি জানি মুশিদাবাদের ধর্মপ্রাণ মানুষ আমার সাথে রয়েছেন।' এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, 'এটা মুর্শিদাবাদ। এখানকার মানুষদের আমরা চিনি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই মসজিদ তৈরি সিদ্ধান্তকে কখনওই এখানকার মানুষেরা মেনে নেবেন না।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'কোনও জায়গার রেজিস্ট্রেশন ছাড়া সেখানে কোনও মসজিদ নির্মাণ হতে পারে না।'

তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে আহত ৮

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজনৈতিক সংঘর্ষে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার। শুক্রবার কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বৈরাগীর হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দুয়াই সুয়াই এলাকায় তৃণমূলের মিছিলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে ৮ জন তৃণমূলের কর্মী আহত হয়েছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে আহতরা মাথাভাঙা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উল্লেখ্য

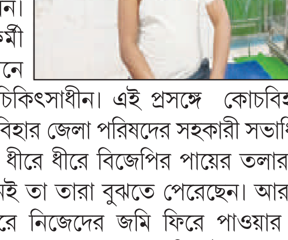

শুক্রবার তৃণমূলের পক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর সভা উপলক্ষ্যে দুয়াই সুয়াই বাজার এলাকায় মিছিল হচ্ছিল। অভিযোগ সেই সময় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অস্ত্রসহ লাঠি নিয়ে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মিছিলে আক্রমণ করেন। এই ঘটনায় ৮ জন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের বষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - ধীরে ধীরে বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গেছে মানুষ তাদের সাথে নেই তা তারা বুঝতে পেরেছেন। আর সেই কারণেই এই ধরনের হামলা করে নিজেদের জমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে বারংবার বিভিন্ন সময়ে শাসক দলের দিকেই আঙ্গুল ওঠে কিন্তু প্রকৃত সত্য আজ সামনে এলো। আমাদের বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন বলেন - নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দল ধামাচাপা দিতেই বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তিনি বলেন ওই এলাকায় বিজেপি পক্ষ থেকে পরিবর্তন সভা করছিলেন সেই সময় তৃণমূলের পক্ষ থেকে লাঠি নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে। যার ফলে তারা সভা করতে পারেনি। তৃণমূল নিজেদের গোষ্ঠীকোন্দলের শিকার হয়েছে এর সাথে বিজেপির কেউ জড়িত নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত বিধানসভা নির্বাচনে মাথাভাঙ্গা আসনটি জয়লাভ করে বিজেপি। যদিও বারংবার বিভিন্ন সময় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মাথাভাঙ্গা রাজনৈতিক সন্ত্রাসে। আর ঠিক এমত অবস্থায় আগামী ৯ তারিখ কোচবিহারে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক তার আগে আরো একবার সন্ত্রাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন তার আগে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে নতুন করে সন্ত্রাস ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ সাধারণ মানুষের মধ্যে। আদৌ কি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হবে বিধানসভা নির্বাচন? এ প্রশ্নই এখন সর্বত্র। ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

অপহৃত আইনজীবীকে উদ্ধার, রায়গঞ্জে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ আদালত থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে এক আইনজীবীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জের বোগ্রাম এলাকায়। অপহৃত আইনজীবীর নাম জুলিয়াস নায়ার। পুলিশ জানিয়েছে, রাতে শহর লাগোয়া এলাকা থেকে ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে কাজ শেষ করে জুলিয়াস মোটরবাইক চালিয়ে হেমতাবাদে তাঁর বাড়ি ফিরছিলেন। রায়গঞ্জের বোগ্রাম দুর্গা মন্দিরের কাছে একটি স্করপিও গাড়ি তাঁর পথ আটকায়। গাড়ি থেকে কয়েকজন যুবক নেমে আইনজীবীকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তোলেন বলে অভিযোগ। তাঁর পিছনেই অমিত সাহা নামে অপর এক আইনজীবী বাড়ি ফিরছিলেন। জুলিয়াসকে অপহরণ করছে দেখে তিনি বাধা দিতে গেলে ওই যুবকরা তাঁকেও আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। অমিতকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে জুলিয়াসকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় তাঁরা। অপহরণের খবরে পেয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান উত্তর দিনাজপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে তা উঠে যায়। এই ঘটনায় উত্তর দিনাজপুর জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় আমরা চরম আতঙ্কে রয়েছি।' অপহৃতের স্ত্রী নুরজাহান বেগম বলেন, 'সন্ধ্যায় আমি খবর পাই স্বামীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ওর কোনও শত্রু নেই। কোনও মামলার জন্য ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে কি না বুঝতে পারছি না। মহা দুশ্চিন্তায় রয়েছি।'

বিশেষ মহড়ায় এনডিআরএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৫ ডিসেম্বর ঃ বন্যা সহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় প্রস্তুতি বাড়াতে আত্রেয়ী নদীর কল্যাণীঘাটে বিশেষ মহড়ার আয়োজন করল এনডিআরএফ। শুক্রবারের এই মহড়ায়. জেলা প্রশাসনের বিপর্যয়.মোকাবিলা দপ্তর ও বন দপ্তর সহযোগিতা করে। বন্যার সময় কীভাবে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করতে হয় নৌকা ব্যবহার, দড়ি সহায়তা, প্রাথমিক চিকিৎসা এসব হাতে কলমে দেখানো হয়। মূলত বন্যায় কি ভাবে উদ্ধাত কাজ চালায় উদ্ধারকারীরা সেই সব দেখানো হয়।

OBVIOUS INFORMATION

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মৃত জনাব হাসিবুল সেখ, সরফুল সেখ, ইং-২৪.০৩.২০২৫ তারিখে কর্তব্যরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুর পর এই আবেদনকারী তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারী এবং এই আদালতে একটি আবেদন দাখিল করেছেন। এই কোম্পানিটি মুম্বাইয়ের কর্মচারী ক্ষতিপূরণ কমিশনারের কাছে চেকের মাধ্যমে অর্থ জমা দিয়েছে। উপরোক্ত আবেদনকারী মুম্বাইয়ের কর্মচারী ক্ষতিপূরণ কমিশনারের কার্যালয়ে ১৬,৯৭,৯০০।-টাকা মাত্র (ষোল লক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়শ টাকা) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমা দিয়েছেন এবং তা বিতরণের জন্য একটি আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

অতএব, এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তির এই আদালতে জমা দেওয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আবেদনকারীদের প্রদানের ব্যাপারে কোনও আপত্তি বা আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাদের আপত্তি দাখিল করতে হবে। ৩০ দিনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পরে প্রাপ্ত কোন আপত্তি বা আপত্তি বিবেচনা করা হবে না। জনসাধারণের এবিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।

তারিখঃ ৪।১২।২০২৫

শুনানির তারিখঃ ১১-১২-২০২৫

MUSTAFA KAMAL
NOTARY PUBLIC
Govt of West Bengal
Regd. No.-448/2019
Domkal, Murshidabad

অ্যানুয়াল ঘুম ফেস্টিবেলের অংশ হিসেবে ৩ দিনের কার্শিয়াং স্টেশন মহোৎসবের আয়োজন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের

মালিগাঁও, ৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ঐতিহাসিক কার্শিয়াং রেলওয়ে স্টেশনে ঘুম ফেস্টিভেলের অংশ হিসেবে ৩ দিনের একটি আড়ম্বরপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ স্টেশন মহোৎসব সফলভাবে আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, কবিতা, শিল্প এবং জনসাধারণের শক্তিশালী অংশগ্রহণের মাধ্যমে পাহাড়ের শৈল্পিক প্রাণবন্ততা প্রদর্শন করা হয়। এটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ঐতিহ্য সচেতনতা মজবুত করা এবং ডিএইচআর রুটে সাংস্কৃতিক সংযোগ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে। একটি অনন্য সাংস্কৃতিক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, ডিএইচআর জাতীয়ভাবে বিখ্যাত সৃজনশীল সমষ্টিগত পোয়েটস অফ কমিউনিটির সাথে সহযোগিতা করে কার্শিয়াং এবং নিকটবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে ওপেন মাইক সংস্কৃতি চালু করে। এই উদ্ভাবনী অংশীদারিত্ব স্থানীয় শিল্পীদের তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি ভালো প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে এবং পাহাড়ি সম্প্রদায়গুলিকে সারা দেশের আর্টিস্টিক মোভমেন্টস-এর সাথে সংযুক্ত করতে সাহায্য করেছে। মহোৎসবটি ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুটি দারুন সেশনের মাধ্যমে শুরু হয়। স্থানীয় শিল্পীদের জন্য ওপেন মাইকে কার্সিয়াং এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উৎসাহী তরুণরা কবিতা, সঙ্গীত, গল্প বলা এবং স্ট্যান্ড-আপ পারফর্মেন্স উপস্থাপন করে, এবং তাদের সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস দ্বারা দর্শকদের মোহিত করে। ইভিনিং কিউরেটেড শোকেসে ভারত এবং বিদেশ থেকে আমন্ত্রিত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন, যেখানে ভাষা, শৈলী এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাদের পরিবেশন, উদ্‌যাপনে একটি বৈশ্বিক মাত্রা যোগ করে, যার ফলে কার্শিয়াং রেলওয়ে স্টেশন একটি প্রাণবন্ত এবং আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চে রূপান্তরিত হয়। উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে, মহোৎসবে স্কুলের শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে ছিল প্রবন্ধ লেখা, চিত্রাঙ্কন এবং কবিতা। শিশুরা অত্যন্ত উসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে, যার দ্বারা কার্শিয়াং-এর তরুণ প্রজন্মের সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য প্রদর্শিত হয়। মহোৎসবের সমাপনী দিনে এক হাই এ্যানার্জি মিউজিক ফেস্টিভেল আয়োজন করা হয়, যেখানে পাহাড়ের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মিউজিসিয়ান এবং ব্যান্ডগুলি স্টেশনকে ছন্দ, উৎসাহ এবং সম্প্রদায়ের চেতনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে। এরপর প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়, তাদের শিল্পকলা অন্বেষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। সফল কার্শিয়াং স্টেশন মহোৎসব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ঐতিহ্যকে সমসাময়িক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির সাথে মিশে যাওয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা আইকনিক ডিএইচআরকে পাহাড়ি সম্প্রদায়ের জন্য একটি গতিশীল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে চলছে। ডিএইচআর জোর দিয়ে বলেছে যে, এই মহোৎসব উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ঐতিহাসিক ডিএইচআর করিডোরের সাথে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনকে প্রোসাহিত করার প্রতিশ্রুতিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্কুলের পাশেই চপ বিক্রির আড়ালে গোপন কেবিনে মধুচক্রের আস্তানা, তোলপাড় তেহট্ট

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ তেহট্টের বেতাই বাজারে চপের দোকানের অন্তরালে চলছে 'ঘন্টা চুক্তির' মধুচক্র-এমন বিস্ফোরক অভিযোগে এলাকাজুড়ে ছড়াল উত্তেজনার ঝড়। বৃহস্পতিবার দুপুরে দোকানে আচমকা হানা দেন সাধারণ ব্যবসায়ী সমিতির কয়েকজন সদস্য। অভিযোগ, দোকানে ঢোকার মুহূর্তেই এক তরুণ ও তরুণীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাঁরা। স্থানীয়দের দাবি, বহুদিন ধরেই চপ বিক্রির আড়ালে ওই দোকানে অসামাজিক কার্যকলাপ চলছিল। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও দোকান মালিক কর্ণপাত করেননি বলেই অভিযোগ। তাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন আশপাশের মানুষজন ও ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার এক তরুণ-তরুণীকে গোপন কেবিনে ঢুকতে দেখে গোটা বাজার কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরপরই ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা ঝড়ের গতিতে দোকানে ঢুকে পড়েন। অভিযোগ-এলাহি মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা ছিল ভেতরে। উত্তেজিত জনতার চাপে দোকানে ভাঙচুরও চলে। ঘনবসতিপূর্ণ বাজার, তার পাশেই দুটি বিদ্যালয়-এই পরিবেশে এমন কর্মকাণ্ড চলতে পারে না বলে ক্ষোভ উগরে দেন ব্যবসায়ীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ইতিমধ্যেই তিনজনকে উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনার প্রত্যেকটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

উত্তর-পূর্ব রেলপথে ১৪১টি রুকেমিতে হাতির সংঘর্ষ রোধে এআই-সক্ষম অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় রেলপথে (IR) প্রযুক্তিগত উন্নতি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণের কিছু প্রয়োগ নিম্নরূপ- ভারতীয় রেলপথে কিছু স্টেশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের AI-চালিত ভবিষ্যতদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণের সাথে জড়িত পাইলট উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে যার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে। পরিমাপযোগ্য ফলাফলের মধ্যে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যতদ্বাণী যুক্তি এবং এই স্টেশনগুলিতে পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত সতর্কতা ব্যবস্থা। নতুন-পূর্ব রেলপথে হাতির উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাকোস্টিক সিস্টেম (DAS) ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সক্ষম অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ ব্যবস্থা (IDS) NF রেলপথে ১৪১টি রুকেমি বিভাগে বাস্তবায়িত করা হয়েছে এবং ভারতীয় রেলপথের ৯৮১টি রুকেমি বিভাগের জন্য আরও দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। রেলপথের কাছাকাছি হাতির চলাচল সম্পর্কে লোকো পাইলট, স্টেশন মাস্টার এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের জন্য সময়োপযোগী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সতর্কতা তৈরি করার জন্য এই ব্যবস্থাটি তৈরি করা হয়েছে। রোলিং স্টকের ভবিষ্যতদ্বাণীমূলক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইআর অনলাইন মনিটরিং অফ রোলিং স্টক সিস্টেম (ওএমআরএস), হুইল ইমপ্যাক্ট লোড ডিটেক্টর (ওয়াইল্ড) এর মতো উন্নতউন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে। ওয়েসাইড মেশিন ভিশন ভিত্তিক পরিদর্শন সিস্টেম (এমভিআইএস) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০২৫ সালের জুলাই মাসে আইআর এবং ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (ডিএফসিসিআইএল) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হযেছে। এটি চলন্ত ট্রেনে ঝুলন্ত অংশ বা অনুপস্থিত উপাদান সনাক্ত করার জন্য একটি এআইএমএল চালিত সিস্টেম। অটোমেটিক হুইল প্রোফাইল পরিমাপ সিস্টেম (এডব্লিউপিএমএস) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইআর এবং দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এডব্লিউপিএমএস ট্রেনের চাকার প্রোফাইলের স্বয়ংক্রিয় নন-কন্টাক্ট পরিমাপের অনুমতি দেয় যা চাকার জ্যামিতি এবং ক্ষয়ক্ষতির রিয়েল-টাইম পরিমাপ নিশ্চিত করে। আজ রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই তথ্য প্রদান করেছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৪.১২.২০২৫। ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৪৮-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন/III/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সমেত সিমেন্ট কংক্রিট দ্বারা মাজদিয়া, বানপুর, গাংনাপুর, বাদকুল্লা, হাবিবপুর, ফুলিয়া, বাথনা কৃত্তিবাস (মোট = ১১টি) স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা।" **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,৪৮,২৩,৩৭৯.৪৪ টাকা। **ইএমডিঃ** ৩,৭৪,১০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৪৯-২৫-২৬। ক্রঃ নং ১। কাজের নাম ঃ** "সিনি. ডিইএন/III/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ সমেত সিমেন্ট কংক্রিট দ্বারা পাগলাচণ্ডী, নিউ বলরামপুর হল্ট, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ জংশন, জিয়াগঞ্জ, সুবর্ণমৃগী, ভগবানগোলা, পীরতলা, কৃষ্ণপুর, লালগোলা (মোট = ১৭টি) স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা।" **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৯২,৭২,৫৩৩.৬০ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৪,৯৬,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** উভয়ের জন্য ০৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-285/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৭১৬, তারিখ ০৪.১২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩৯৭। কাজের নাম ঃ** ইয়ার্ডের রিমডেলিং এবং প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ সম্পর্কিত হাওড়া/আরআরআই-তে নতুন আরআরআই ইন্ডোর সরঞ্জাম এবং আউটডোরের সংস্থাপন ও চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৪৫,৪৯,২৯৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ২,৭২,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। **ক্রমিক নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ- ২৫-২১-৩৫১৩। কাজের নাম ঃ** "হাওড়া, বর্দ্ধমান, রামপুরহাট ও আজিমগঞ্জে সিসিটিভি সহ রোলিং ইন হাট" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,৭৩,৪২৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ৪৩,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। **৩। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫২০। কাজের নাম ঃ** কোলভিন কোর্ট/হাওড়ার পূর্ব ও পশ্চিম ব্লক-এ ৩৬ মাসের জন্য দুটি প্যাসেঞ্জার লিফ্ট (মেক - এস্কন এলিভেটর্স প্রাঃ লিঃ)-এর সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৫৫,৭৬৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ৯,১০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। **৪। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫২২। কাজের নাম ঃ** ১২ মাসের জন্য হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতাল, হাওড়া আরআরআই কেবিন এবং ডানকুনি আরআরআই-তে স্বয়ংক্রিয় ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম (অ্যাড্রেসেবল সিস্টেম)-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৮১,৪৪০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ৯,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। কোনো কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/ স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটের আবেদন টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো অফার জমা হতে অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো সুবিধাজনক দিনে হবে। **www.ireps.gov.in**-এ টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাচ্ছে। ডাকদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের অফার ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দিতে।

(HWH-432/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/012/052/2025-2026/APAS

Name of the work: **Renovation of sanitary latrine at 1/1L, 1/1N, 1/H/7, 1/1P, 1/H/34, 1/L, 1/H/16, 1/B, 1/1D Gouri Bari Lane in Ward No. 12 under A.C.-167, Part-18, BR-II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,76,054.32.** Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/010/APAS-10/2025-2026

Name of the work: **Resectioning of asphaltum road surface after lowering the existing surface at Abhoy Ghosh Lane in Ward No. 010, BR-II under K.M.C. (ID: APAS/01/166/72/0005).** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,12,402.19.** Earnest Money: ₹ **8,300.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/018/013/2025-2026/APAS

Name of the work: **Resectioning of asphaltum road surface after lowering the existing surface at 5 No. to 12/1 No. Nilmoni Mitra Street in Ward No. 018.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **3,35,563.24.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/011/028/2025-2026/APAS

Name of the work: **Renovation of channel road surface at Ganendra Mitra Lane in Ward No. 11 under BR-II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,97,784.19.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/016/07/2025-2026/APAS

Name of the work: **Improvement of IP passages by cement concrete at 76/1A Uttaran in Ward No. 16, BR-II, KMC.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,29,866.69.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/015/26/2025-2026/APAS

Name of the work: **Improvement of IPS passage 6-7, 24, 25, 21C-9/1, Road Side Kerb and Channel at Baldeopara Road in Ward No. 15, BR-II, KMC, Part No. 124.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,43,646.37.** Earnest Money: ₹ **8,900.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/016/03/2025-2026/APAS

Name of the work: **Development of road surface at 76/1 to 68 Karbala Tank Ln by laying cement concrete in place of asphaltum in Ward No. 16.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,19,797.20.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date & time of submission of bid: **01.01.2026 upto 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 7).** Bid will be opened on: **03.01.2026 at 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 7).**

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/012/054/2025-2026/APAS

Name of the work: **Resectioning of asphaltum road surfaces after lowering the exisitng surfaces at 3/13 to 3/8 and 1/1A to 1/1G Gouri Bari Lane in Ward No. 12 under A.C. 167, Part-18, BR-II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,40,387.04.** Earnest Money: ₹ **4,850.00.** Period of Completion: **25 Days.**

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/012/053/2025-2026/APAS

Name of the work: **Renovation of IP and paver block surface at 1/1A, 1/H/7, to 1L, 1/N to 1/K, 1/H to 1/F, 1/K to 1/S Gouri Bari Lane in Ward No. 12 under A.C. 167, Part-18, BR-II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,58,742.68.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(10) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/012/049/2025-2026/APAS

Name of the work: **Renovation of IP and paver block surface at 17/H/5, 17/H/6, 17/H/8, 17/H/10, Jadu Mitra Lane in Ward No. 12 under A.C.-167, Part-16, BR-II.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,12,776.86.** Earnest Money: ₹ **4,300.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(11) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/016/01/2025-2026/APAS

Name of the work: **Development of road surface at 50 to 54 Karbala Tank Ln by laying cement concrete in place of asphaltum in Ward No. 16.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,12,682.26.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(12) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/016/02/2025-2026/APAS

Name of the work: **Improvement of IPS passage by concrete surface from 58 to 64 Karbala Tank Ln in Ward No. 016, BR-II, KMC.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **3,48,388.59.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(13) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/016/05/2025-2026/APAS

Name of the work: **Improvement of IPS footpath from 7 to 36, 1 to 8, 77 to 83 Karbala Tank Lane and surroundings in Ward No. 016, BR-II, KMC.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,72,544.41.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(14) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/015/22/2025-2026/APAS

Name of the work: **Improvement of IPS surface at 7B, 6 Munshipara Lane in Ward No. 15, BR-II, KMC Part No. 120.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,74,254.94.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(15) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-II/015/23/2025-2026/APAS

Name of the work: **Re-sectioning of asphaltic road surface at Hazi Zakaria Lane from R.D. St x-ing to APC Road x-ing in Ward No. 15, BR-II, KMC, Part-121.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,64,717.79.** Earnest Money: ₹ **9,300.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date & time of submission of bid: **03.01.2026 upto 11 a.m. (for Sl. No. 8 to 15).** Bid will be opened on: **05.01.2026 at 11 a.m. (for Sl. No. 8 to 15).** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 15).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 15).**

The Executive Engineer (C), Borough-V, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/040/PS 192/2025-2026/APAS

Name of the work: **Development of road from 9/3 to 15/1 Surendra Lal Pyne Lane and adjacent area (PS No. 192) in Ward No. 040.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,00,039.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/36/2025-2026

Name of the work: **Development of asphaltum road surface at Ismail Madan Lane with ancillary work in Ward No. 43.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,49,641.75.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/042/APAS/229/2025-2026

Name of the work: **Repairing of paver block footpath at 205 Rabindra Sarani (PS 229) with allied area etc in Ward No. 042.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,98,409.42.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/PS207/2025-2026/APAS

Name of the work: **Construction of community shade at 4B Madan Mohan Burman St (PS 207) in Ward No. 041.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,53,427.49.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/042/025/2025-2026

Name of the work: **Repairing of footpath at Brabourne Road and other different place in Ward No. 042.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,96,047.91.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/042/023/2025-2026

Name of the work: **Relaying of kerb & channel with raising M.H. Cover, G.P Cover at Jamunalal Bajaj St, N.S. Road etc. and other different places in Ward No. 042.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,97,393.23.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.**

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/PS212/2025-2026/APAS

Name of the work: **Renovation of community shed at 145B C.R. Avenue (PS212), KMC under BR-V.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,15,171.80.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date & time of submission of bid: **03.01.2026 upto 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 7).** Date and time of opening of tender: **05.01.2026 at 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 7).**

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/049/PART 101/2025-2026/PASSAGE

Name of the work: **Improvement and repairing of footpath and passage at 1 to 36, A.P.C. Road and adjacent area (PS-101) in Ward No. 049.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,55,202.96.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date & time of submission of bid: **07.01.2026 upto 11 a.m.** Last date and time of opening of tender: **07.01.2026 at 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **09.01.2026 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **10.12.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1), 05.12.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 2 to 7) & 12.12.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 8)** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/VII/58/APAS/01/163/161/2

Name of the work: **Repairing of passage disturbed due to laying of sewer line at New Tangra Road and its surrounding area in Ward No. 58.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,64,865.92.** Earnest Money: ₹ **3,300.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of opening of tender: **01.01.2026 upto 10.30 a.m.** Tender will be opened on: **03.01.2026 at 10.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.11.2025 at 6.55 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-IV, the KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/APAS/28/B/6/25-26/R

Name of the Work : **Renovation of footpath and kerb and channel at 58/1N R. D. street and other in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,59,114.00.** Earnest Money : ₹ **5,200.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/27/0001

Name of the Work : **Repairing of footpath with kerb and channel from 38C to 2, R. D. Street in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,43,652.00.** Earnest Money : ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/15/0001

Name of the Work : **Repairs to collapsed sewer and allied works at 41, 54 Garpar Road and other places in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **3,40,843.00.** Earnest Money : ₹ **6,900.00.** Period of Completion: **28 Days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/B/1/25-26/R

Name of the Work : **Improvement of sewer line at Wards Institution from 21/1, Wards Institution street to Harinath De Road in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,97,577.00.** Earnest Money : ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/B/2/25-26/R

Name of the Work : **Improvement of sewer line at a portion of Wards Institution St. from Vivekananda Road 2, Wards Institution St. in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **4,85,739.00.** Earnest Money : ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/B/9/25-26/R

Name of the Work : **Renovation of footpath and kerb and channel at 5, Yogipara Main Rd. in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,93,084.00.** Earnest Money : ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/20/0002

Name of the Work : **Repairs to latrine and urinal at 15/H/6, 15/H/4 and other places canal West Road in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,43,807.00.** Earnest Money : ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/37/0003

Name of the Work : **Through repairs to concrete passage 295/2B, 295/1, A. P. C. road in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,94,579.00.** Earnest Money : ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/16/0004

Name of the Work : **Repairs to latrine at 2B/H20, 2B/H/21 and 2B/H/23, Bipradas Street in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,05,428.00.** Earnest Money : ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/13/0002

Name of the Work : **Drainage main line blocked Md. Zeeshan 2B/H/14 to 2B/H/21, Dr. M. N. C. Sarani, Kolkata-09.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,73,350.00.** Earnest Money : ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **10 Days.**

(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/7/0001

Name of the Work : **Thorough improvement of road surface by hot mix at Yogipara Lane in Ward No. 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,26,243.00.** Earnest Money : ₹ **4,600.00.** Period of Completion: **18 Days.**

12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/32/0012

Name of the Work : **Repairing of drainage line at 3C/H/12, 3C/H/13, 3C/H/14, Dr. M. N. C. Sarani and others in Ward No 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,46,090.00.** Earnest Money : ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/28/0009

Name of the Work : **Repairing of road surface by hot mix from Nari Siksha school to 295/2K A.P.C. Road in Ward No 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,26,095.00.** Earnest Money : ₹ **2,600.00.** Period of Completion: **18 Days.**

(14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/28/0006

Name of the Work : **Repairs to I.P.S. footpath at 295/2K A. P. C. Road, 3/H/26 R. D. Street and others in Ward No 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,20,428.00.** Earnest Money : ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **14 Days.**

(15) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/4/0001

Name of the Work : **Development of Uttaran area at 19/H/4, 17/6/H/5, C. W. Road and other places in Ward No 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **3,79,389.00.** Earnest Money : ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **25 Days.**

(16) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/APAS/01/164/17/0001

Name of the Work : **Development of Uttaran area at 2/H/9, 2/H/17, Bipra Das Street and other in Ward No 28.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **3,58,856.00.** Earnest Money : ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **25 Days.**

(17) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-56/2025-2026/R

Name of the Work : **Repairing of passage at 18/H/8, 18/H/9 and others places in Ward No 38.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,24,284.00.** Earnest Money : ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(18) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-57/2025-2026/R

Name of the Work : **Repairing of drainage line, latrine and urinal at 106/A Raja Ram Mohan Sarani (Uttaran area) in Ward No 38.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,06,362.00.** Earnest Money : ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **18 Days.**

(19) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-29/2025-2026/R

Name of the Work : **Repairing of I.P and bathing platform at 18/H/12, 18/H/11, 18/H/13 Girish Bidya Ratan Lane in Ward No 38.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,49,342.00.** Earnest Money : ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **18 Days.**

(20) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-31/2025-2026/R

Name of the Work : **Repairing of toilet and latrine and drainage system at 19 Vidyasagar Street and others area of the same (Uttaran area) in Ward No 38.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,32,080.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **18 Days.**

(21) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/APAS-32/2025-2026/R

Name of the Work : **Repairing of bathroom and latrine and bathing platform at 17/H/4, 17/H/5, 16 Balai Singhi Lane and others area in Ward No 38.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,51,743.00.** Earnest Money : ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **18 Days.**

(22) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/210/APAS45/25-26/R

Name of the Work : **Repairing of latrine (FRP door, Pan, Kota, tile) at 314 Rabindra sarani and other places in Ward No 26.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,41,851.00.** Earnest Money : ₹ **4,900.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(23) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/210/APAS45/25-26/R

Name of the Work : **Repairing of latrine (FRP door, Pan, Kota, tile) at 17/1, 17/D, 18/1 Seth Bagan Lane in Ward No 26.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **1,42,367.00.** Earnest Money : ₹ **2,900.00.** Period of Completion: **25 Days.**

(24) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/027/024/25-26/APAS

Name of the Work : **Renovation of sewer line from 9 to 15, Jugal Kishore Das Lane in Ward No 27.** Estimated Cost (Incl. GST and CESS): ₹ **3,89,464.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **25 Days.** Last Date & Time of submission of bid: **03.01.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 23) and 01.01.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 24).** The tender will be opened on : **05.01.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 to 23) and 03.01.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 24).** The bid forms and other details are available on and from **05.01.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 24).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 24).**

1618/25-26

আদালতের নির্দেশে খুনিকে হত্যা করল ১৩ বছরের কিশোর, দৃশ্য দেখল মানুষ

আফগানিস্তানে আবারও সামনে এল তালিবানি শাসনের নির্মম বাস্তবতা। শরিয়ত আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে যেন আরও কঠোর হচ্ছে দেশটি। পূর্ব আফগানিস্তানের খোস্ত অঞ্চলে একটি স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে অন্তত ৮০ হাজার মানুষের সামনেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল এক দোষীর। আর সবচেয়ে রোমহর্ষক বিষয়- এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে নিহত পরিবারের মাত্র ১৩ বছরের এক কিশোর, আদালতের আদেশ অনুযায়ী। ভিডিও সামনে আসতেই আন্তর্জাতিক মহলে নিন্দার ঝড়। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মুহূর্ত, যা দেখলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন নেটিজেনরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ' নামে এক ব্যক্তি নৃশংসভাবে খুন করেছিলেন একই পরিবারের ১৩ জন সদস্যকে- যার মধ্যে ছিল ৯ জন শিশু। গত ১০ মাস ধরে মামলাটি চলছিল আফগানিস্তানের আদালতে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে। এরপর দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা- হিবাতুল্লা আখুন্দজাদা- এই মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেন।০০০

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর শরিয়ত আইনের ' প্রথা অনুসারে মৃত পরিবারের সদস্যদের সামনে রাখা হয় দুটি বিকল্প-

১. খুনিকে ক্ষমা করা

২. অথবা নিজেরা আদালতের নির্দেশে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা

পরিবারের তরফে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়- মৃত্যুদণ্ডই হবে খুনির উপযুক্ত শাস্তি। এবং এই শাস্তি কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হবে পরিবারের সবচেয়ে ছোট, কিন্তু জীবিত থাকা পুরুষ সদস্য- মাত্র ১৩ বছরের এক কিশোরকে। মঙ্গলবার খোস্ত প্রদেশের একটি বিশাল স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অনুষ্ঠান। যেভাবে আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই স্টেডিয়াম ভরে যায় জনতায়। স্থানীয় প্রশাসনের হিসেবে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৮০ হাজার দর্শক। শুধু খোস্ত নয়, আশপাশের অঞ্চল থেকেও হাজার হাজার মানুষ হাজির হন। মঞ্চের সামনে নিয়ে আসা হয় দোষী ' যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে কাকুতি-মিনতি করলেও কোনও পরিবর্তন হয়নি রায়ের। আদালতের নির্দেশ শুনে সামনে এগিয়ে আসে নিহত পরিবারের কিশোর সদস্য। তার হাতেই তুলে দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের অস্ত্র। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে শেষ করা হয় মঙ্গলের জীবন। মুহূর্তটি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করেন। কেউ কেউ মোবাইলে ধারণ করেন সেই দৃশ্য- যা পরবর্তীতে পৌঁছে যায় সামাজিক মাধ্যমে। ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখে আতঙ্ক ও ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলি। জাতিসংঘের আফগানিস্তানবিষয়ক বিশেষ দূত রিচার্ড বেনেট বলেন-এই মৃত্যুদণ্ড নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিচার ব্যবস্থার নামে যা ঘটছে, তা সভ্যতা-বিরোধী। মানবাধিকার সংগঠনগুলো একসুরে বলছে- তালিবান শাসন ফের আগের মতোই নির্মম পথে হাঁটছে। প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড এবং নাবালককে দিয়ে দণ্ড কার্যকর করানো- দুটোই আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন। ২০২১ সালে ক্ষমতা দখলের পর তালিবান বারবার বলেছিল যে তারা আগের চেয়ে ' হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। নারী অধিকার হরণ, শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া, গণমাধ্যমের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ- সবকিছু মিলিয়ে আফগানিস্তান এখন এক অন্ধকার যুগে ফিরেছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শরিয়ত আইনের ' বিধান অনুযায়ী অপরাধীকে সেই একই ধরনের শাস্তি দেওয়া হয় যেভাবে সে অন্যকে ক্ষতি করেছে। তাই পরিবারের হাতে প্রতিশোধমূলক মৃত্যুদণ্ড- তালিবানের এমন নীতিতে আরও একবার উদ্বেগ ছড়িয়েছে। পাশাপাশি, মাত্র ১৩ বছরের কিশোরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারীর ভূমিকায় দাঁ। করানো মানসিকভাবে তার ভবিষ্যতের উপর কতটা গভীর প্রভাব ফেলবে, সে নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। জনতার সামনে এমন বীভৎস দৃশ্য দেখানো সমাজে সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার সংস্কৃতি আরও প্রসারিত করবে।

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিচারব্যবস্থার নামে নৃশংসতার এই প্রদর্শনী বিশ্বসভ্যতার বিপরীত। আফগানিস্তানে নারী-শিশু-সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে আগেই উদ্বেগ ছিল। এখন প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ায় সেই উদ্বেগ দ্বিগুণ হয়েছে। খোস্তের সেই ভয়াল দুপুর শুধু একটি মৃত্যুদণ্ড নয়- বরং একটি রাষ্ট্রের বর্তমান নিষ্ঠুর মুখোশকে প্রকাশ্যে নিয়ে এল। যেখানে আইন, বিচার, মানবাধিকার- সবই শাসক গোষ্ঠীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ৮০ হাজার মানুষ সেই ঘটনার সাক্ষী থাকলেও, বিশ্ববাসী দেখল- আফগানিস্তান আবারও ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে সহিংসতার অন্ধকার গভীরতায়।০

সমর্থন হারিয়েই নতুন স্লোগান- তিপ্রা মথাকে আক্রমণ বিজেপি নেতা রেবতী ত্রিপুরার

আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ ত্রিপুরার জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল তিপ্রা মথার রাজনৈতিক অবস্থান ও সাম্প্রতিক স্লোগানকে কটাক্ষ করে তীব্র সমালোচনা শানালো বিজেপি। সোমবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা দাবি করেন, মানুষের কাছে সমর্থন হারিয়ে ফেলেছে বলেই তিপ্রা মথা এখন ' নর্থ ইস্ট'-এর স্লোগানে ভরসা খুঁজছে। তাঁর অভিযোগ, এটি উত্তর-পূর্বের মানুষকে বোকা বানানোরই চেষ্টা মাত্র। রেবতী ত্রিপুরা বলেন, তিপ্রা মথার প্রধান দাবিই এখন বিলুপ্তপ্রায়। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ' তিপ্রাল্যান্ড'-এর দাবির কোনও বাস্তব পরিণতি পাওয়া যায়নি। উল্টে দলটি তখন ২২ জন বাঙালি প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে নিজেদের অবস্থান বদলে ফেলেছিল বলে অভিযোগ তাঁর। তিনি বলেন, মথার পক্ষে আর নিজেদের ব্যানারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো সম্ভব হচ্ছে না। মানুষের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন দলীয় নেতৃত্ব। রেবতী ত্রিপুরার দাবি, স্লোগান বদলে নতুন রাজনৈতিক জোট তৈরির চেষ্টা করলেও ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বের মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। টিটিএএডিসি ও ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে জোট বা এককভাবে লড়াইয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রেবতী ত্রিপুরা জানান, নির্বাচনী তারিখ ঘোষণা না হলে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। সময় এলে দল সিদ্ধান্ত নেবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি বিমল চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা। বিমল চাকমা বিরোধী দলগুলো জিতেন্দ্র চৌধুরীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বলেন, জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী না হলে টিটিএএডিসির অধিকার রক্ষা পাবে না-এই ধরনের বক্তব্য জনজাতি সমাজকে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালের নির্বাচনে তিপ্রা মথা সর্বত্র প্রার্থী দিলেও জিতেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেওয়ার ঘটনাই একটি বড় রাজনৈতিক চক্রান্তের ইঙ্গিত দেয়। বিজেপি নেতা বিমল চাকমা রাজ্যের জনজাতি ও বাংলা ভাষাভাষী উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে এই ' ফাঁদে' না পড়ার আহ্বান জানান।প্রদেশ বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা এদিন দলের অবস্থান তুলে ধরে তিপ্রা মথা ও বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত গবেষণা প্ল্যাটফর্ম রিসার্চারনেটের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা,,যাদবপুর ঃ বর্তমানে এ আই নির্ভর হচ্ছে প্রযুক্তি।আর বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত (এ আই) গবেষণা প্ল্যাটফর্ম রিসার্চারনেটের উদ্বোধন হয়ে গেল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এদিন ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ AI-চালিত সহযোগী গবেষণা প্ল্যাটফর্ম রিসার্চারনেট এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী দেবেশ দাস।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আই এস আই এর অধ্যাপক উজ্জ্বল ভট্টাচার্য,যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আই আই সির সহ সভাপতি রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়,এস ভি আই এস টির ডিন তথা এ আই এম টেকের প্রতিষ্ঠাতা ও সি ও সন্দীপ দত্ত, উীব্র ফাউন্ডেশনের সহ প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর ডক্টর আসফাক আলী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সহেলি সিনহা চৌধুরী সহ কলকাতার প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষক, চিকিৎসক একাধিক অধ্যাপকরা উপস্থিত ছিলেন।এই প্ল্যাটফর্মটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছে।গবেষকদের ৪০ সময় প্রশাসনিক কাজে নষ্ট হয়ে যায়।তাই রিসার্চারনেট সহযোগিতা, AI-চালিত গবেষণা সহায়তা এবং প্রকাশনা ব্যবস্থাপনাকে একটি একীভূত সমাধানে সংযুক্ত করেছে।এদিন SVIST-এর ডিন সন্দীপ দত্ত বলেন, রিসার্চারনেট গবেষকদের কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করছে। আমরা একাধিক সরঞ্জাম ব্যবহারের জটিলতা দূর করেছি। এখন গবেষকরা যা গুরুত্বপূর্ণ তাতে মনোনিবেশ করতে পারবেন।উীব্র ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডঃ আসফাক আলী বলেন,আমাদের AI গবেষণা বোঝে। এটি জ্ঞানের ফাঁক চিহ্নিত করে, সহযোগীদের পরামর্শ দেয়, জার্নালের সুপারিশ করে এবং এমনকি প্রকল্পের ফলাফলের পূর্বাভাস ও দেয়। আমরা গবেষণা বুদ্ধিমত্তা সবার জন্য সহজলভ্য করছি। জানা যায়,এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে,রিয়েল-টাইম সহযোগিতা এবং ভিডিও কনফারেন্সিং সহ একীভূত কর্মস্থান।গবেষণা নথি বোঝার জন্য Chat with Paper AI অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র খুঁজে পেতে স্মার্ট গবেষণা ফাঁক বিশ্লেষণ।

আগ্রহ এবং দক্ষতার ভিত্তিতে সহযোগী ম্যাচিং। সম্মেলন এবং জার্নাল সুপারিশ। একীভূত চুরি সনাক্তকরণ সহ আরো অনেক কিছু। এদিন এই কৃত্রিম বুদ্ধি মত্তা চালিত গবেষণা প্ল্যাটফর্ম রিসার্চারনেট তার পথ চলা শুরু করলো। আর এই গবেষণা ছাত্র ছাত্রীদের পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মের বহু মানুষের কাজে লাগবে বলে দাবী করেন গবেষকরা।

চুইংগাম নিয়ে বিবাদ, বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে ছুরিবিদ্ধ ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় এক স্কুলের সামনে পড়ুয়াদের মধ্যে বচসা আর সেখান থেকেই ছুরি নিয়ে হামলা। চুইংগাম খাওয়া নিয়ে পরীক্ষার হলে শুরু হওয়া সামান্য বিবাদই শেষ পর্যন্ত রূপ নিল রক্তাক্ত ঘটনায়। অভিযোগ, নবম শ্রেণির একটি ছাত্র নিজের সহপাঠীকে পরীক্ষার পর ' নেওয়ার' হুমকি দিয়েছিল। এবং সেই হুমকির রেশ কাটতে না কাটতেই স্কুলগেটের সামনে বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হল আরেক ছাত্র। আর তাতেই ওই ছাত্রের পিঠে মারা হল ধারালো ছুরির কোপ! গোটা ঘটনাটি ঘটেছে স্কুলের গেটের সামনে! টনার পরেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। অভিভাবক ও স্থানীয়দের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্কুলের ভূমিকা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন উঠতে থাকে। ঘটনাটি বনগাঁর নগেন্দ্রনাথ হাই স্কুলের। শুক্রবার ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষা চলছিল। নবম শ্রেণির এক পরীক্ষার্থী চুইংগাম খাচ্ছিল পরীক্ষার হলে। আরেক ছাত্র সেটি দেখে পরীক্ষককে জানায়। এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় দুই সহপাঠীর বিবাদ। পরে পরীক্ষার শেষে অভিযুক্ত ছাত্র তুহিন সেই ছাত্রকে দেখে নেওয়ার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর যখন পড়ুয়ারা স্কুল থেকে বেরোচ্ছিল, তখনই গেটের সামনে তুহিন এবং তার কয়েকজন সহপাঠী অপেক্ষা করছিল। লক্ষ্য ছিল সেই ছাত্রের ওপর চড়াও হওয়া, যে পরীক্ষকের কাছে অভিযোগ করেছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, ছাত্রটি গেটের কাছে পৌঁছতেই তুহিনরা তাকে কলার ধরে মারধর শুরু করে। বন্ধুকে মারতে দেখে ছুটে আসে আরেক নবম শ্রেণির ছাত্র-সুনীল দত্ত। সুনীল বন্ধুকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তুহিনের সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি শুরু হয়। ক্রমে তা বচসায় এবং তারপর সংঘর্ষে রূপ নেয়। অভিযোগ, হঠাই তুহিন নিজের ব্যাগ থেকে একটি ধারালো ছুরি বের করে সুনীলের পিঠে আঘাত করে। মুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সুনীল। ঘটনাস্থলেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সহপাঠীর রক্তাক্ত দেহ দেখে অন্য পড়ুয়ারা দেড়ে স্কুলের ভিতরে গিয়ে বিষয়টি শিক্ষকদের জানান। অভিযোগ, স্কুলের পক্ষ থেকে ' কল' করা হলেও, জখম ছাত্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি।

Name Change

I BHARAT DAS S/O- NENELIN G, Resident of Bamanpukur, P.O- Mayapur,P.S- Nabadwip Dist- Nadia,West Bengal, do hereby declare that BHARAT DAS is my Diksha name given me by my Guru Pita Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. My name in my Russian passport is NENILIN VICTOR and henceforth I shall be Known as NENILIN VICTOR in all purpose, Vide affidavit no.27 sworn before the Notary public at Krishnagar Dist- Nadia West Bengal on Date-26/07/2005 NENILIN VICTR and BHARAT DAS both are same and one identical person.

Name Change

I, Namarata Ghosh (old name) Doughter of Shyam Sunder Ghosh, residing at 20/1,C Raja Manindra Road Belgachia Kolkata Pin- 700037, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Namrata Ghosh (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit, dated 03/12/2025. Namrata Ghosh (New Name) and Namarata Ghosh (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Md. Sujauddin Sk, S/o- Md.Rahimuddin Sk, resident of Vill. Dakshin Chapra Bazar, P.o- Bangaljhi, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Md. Sujauddin Sk to Sujauddin Sekh and henceforth I shall be known as Sujauddin Sekh in all purpose, vide affidavit No. 68 sworn in Notary Public at Krishnagar, Nadia on 03.12.2025. Sujauddin Sekh and Md. Sujauddin Sk both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Asim Sk, SO Abdulla Sk, জন্ম তারিখ ২০.০৩.১৯৯৮, গ্রামঃ বগটুই, পোঃ থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম ৭৩১২২৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আধার কার্ডে আমার নাম Washim Sk নথিভুক্ত রয়েছে। ০৪.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ মাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Asim Sk Washim Sk, SO Abdulla Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এখন থেকে আমি সর্বত্র Asim Sk, SO Abdulla Sk পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Sk Md Abu Taher, SO Late Aminur Rahaman, গ্রামঃ মুরারই বেগুন মোড়, পোঃথানাঃ মুরারই, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার এবং বাবার ডাকনাম Sk Md. Abu Taher S M Abu Taher, SO Md Aminur Rahaman যা ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। আমার ছেলে Rusth Mohammed Mehabub এর পাসপোর্টে আমার নাম Shaikh Md Abu Taher নথিভুক্ত রয়েছে। ১৮.১১.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ মাজিস্ট্রেটের ৩২৮২০ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sk Md Abu Taher, SO Aminur Rahaman Sk Md Abu Taher S M Abu Taher, SO Md Aminur Rahaman Shaikh Md Abu Taher এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানকে বিশ্বের সেরা সুরক্ষিত এলাকা ঘোষণা

ইউনেস্কো ২০১৬ সালে এই উদ্যানকে 'হেরিটেজ' মর্যাদা দেয়- যা ছিল ভারতের প্রথম

কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান আবারও অর্জন করল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ইউনেস্কো ২০১৬ সালে এই উদ্যানকে ' হেরিটেজ' মর্যাদা দেয়- যা ছিল ভারতের প্রথম কোনও স্থানের এ ধরনের সম্মান। আর এবার ' ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার'ঘোষণা করল, পরিচালনা ও সংরক্ষণের মানের বিচারে কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানই বিশ্বের সেরা।

২০১৪ সাল থেকে আইইউসিএন বিশ্বজুড়ে ঐতিহ্যবাহী প্রাকৃতিক ও মিশ্র হেরিটেজ এলাকাগুলির মূল্যায়ন করে আসছে। ' হেরিটেজ আউটলুক'-এর এই মূল্যায়নে প্রতিটি স্থানের- বাস্তুতন্ত্র,জৈব বৈচিত্র্য,সংরক্ষণ কার্যক্রম,, বর্তমান অবস্থা, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ, পরিচালন ব্যবস্থা। এই সমস্ত উপাদান খুঁটিয়ে দেখা হয়। সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান সব দিক থেকেই ' প্রথম ভারতীয় কোনও উদ্যান এই বিভাগে বিশ্বসেরার স্থান পেল। সিকিমের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পিন্ট সো নামগিয়াল লেপচা বলেন, এই স্বীকৃতি সিকিমের জন্য গর্বের। আমাদের রাজ্য যেভাবে প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস-সবকিছুকে এক সুতোয় বাঁধা রেখে সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, এটি তারই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বন বিভাগের কর্মীদের নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়। উদ্যানের বিস্তার ও বৈশিষ্ট্য--১৯৭৭ সালে

জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা শুরুতে প্রায় ৮৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছিল। পরে সীমা বা।য়ে তা দাঁ।য় ১,৭৮৪ বর্গকিলোমিটার। উদ্যানের বিভিন্ন জায়গা থেকে চোখে প। কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পার্শ্ববর্তী হিমালয় শৃঙ্গ- যেটি পর্যক্টকদেরও বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এই উদ্যানের বিশেষত্ব শুধু পাহাড়ি দৃশ্য বা গভীর জঙ্গল নয় তার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে রয়েছে স্থানীয় সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। বহু প্রাচীন লোককথা, ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও ঐতিহ্য আজও এই অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে সমান্তরালে বেঁচে আছে।

হিমবাহ, হ্রদ, জীববৈচিত্র্য-উদ্যানের অমূল্য সম্পদ-কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান জীববৈচিত্র্যের হিমালয়ান ' একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এখানে রয়েছে-১৮টি হিমবাহ, যার মধ্যে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জেমু হিমবাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ৭৩টি বরফ গলা জলের হ্রদ, তার মধ্যে ১৮টি উচ্চঅঞ্চলে অবস্থান করছে, নানান আলপাইন বাস্তুতন্ত্র, যা হিমালয়ের অন্যতম সেরা উদাহরণ-এই উদ্যান রেড পান্ডা, টিবেটিয়ান গ্যাজেল, টিবেটিয়ান ভাল্লুক-সহ বহু বিরল প্রাণীর আবাসস্থল। পাখিপ্রেমীদের জন্যও এটি সম্পূর্ণ স্বর্গরাজ্য- রডোডেনড্রনের নানা প্রজাতি ও অগণিত ভেষজ উদ্ভিদে সেজে উঠেছে পুরো অঞ্চল। ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর কাছ থেকে 'মিশ্র হেরিটেজ' স্বীকৃতি পায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। অর্থাৎ- প্রকৃতির পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে- এমন প্রথম ভারতীয় উদাহরণ। কাঞ্চনজঙ্ঘা জাতীয় উদ্যানের এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শুধু সিকিমের জন্যই নয়, পুরো ভারতের পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের জন্যও অনুপ্রেরণা। হিমালয়ের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা এই বিস্ময়কর বাস্তুতন্ত্র প্রকৃতিই নয়- মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর বিশ্বাসকেও সমানভাবে ধারণ করে রেখেছে। আইইউসিএন-এর এই স্বীকৃতি প্রমাণ করল, প্রকৃতিকে রক্ষা করা এবং তাকে সম্মান জানানো গেলে বিশ্বমঞ্চেও সেই প্রচেষ্টার মূল্যায়ন হয়।

রেলের সময়ানুবর্তিতা ৮০ ছুঁয়েছে, বেশ কয়কটি বিভাগ ৯০ ছাড়িয়েছে

৫ ডিসেম্বর ঃ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভারতীয় রেলের সময়ানুবর্তিতায় উল্লেখযোগ্য উন্নতির ঘোষণা করেছেন, সামগ্রিক নেটওয়ার্ক এখন ৮০ অন-টাইম পারফরম্যান্স ছুঁয়েছে। তিনি উচ্চকক্ষকে অবহিত করেছেন যে বেশ কয়েকটি রেল বিভাগ ইতিমধ্যেই ৯০ সময়ানুবর্তিতার সীমা অতিক্রম করেছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাস্তবায়িত শক্তিশালী রক্ষণাবেক্ষণ অনুশীলন এবং পদ্ধতিগত অপারেশনাল আপগ্রেডের প্রভাব তুলে ধরে। ভারতের সময়ানুবর্তিতার স্তর এখন অনেক ইউরোপীয় নেটওয়ার্ককে ছাড়িয়ে .গেছে, যার মধ্যে জার্মানির ডয়চে বাহন দূরপাল্লার পরিষেবাও রয়েছে, যা বর্তমানে ৬৭.৪ (২০২৪)। পরিষেবাগুলি, যা বর্তমানে ৬৭.৪ (২০২৪)।

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সেনার বড়সড় অভিযান, মাদকবাহী জাহাজ গুঁড়িয়ে ৪ পাচারকারীর মৃত্যু

৫ ডিসেম্বর ঃ মাদক পাচার রুখতে চলতি বছর জুড়ে একাধিক কঠোর অভিযান চালাচ্ছে মার্কিন সেনা। আন্তর্জাতিক অঞ্চলে অবৈধ নৌ-চলাচল এবং মাদক পাচার নেটওয়ার্ক ভাঙতে তারা ' সাউদার্ন স্পার' নামে বৃহ সামরিক অভিযান শুরু করেছে। সেই অভিযানেরই অংশ হিসেবে এবার পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে মাদকবাহী একটি জাহাজে আঘাত হানা হয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনীর হামলায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে জাহাজটি এবং নিহত হয়েছে জাহাজে থাকা চারজন পাচারকারী। বৃহস্পতিবার মার্কিন সেনার সাউদার্ন কমান্ড তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। সেখানে জানানো হয়, সন্দেহভাজন জাহাজটি মূলত একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মার্কিন গোয়েঃদা সংস্থার হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, ওই জাহাজের মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে পাচার করা হচ্ছিল। গোয়েন্দা তথ্য নিশ্চিত হওয়ার পর মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ সরাসরি অভিযানের নির্দেশ দেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন সেনার বিশেষ মেরিটাইম ইউনিট দ্রুত জাহাজটির অবস্থান চিহ্নিত করে। এরপর আকাশ থেকে নজরদারি, সমুদ্রপথে নৌবাহিনীর বিশেষ দল এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সমন্বয়ে অভিযান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জাহাজটিকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়ার পরও পাচারকারীরা পালানোর চেষ্টা করে বলে দাবি মার্কিন সেনার। এরপর বাধ্য হয়েই জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। হামলার পরপরই জাহাজটিতে ব বিস্ফোরণ হয় এবং সেটি সমুদ্রে ডুবে যায়। জাহাজে থাকা চারজন পাচারকারী ঘটনাস্থলেই মারা যায়। যদিও মার্কিন সেনা একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে, তারা এখনও সুনির্দিষ্টভাবে জানায়নি যে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অংশে এই অভিযান হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান গোপন রাখার উদ্দেশ্যেই তথ্য প্রকাশে সংযম দেখানো হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে, জাহাজটিতে ঠিক কোন ধরনের মাদক ছিল, সে বিষয়েও এখনও স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, এতে সম্ভবত ফেন্টানিল বা ফেন্টানিলের মতো অত্যন্ত বিপজ্জনক সিন্থেটিক ড্রাগ মজুত ছিল, যা বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ব। জনস্বাস্থ্য সংকট তৈরি করেছে। উল্লেখ্য, ' সাউদার্ন স্পার' মূলত সমুদ্রপথে সক্রিয় মাদক পাচার চক্রকে চিহ্নিত ও নির্মূল করার উদ্দেশ্যে শুরু হয়। গোটা বছরের শুরু থেকেই আমেরিকা ক্যারিবিয়ান সাগরে নজরদারি বাড়িয়েছে। সেই অভিযানেই ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়া উপকূলে বেশ কিছু পাচারকারীর জাহাজ ধ্বংস করা হয়েছে। শুধুমাত্র ক্যারিবিয়ান এলাকায় এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযানে প্রায় ৫৭ জন পাচারকারী ও জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে সেনা সূত্র দাবি করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, মাদক পাচার রোধে সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি এই বছর নতুন মাত্রা পেয়েছে। এর কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বেশ কিছু সংগঠিত অপরাধচক্র সমুদ্রপথে অত্যাধুনিক, দ্রুতগামী জাহাজ ব্যবহার করছে, যা সাধারণ পুলিশ বা কোস্টগার্ডের পক্ষে থামানো কঠিন। তাই তাদের প্রতিরোধে নৌবাহিনীর কমব্যাট ইউনিট ব্যবহার করা হচ্ছে। পাশাপাশি উন্নত ড্রোন, স্যাটেলাইট নজরদারি এবং ইলেকট্রনিক ইঃটলিজেন্স প্রযুক্তিও কাজে লাগানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক এই অভিযানকে মার্কিন সেনা তাদের সাফল্য হিসেবেই দেখছে। তাদের দাবি, এই আঘাত মাদক পাচারকারীদের নেটওয়ার্কে বড়ড় চাপ তৈরি করবে এবং ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহাসাগরের পথ ব্যবহার করে পাচারের প্রবণতাও কমবে। তবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলির একাংশ মনে করছে, এই ধরনের সামরিক অভিযান ধীরে ধীরে ' আইনশৃঙ্খলা রক্ষা' ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বিতর্ক তৈরি করতে পারে। যদিও মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, তারা শুধু সেসব জাহাজকেই লক্ষ্য করছে যেগুলি সন্ত্রাসবাদী ও মাদকচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে গোয়েদা রিপোর্টে নিশ্চিত হওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরে সাম্প্রতিক হামলার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল, আমেরিকা এখন ক্যারিবিয়ান ছাড়াও বৃহ প্রশান্ত অঞ্চলেও মাদক পাচারের রুট বন্ধে আগ্রাসী অবস্থান নিয়েছে। বছরের বাকি সময় জুড়ে আরও কয়েকটি বড় অভিযান হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে সেনা সূত্র।

নিমরাজি শাহবাজ সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলেই পাকিস্তানের প্রথম সিডিএফ হলেন আসিম মুনির

৫ ডিসেম্বর ঃ পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক অন্দরে বহুদিন ধরেই জল্পনা চলছিল-কে হতে চলেছেন দেশের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স ? সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন গোনা শুরু হতেই প্রশ্ন উঠেছিল তিনি কি শুধু পদোন্নতিই পাবেন, নাকি একযোগে সেনা ও প্রতিরক্ষার শীর্ষ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবেন? এই উত্তরের অপেক্ষা যতই দীর্ঘ হচ্ছিল, ততই পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল গুঞ্জনে ভরে উঠছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করা হল-আসিম মুনিরই হচ্ছেন পাকিস্তানের প্রথম সিডিএফ। পাশাপাশি তিনি সেনাপ্রধানের দায়িত্বও পালন করবেন। মুনিরের ফিল্ড মার্শাল হিসেবে তিন বছরের মেয়াদ শেষ হয়েছিল ২৯ নভেম্বর। আচমকা পাকিস্তানি রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে-প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ নাকি ঠিক ওই দিনটিকে এড়াতেই বাহরিন হয়ে লন্ডনে গেছেন। বিরোধীরা অভিযোগ তোলে, শাহবাজ ইচ্ছে করেই সিদ্ধান্ত ঠেকিয়ে রাখতে চাইছেন, যাতে মুনিরকে একযোগে দুই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে বাধ্য না হতে হয়। কারণ, পাক রাজনীতিতে অনেকে মনে করতেন, মুনির দেশের শাসনব্যবস্থায় ' প্রভাব' বিস্তার

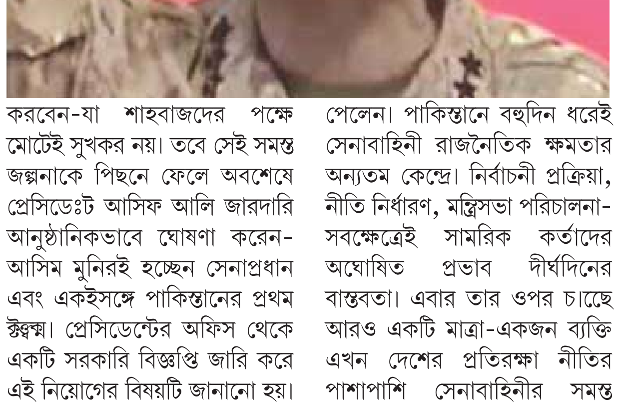

করবেন-যা শাহবাজদের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। তবে সেই সমস্ত জল্পনাকে পিছনে ফেলে অবশেষে প্রেসিডেঃট আসিফ আলি জারদারি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন- আসিম মুনিরই হচ্ছেন সেনাপ্রধান এবং একইসঙ্গে পাকিস্তানের প্রথম ক্স্ত্রক্স। প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নিয়োগের বিষয়টি জানানো হয়। মুনির একইসঙ্গে সেনা ও প্রতিরক্ষা দফতরের নিয়ন্ত্রণদাতা হয়ে ওঠায় তিনি পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষমতাবান সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। পাকিস্তানে বহুদিন ধরেই সেনাবাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম কেন্দ্রে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নীতি নির্ধারণ, মন্ত্রিসভা পরিচালনা- সবক্ষেত্রেই সামরিক কর্তাদের অঘোষিত প্রভাব দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। এবার তার ওপর চা।ছে আরও একটি মাত্রা-একজন ব্যক্তি এখন দেশের প্রতিরক্ষা নীতির পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সমস্ত কার্যকলাপেরও সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে। ফলে শাহবাজ প্রশাসন কার্যত আরও দুর্বল অবস্থায় চলে গেল। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে-এখন থেকে প্রধানমন্ত্রী নয়, বরং দেশের বাস্তব ক্ষমতা থাকবে জেনারেল মুনিরের হাতেই। প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য তিলক দেবাশের সম্প্রতি দাবি করেছিলেন-যে করেই হোক, মুনিরকে দীর্ঘমেয়াদে সেনাপ্রধান রাখতে চান না শাহবাজ শরিফ। তিনি নাকি রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি স্বাধীন ও ' হয়ে উঠেছিলেন শাহবাজ ও নওয়াজ দলের কাছে। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নাকি সিদ্ধান্তগ্রহণ এড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। অন্যদিকে পাক সরকারের ঘনিষ্ঠ আরেকটি সূত্রের বক্তব্য, নওয়াজ শরিফ ও তাঁর কন্যা, পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়াম নওয়াজের সঙ্গে দীর্ঘ দর কষাকষি শেষে শেষমেশ এই নিয়োগে সম্মতি দেন শাহবাজ। রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ-এটি একরকম রাজনৈতিক সমঝোতার ফল। মুনিরকে পাশ কাটানো সম্ভব নয়, আবার তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ নয়-এই উপলব্ধি থেকেই এই সিদ্ধান্ত। এই নিয়োগ পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে। পাকিস্তানে সেনাবাহিনী বরাবরই ' স্থায়ী ক্ষমতাকেন্দ্র' হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এবার সেনা এবং প্রতিরক্ষার সর্বোচ্চ দুই দফতর একই হাতে যাওয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ আরও বো। যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শাহবাজ সরকারের যদি কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত মুনিরের মতের বিরোধিতা করে, তাহলে প্রশাসনের পক্ষে স্বাধীনভাবে তা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে প।বে। ফলে প্রধানমন্ত্রী চাই বা না চাই-মুনিরের ছায়া তাঁকে সহ্য করতেই হবে। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট-এই দুইয়ের মাঝেই পাকিস্তানে জন্ম নিল এক নতুন ক্ষমতাকেন্দ্র। দু'টি শীর্ষ পদ একত্রিত হওয়ায় জেনারেল আসিম মুনির পাকিস্তানের সর্বশক্তিমান সামরিক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যকে কোন পথে নিয়ে যাবে-তা এখন সময়ই বলে দেবে।

রাস্তার শিলান্যাসে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৫ ডিসেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘোলা কবরস্থান থেকে গোপালপুর তিনমাথা মোড় পর্যন্ত নতুন ঢালাই রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস অনুষ্ঠান ঘিরে এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। বহুদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা যায় প্রবল উৎসাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তাঁর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন থানার আইসি বিশ্বরূপ চট্টরাজ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ

মল্লিক, পূর্ত কর্মদক্ষ পরিমল দেবনাথ, জেলা পরিষদের সদস্য আলিম মল্লিক সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রায় ২ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ রাস্তাটিকে মজবুত ঢালাই রাস্তায় পরিণত করার কাজ শুরু হলো এদিনের শিলান্যাসের মাধ্যমে। এই রাস্তা নির্মাণ হলে ঘোলা, গোপালপুর, বকপুর সহ পাশ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামের যাতায়াতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে বলে আশাবাদী সাধারণ মানুষ। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ মানুষের দাবি ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আশ্বাস দেন। একইদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এর আওতায় পূর্বস্থলী ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার সাতটি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন নির্মাণ কার্যের সম্মিলিত শুভ শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের নতুনপাড়া এলাকায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, পূর্ত কর্মদক্ষ পরিমল দেবনাথ সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৭৮ টি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ব্যয় হবে ১ কোটি ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৯২৬ টাকা, যা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পথঘাট সংস্কার, নিকাশিনালা পরিষ্কার, কমিউনিটি অবকাঠামো উন্নয়নসহ বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। এলাকাবাসীরা মনে করছেন, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে পঞ্চায়েত এলাকাগুলির সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত হবে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত অতিথিরা এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নের আশ্বাস দেন। সামগ্রিকভাবে, পূর্বস্থলী ১ ব্লকের এই বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় পদক্ষেপের সাক্ষ্য বহন করছে।

সিকিমে দেখা মিলল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের শাবকের, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিকিম, ৫ ডিসেম্বর ঃ সমতলে নয়, পাহাড়ের মধ্যে খাঁজে দেখা গেল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার শাবককে। আর তা দেখা যেতেই হৈ চৈ কাণ্ড পড়ে যায়। যদিও সতর্কতা জারি করা হয়েছে বন দফতরের পক্ষ থেকে। জানা গেছে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের শাবককে দেখা গেছে গাছের মধ্যে ঝুলে থাকতে। সেই মুহূর্তের ছবি ধরা পড়ল এক চালকের মোবাইলে। ফোন করে ছেলেকে দ্রুত জায়গাটি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন তিনি, খবর দেন বন দফতরে। শুরু হয় তল্লাশি। আতঙ্কে বাসিন্দারা। শঙ্কা শাবক রয়েছে মানে আশপাশে রয়েছে বাঘিনীও। পূর্ব সিকিমের গ্যাংটক থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে শ্যায়ারি এলাকা। ছাত্রটি ছবি তোলার পর বিষয়টি সামনে এসেছে। জনবহুল গ্যাংটক শহরের এত কাছে ডোরাকাটা বাঘের দেখা মিলবে তা সিকিম বন দফতরের কর্তাদের ভাবনাতেও ছিল না। ছবি দেখার পর বন দফতরের আধিকারিকেরা নিশ্চিত শাবকের সঙ্গে নিশ্চয়ই মা আছে। তাই আশপাশের লোকালয়ে বিপদ দেখা দিতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকে বনকর্মীরা শাবকটিকে খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন। তবে খোঁজ মেলেনি। ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় বিধায়ক ও সিকিম বন দফতরের উপদেষ্টা, তেনজিং নরবু লামথা। সিকিমের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার নর্দেন ভুটিয়া জানান, সিকিমের পাঙ্গোলাখা ও ভুটানের সামসে জঙ্গলের মধ্যে করিডর রয়েছে। ওই কোরিডর দিয়ে বন্যপ্রাণীদের বিশেষ করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অবাধ বিচরণ রয়েছে। তবে গ্যাংটক জেলার শ্যায়ারি এলাকা ও চোংয়ে জঙ্গলের আশপাশে তল্লাশি চালিয়ে বাঘ শাবকের হদিশ মেলেনি। বনকর্তাদের অনুমান শাবকটি জঙ্গলের গভীরে মায়ের কাছে চলে গেছে। যদিও আশপাশের এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

খোলা ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নং. সিএলডব্লিউ/সিআরজে/পিইবিবি/ই-টেন্ডার/১৯/০৬২১; তারিখ: ০২/১২/২০২৫। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারটি www.ireps.gov.in লিঙ্কের মাধ্যমে আহ্বান করা যেতে পারে। ... www.ireps.gov.in → লগইন → ই-টেন্ডার স্টোর/সাপ্লাই লিঙ্কটি অ্যাক্সেস করে ইলেকট্রনিক্যালি জমা দেওয়া যেতে পারে। বিক্রেতারা নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ পেতে, যদি থাকে, নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, ডেপুটি সিএমএম/সিপিইবিবি/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন, [illegible] বা এএমএম/এম, [illegible]। অফিসের ঠিকানা: পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জনের অফিস। ক্রম. নং.: [১] টেন্ডার নং.: [illegible]। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: [illegible] পরিমাণ: (i) ৫.০০ সেট, (ii) ১৫২.০০টি, (iii) ৬০.০০টি, (iv) ১০.০০টি, (v) ১০.০০টি, (vi) ১০.০০টি, (vii) ২০.০০টি, (viii) ১০.০০ টি, (ix) ৪০.০০ টি, (x) ৫০.০০টি। বায়না মূল্য জমা (টাকা): ₹ ০.০০। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি): ২৩/১২/২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টায়।

PR1/257 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No: 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System Tender Following under **(NIeT) No: 512/MM/NIeT/2025-26, published Date: 05-12-2025.** The last date for online submission of tender is **05-01-2026 (Monday) up to 14:00 Hours.** For details please **https://wbtenders.gov.in**

Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

OFFICE OF THE AHIRAN GRAM PANCHAYAT
Vill- Ahiran, P.S- SUTI, Dist- Murshidabad, PIN-742223

NOTICE INVITING TENDER No. 07/2025-2026

Sealed tender are invited from bonafide and experienced contractors for the total **15(Fifteen) Nos.** works under 15th FC fund. Date & Time of submission of Application **up to 11.12.2025 up to 2.00 pm.** Date & Time for opening of Tender **12.12.2025 after 2.00 pm.** For Details please visit office of the undersigned of visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Ahiran Gram Panchayat

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **দেবব্রত সুর**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রী উৎপল সেন**
ঠিকানাঃ **বামনপাড়া, পোঃ ধাপগঞ্জ, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **দেবব্রত সুর**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ০৮।০৯।২০২৫ নং বহি ৩৪৮৪ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-2880/ ০৮।১০।২০২৫
নামজারি কেস নংঃ **MN/____/0702/____**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- মণ্ডল ঘাট, সিট নং-2, L.R. দাগ নং. ১১৫৭, ১১৩৩, ১১৫৬, ১১৫৮, ১১৫৯, L.R. খতিয়ান নং. ১৩৮১, ৩১২, ১৫৮৬ মোট জমি ১৫৬.৫০
গ্রহীতা- দেবব্রত সুর, পিতা- সুবোধচন্দ্র সুর, বৌবাজার, শরৎপল্লী
দাতা- শ্রী উৎপল সেন, পিতা- নিবারণ সেন, বামনপাড়া, ধাপগঞ্জ, জলপাইগুড়ি
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **দেবব্রত সুর**
পিতা ঃ সুবোধচন্দ্র সুর
ঠিকানাঃ পান্ডাপাড়া, বৌবাজার, শরৎপল্লী, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১০১

GENERAL POWER OF ATTORN

NOTICE

Smt KAMALA RAM.W/O Babu Ram had appointed, BIKASH KUMAR ACHARYYA,S/O Balai Chandra Acharyya, as POWER OF ATTORNEY to sell out R.S Plot No.5582, with R.S.Khatian No 3424,, Mouja Bally, JL-14 Total Land Sell Out 3 cottahs 04sq also Registered Deed No-00875 Volume no-2 Book No- IV, Dated 29/08/2013 at ADSR Howrah. If there is any objection kindly contact to (The BI&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No: 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **No. (NIeT) 510/MM/NIeT/2025-26,511/MM/NIeT/2025-26** published Date: **17-11-2025.and 01-12-2025** The last date for online submission of tender is **15-12-2025 (Monday) up to 11:00** Hours and **12-12-2025 (Friday) 14 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is Invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: (1) 47/NAMGP/25 (Tied)**, **(2) 48/NAMGP/25 (Un-Tied), (2025-26) dt: 05/12/2025.** Last Date of Bid Submission: **05/01/2026, 11:00 Hrs.** Date of Opening: **07/01/2026, 11:00 Hrs.** For details Pl. contact Office of the Namkhana Gram the Panchayat, South24 PGS,.or **Visit:https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

পাবলিক নোটিশ

আমাদের গ্রাহক এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের বীরভূম-দুর্গাপুর শাখাটি তৃতীয় তল, রবীন্দ্রপল্লী কমপ্লেক্স, ব্যানার্জি বাজাজ বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, পোস্ট-সিউরি, থানা-সিউরি, বীরভূম, পশ্চিম বঙ্গ-৭৩১১০১-এ অবস্থিত, ৩০শে মার্চ, ২০২৬ থেকে প্রথম তল, খান কমপ্লেক্স, মাদ্রাসা রোড, আইডিবিআই ব্যাংকের উপরে, সিউরি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১১০১-এ স্থানান্তরিত হবে।
গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গণে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৯৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ২৫-এপি-II-২০২৫। **কাজের নামঃ** "টিপকাইতে - ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের জন্য রেস্ট রূম।" টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৯,৯২,৪৪৮.৪১ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৩০,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১২-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১৷ জয় প্রকাশ সাউ পিতা- শঙ্কর সাউ ২৷ শিল্পী সাউ স্বামী- জয় প্রকাশ সাউ, সাং- ২, মাতুমাল লোহিয়া লেন, সালকিয়া, মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া। বিগত ইংরাজী-১০।০২।২০২৫ তারিখ রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৭৯৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা জন্তি দেবী, স্বামী শঙ্কর সাউ এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন জলাধূলোগড়ী মৌজায় জে. এল.- ০২ নং ভুক্ত, এল. আর.- ২৬১৩ নং খতিয়ানে এল. আর. ১৫০০ নং দাগে শালি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক বা ২.৪৭৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০১৮ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৩৩৫৩ নং দলিল দ্বারা জয় প্রকাশ সাউ পিতা শঙ্কর সাউ এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরিউক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী-২০১৪ সালে হাওড়া ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৩৯৪৬ নং দলিল দ্বারা মমতা সাধুখাঁ স্বামী- কাশী নাথ সাধুখাঁ দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরিউক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ২০১৪ সালে হাওড়া ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ৪৭৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে ভগবান গুপ্তা পিতা- সুমেশ্বর গুপ্তা, সাং ও পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

OFFICE OF THE SERENGDIH GRAM PANCHAYAT
P.O.- SERENGDIH BAGHMUNDIH
DEV.BLOCK. PURULIA

NOTICE OF INVITING TENDER

From SERENGDIG Gram Panchayat under Baghmundih Dev. Block Dt. Purulia (W.B.)
1. **NIT NO.-01/2025-2026.SRNGP. DT.03/12/2025** Date of application & Sale of Tender Form On any working day from **03/12/2025 to 12/12/2025. (From 10 AM TO 5 PM).** Last Date of Dropping of Sealed Tender Form on any working day from **08/12/2025 to 15/12/2025.(15/12/2025 up to 1 P.M.)** Date of Opening of Tender..**15/12/2025 2 P.M.** G.P. OFFICE MEETING HALL. For more details contact with the undersigned in office hours.

Sd/- Pradhan
Serengdih Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধরনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী বিশ্বজিত পাড়, পিতা- তপন পাড়, সাং- কাটলিয়া, হাওড়া, গত ইং ০৭।১১।২৫ তাঃ DSR HOWRAH রেজিঃ কৃত ১০৫৯০০/২৫ নং দলিল মূলে রেজিঃ কৃত, ডাঁসী, হাওড়া, জগন্নাথ দাস, পিতা ফেলু দাস ওঃ ফেলুচরন দাস মহাশয় এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার কদমতলা, হাওড়া, নিবাসী অভিজিত বাড়ুই, পিং প্রভাস বাড়ুই (ADSR DOMJUR, রেজিঃ কৃত আমমোক্তার নং ৩৩৪২ /২০২৫) এর নিকট হইতে মৌজা ডাঁসী, গ্রামে জে.এল, ৪৯, হাঃ ১৬৯৪ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ৬২৬, হাঃ ৬৩৭, নং দাগে, ২.৬৫ শতঃ সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় বি.এল.আর ও তে আবেদন করেন, যদি করো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

Advocate- ASIT KUMAR DE
HOWRAH JUDGES COURT
Mb. no. 9830865806

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল_টিআরডি_৫৩_২৫-২৬; **তারিখ:** ০৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং.** ঃ ইএল_টিআরডি_৫৩_২৫-২৬; **কাজের নাম** ঃ "কাঁকি ইয়ার্ডে কার্ভ পুনর্নির্মাণ এবং স্থানান্তর" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ২৩,৮৭,৬৩১.২৭/- টাকা; **বায়না মূল্য** ঃ ৪৭,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৬-১২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা** ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহসম্পূর্ণ তথ্য **২৬-১২-২০২৫** তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হাসপাতালে বহিরাগত তাণ্ডবঃ মৃত ঘোষণা হয়নি রোগীর, তবু অশান্তি সৃষ্টি করে চিকিৎসায় বাধা! অপবাদ ছড়িয়ে চাঁদাবাজির চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ মৃত ঘোষণা হয়নি রোগীর, তবু অশান্তি সৃষ্টি করে চিকিৎসায় বাধা! অপবাদ ছড়িয়ে চাঁদাবাজির চেষ্টার অভিযোগ উঠলো রোগীর আত্মীয় পরিজনদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটা নাগাদ ঘটনাটি চাউড় হতেই উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সোফিয়া বিবি নামে এক রোগীকে গুরুতর অবস্থায় আমাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রোগীর অবস্থার সমস্ত তথ্য তার পরিবারকে নিয়মিত জানানো হয়েছে। রোগীকে আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে রেখে চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর জরুরি ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে তাকে ডায়ালিসিস ইউনিটে স্থানান্তর করা হচ্ছিল। সেই সময় কিছু দুস্কৃতী রোগীর 'আত্মীয়' সেজে হাসপাতালে ঢুকে চিকিৎসাধীন রোগীর মুখের মাস্ক খুলে দেয় এবং চিকিৎসায় বাধা দেয়। রোগী মারা গিয়েছে, অথচ হাসপাতাল লুকোচ্ছে! এই মিথ্যা অভিযোগকে পুঁজি করে তারা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় বাধা দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রোগীকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল এবং চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। ঠিক সেই সময়ই ওই দুষ্কৃতীরা আচমকা ওয়ার্ডে ঢুকে চিকিৎসা থামানোর চেষ্টা করে। অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চিকিৎসায় বাধা দিয়ে রোগীকে বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়, যেন পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে এবং পরে তার দায় হাসপাতালের ঘাড়ে চাপানো যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং কর্মীদের লক্ষ্য করে শুরু হয় শারীরিক নিগ্রহ, ধাক্কাধাক্কি ও হেনস্থার ঘটনা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওয়ার্ডের অন্যান্য রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের মধ্যেও। বহু রোগীর চিকিৎসা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। হাসপাতালের ভেতরে কিছুক্ষণ জুড়ে কার্যত ত্রাসের পরিবেশ তৈরি হয়। চিকিৎসক মহলের অভিযোগ, এটি ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত হামলা। হাসপাতালের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে কর্তৃপক্ষকে চাপে ফেলে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করাই ছিল দুষ্কৃতীদের মূল উদ্দেশ্য। ঘটনার পর হাসপাতাল প্রশাসন স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে কারা এই দুষ্কৃতী, কারা তাদের পিছনে আছে এবং কেন এই নাশকতা- সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে চিকিৎসক সংগঠন জানিয়েছে, বারবার হাসপাতালে হামলা বা অশান্তির ঘটনা ঘটলে রোগী পরিষেবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দোষীদের দ্রুত শনাক্ত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা। বৃহস্পতিবার রাত্রের এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে ষাট সত্তরজন লোক এই তাণ্ডব চালায়। পরিকল্পনা ছাড়া এতো লোকের পক্ষে হঠাৎ হাজির হওয়া সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল দালাল রাজ বন্ধ করার পর এবং সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ একটি ই-হাট এবং পৌষ মেলা চালু করার চেষ্টা করায় কিছু অসাধু ব্যক্তি এই ধরণের কাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে।

বিনামূল্যে বাস পরিষেবা রাজ্যের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের বাগিচা শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে পৌঁছে দিতে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপাতত জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার এই দুই জেলার প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকার পড়ুয়াদের বাড়ি থেকে স্কুলে পৌঁছে দিতে এগারোটি বাস শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়েছে বলে শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। টি ডিরেক্টরেট এই বাসগুলিকে নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক জানিয়েছেন। এরমধ্যে জলপাইগুড়ির ডুলবাবাড়ির পাথরঝোড়া, মেটেলির ইনডং, নাগরাকাটার বামনডাঙা ও হিলা সহ মোট ৬ টি বাগানে পরিষেবা দেওয়ার সমসংখ্যক ও আলিপুরদুয়ারের জন্যে পাঁচটি বাস বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের দার্জিলিং, তরাই, ডুয়ার্স মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চারশোটি নথিভুক্ত চা বাগান রয়েছে। স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বাগিচা শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন।

দেশজুড়ে বিপর্যয়ের মুখে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো, যাত্রী ক্ষোভ বাগডোগরাতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগডোগরা, ৫ ডিসেম্বর ঃ দেশজুড়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো। মঙ্গলবার থেকে এখনও পর্যন্ত সারাদেশে এই সংস্থার দু'শোরও বেশি বিমান বাতিল হয়েছে। দেরিতে ওঠানামা করছে একাধিক বিমান। এই সমস্যার প্রভাব এসে পড়েছে বাগডোগরাতেও। যা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। অনেকে ইন্ডিগোর বিমানের টিকিট বাতিল করে অন্য সংস্থার বিমানে গন্তব্যে পৌঁছেছেন। বাগডোগরা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রোজ ইন্ডিগোর ১২টি বিমান ওঠানামা করে। যারমধ্যে কলকাতা-বাগডোগরা রুটে ৩টি, হায়দরাবাদ-বাগডোগরা রুটে ২ টি, দিল্লি-বাগডোগরা রুটে ৩টি, বেঙ্গালুরু-বাগডোগরা রুটে ১ টি, মুম্বই-বাগডোগরা রুটে ১টি, চেন্নাই- বাগডোগরা রুটে ১টি এবং দুর্গাপুর-বাগডোগরা রুটে ১টি বিমান ওঠানামা করে। এরমধ্যে বৃহস্পতিবার তিনটি বিমান বাতিল হয়েছে। বেশ কয়েক ঘন্টা দেরিতে চলছে একাধিক বিমান। তবে রাত পর্যন্ত সেগুলি বাতিল হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। বিমান বাতিল ও দেরিতে চলা নিয়ে ইন্ডিগোর বাগডোগরা বিমানবন্দরের ম্যানেজার দীপক অ্যান্টনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম বলেন, 'এটা ইন্ডিগোর সমস্যা। অন্য উড়ান সময়মতো চলছে।' বৃহস্পতিবারবাগডোগরা বিমানবন্দরে দেখা যায়, সময় বিমান না আসা এবং বাতিল হওয়া নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের (ডিজিসিএ) তরফে বিমানের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করে পাইলট এবং ক্রু মেম্বারদের ডিউটির অতিরিক্ত সময় কমানোর জন্য এফডিটিএল সংশোধন করা হয়। সেই সংশোধনে বলা হয়, একজন বিমানকর্মী দিনে ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা কাজ করবে। সূত্রের খবর, এই নিয়ম কার্যকর করতে গিয়েই স্যাপের মুখে পড়েছে ইন্ডিগো। কেননা এমনিতেই কর্মীসংকটে ভুগছে সংস্থাটি। এরই মধ্যে বুধবার বিবৃতি দিয়ে ইন্ডিগো জানায়, প্রতিকূল আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি, বিমানকর্মীদের সংশোধিত কাজের সময়সূচি অর্থাৎ ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) সহ একাধিক কারণে এমন সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা মেটাতে কাজ চলছে বলেও সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

JANAI GRAM PANCHAYAT
Vill-JANAI BAZER PO-JANAI Dist-Hooghly West Bengal

Tender are invited by the Prodhan of JANAI Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no-514/JGP dt 02.12.2025 Tenderid-2025_ZPHD_966216_1 Publish Date- 03.12.2025 9.00 AM** Name of The Work: Purifier Drinking water facility with submersible pump at sn xv ; Estimated Amount- Rs. 184319.00 ,Fund:- XV Finance Commission (TIED) **SL. NO 2:-NIT no-515/JGP dt 02.12.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_966218_1 Publish Date- 03.12.2025 9.00 AM** Name of The Work: Construction of Pucca Drain from HO Subrata Samanta to PWD Rd at SN V ; Estimated Amount- Rs. 118977.00, Fund:- XV Finance Commission (TIED) **SL. NO 3:-NIT no-516/JGP dt 02.12.2025 Tenderid-2025_ZPHD_966219_1 Publish Date- 03.12.2025 9.00 AM** Name of The Work: Renovation of Pucca drain from Shop of Kesob Pal to Garden of Samir Chakraborty at SN III; Estimated Amount- Rs. 129454.00 , Fund:- XV Finance Commission (TIED) **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- **02.021.2026, 11.30 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **05.01.2026, 11.30 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
Vill- Chanditala PO- Chanditala Dist-Hooghly West Bengal

Tender are invited by the Prodhan of Chanditala Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SL. NO 1:-NIT no-576/CGP dt 01.12.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_966180_1 Publish Date-03.12.2025 9.00 AM** Name of The Work: Construction of CC Road from H/O Shyam Samanta to Sapurer Jala Sansad No-VI ; Estimated Amount- Rs. 195425.00 ,Fund:- XV Finance Commission (UNTIED) **SL. NO 2:-NIT no-577/CGP dt 01.12.2025 Tenderid-2025_ZPHD_966184_1 Publish Date- 03.12.2025 9.00 AM** Name of The Work: Construction of CC Road with Pilling from H/O Sankar Mukherjee to H/Q Surajit Ghosh Sansad No-XII ; Estimated Amount- Rs. 197619.00, Fund:- XV Finance Commission (UNTIED) **SL. NO 3:-NIT no-578/CGP dt 01.12.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_966191_1 Publish Date- 03.12.2025 9.00 AM** Name of The Work: Construction of Drain from Mukherjee Bagan to B Batball at Sansad No IX ; Estimated Amount- Rs. 195140.00 , Fund:- XV Finance Commission (TIED) **SL. NO 4:-NIT no-579/CGP dt 01.12.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_966199_1 Publish Date-03.12.2025 9.00 AM** Name of The Work: Construction of Drain from PWD Road to S Ghosh house at Sansad No XIV; Estimated Amount- Rs. 148518.00 , Fund:- XV Finance Commission (TIED) **SL. NO 5:-NIT no-580/CGP dt 01.12.2025 Tenderid- 2025_ZPHD_966204_1 Publish Date- 03.12.2025 9.00 AM** Name of The Work: Construction of Drain from Sapurer Jala to Khanabati More at Sansad No IV ; Estimated Amount- Rs. 148290 .00 , Fund:- XV Finance Commission (TIED) **Completion Time-30 days** Late Time of Online Submission of technical & Financial BID **upto:-02.021.2026, 11.30 AM**, DATE of opening technical & Financial BID **05.01.2026 11.30 AM** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY

NOTICE INVITING E-TENDER (2 nd Call)

e-NIeT No.: 06(2nd Cal) Dated: 05.12.2025

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tender on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Repair and renovation of community Hall beside the Vivekananda Sishu Udyan Park at Booth No. 77 in Ward No. 09 of Ramjibonpur Municipality Under APAS Scheme. [Scheme ID-APAS/01/232/77/0005] and another works (Total 2 Works) through electronic tendaring (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/.Bidders. Tender Ref.no.: WBMAD/ULB/RM/NIeT-06(2 nd Call)/2025-26,Tender ID:2025_MAD_968687 Last date & time for submission of bid through online is 06.01.2026 upto 12:00 Noon. The details will be available on website: **www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board.

Sd/-
Chairman,
Ramjibonpur Municipality

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference / memo no. **258/MGP, Dated: 05.12.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **10.12.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **05.01.2026 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

OFFICE OF THE SRINAGAR GRAM PANCHAYAT
Under Kakdwip Div. Block
Kakdwip, South 24 Parganas

NOTICE INVITING e-TENDER No. SNGP/NIT-07(e)/2025-26

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work: UT Installation of Led Light at **3(Three)** different places. Period and time for downloading bidding documents **05.12.2025 at 10.00 Hrs. to 05.01.2026 up to 11.00 Hrs.** Time of submission **05.12.2025 at 10.00 Hrs. to 05.01.2026 up to 11.00 Hrs.** Date & Time of Technical bid opening **07.01.2026 at 11.00 Hrs.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Srinagar Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex. Engr. (Electrical)/Zone-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/LTGV/116/25-26/DR2 (1st call) Name of work **: Repairing and renovation work of street lighting system at B.L. Saha Road, P.B. Road and others surrounding areas in Ward No.116.** Estimated Amount **: Rs.4,14,971.23.** Earnest Money **: Rs.9,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**

2. NIT No. : KMC/LTGV/119/74/25-26/APAS1 (1st call) Name of work **: Installation of pole with fittings at D.H. Road Bye Lane under Booth No.74 in Ward No.119.** Estimated Amount **: Rs.1,45,005.86.** Earnest Money **: Rs.2,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**

3. NIT No. : KMC/LTGV/119/78/25-26/APAS1 (1st call) Name of work **: Installation of pole with fittings at Brojen Mukherjee Road Bye Lane under Booth No.78 in Ward No.119.** Estimated Amount **: Rs.1,18,028.49.** Earnest Money **: Rs.2,000.00.** Period of Completion **: 25 days.**

4. NIT No. : KMC/LTGV/119/108/25-26/APAS1 (1st call) Name of work **: Installation of pole with fittings at different location of S.N. Roy Road under Booth No. 108 in Ward No.119.** Estimated Amount **: Rs.1,16,718.21.** Earnest Money **: Rs.2,000.00.** Period of Completion **: 20 days.**

5. NIT No. : KMC/LTGV/120/96/25-26/APAS1 (1st call) Name of work **: Installation of pole with fittings at Satyan Roy Road and Bye Lane under Booth No.96 in Ward No.120.** Estimated Amount **: Rs.1,16,718.21.** Earnest Money **: Rs.2,000.00.** Period of Completion **: 15 days.**

6. NIT No. : KMC/LTGV/130/25-26/SSHSR (1st call) Name of work **: Repairing and renovation of Audio System at Sarat Sadan Hall in Ward No.130 under Br-XIV.** Estimated Amount **: Open Quotation.** Earnest Money **: 2% of the quoted rate.** Period of Completion **: 30 days.** Last Date & Time for submission of Bid **: 29.12.2025 - 4 p.m. (for Sl.No.1 to 6).**

7. NIT No. : KMC/LTGV/122/25-26/CF1 (1st call) Name of work **: Improvement of existing street lighting system by installing LED light fittings and allied electrical works at the under mentioned areas of Ward No. 122, Br-XIII.** Estimated Amount **: Rs.2,68,420.49.** Earnest Money **: Rs.5,370.00.** Period of Completion **: 15 days.**

8. NIT No. : KMC/LTGV/122/25-26/PARK (1st call) Name of work **: Repairing and renovation of existing lighting system at Rabindra Kanan Park in Ward No.122.** Estimated Amount **: Rs.4,58,029.95.** Earnest Money **: Rs.9,170.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last Date & Time of submission of Bid **: 31.12.2025 - 3 p.m (for Sl.No. 7 & 8).** Bid opening date for technical proposal **: 31.12.2025 - 4 p.m. (for Sl.No. 7 & 8).** The bid forms and other details are available on & from **05.12.2025 - 4 p.m. (for Sl.No. 1 to 8)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 8).**

The Ex. Engr. (Electrical)/Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-

1. NIT No. : KMC/LTG/148/WD23/IV/ZII/25-26 Name of work **: Repairing of lighting system at Baidyanath Mallick Lane in Ward No.23.** Estimated Amount **: Rs.3,49,521.00.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last date and time of submission of Bid (online) **: 06.01.2026 upto 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 - 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

2. NIT No. : LTG/47/APAS/01/162/59/0001 Name of work **: Improvement of street light at 33 Eden Hospital Road and its adjacent place in Ward No.47.** Estimated Amount **: Rs.1,92,342.38.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 7 days.**

3. NIT No. : LTG/47/APAS/01/162/64/0001 Name of work **: Improvement of light at Halder Lane, Fakir Dey Lane, and Abhay Halder Lane in Ward No.47.** Estimated Amount **: Rs.2,96,522.87.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 7 days.**

4. NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/69/0001 Name of work **: Installation of Mini Mast lighting system and other street lighting arrangement with accessories at P-26B, P-5 CIT Road and its surrounding area in Ward No.55.** Estimated Amount **: Rs.4,99,441.97.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 7 days.**

5. NIT No. : LTG/62/APAS/01/162/208/0002 Name of work **: Installation of LED lighting arrangement at 5 Sariff Lane and its adjacent area in Ward No.62.** Estimated Amount **: Rs.2,49,275.07.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 7 days.** Last date and time of Submission of Bid **: 03.01.2026 upto 1 p.m. (for Sl.No.2 to 5).** Bid opening date **: 05.01.2026 (for Sl.No.2 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **09.12.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.2 to 5).**

6. NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/12/0001 Name of work **: Installation of New LED street light at 9A Linton Street and its adjacent area in Ward No.60.** Estimated Amount **: Rs.2,49,954.80.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

7. NIT No. : LTG/62/APAS/01/162/196/0001 Name of work **: Installation of Minimast and other electrical accessories at 39 Taltala Lane and its adjacent area in Ward No.62.** Estimated Amount **: Rs.4,99,984.34.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**

8. NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/13/0002 Name of work **: Installation of New LED street light at 22/H/1 Linton Street and its adjacent area in Ward No.60.** Estimated Amount **: Rs.2,49,547.77.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

9. NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/14/0002 Name of work **: Installation of New LED street light at 22/H/9 Linton Street and its adjacent area in Ward No.60.** Estimated Amount **: Rs.2,49,944.70.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

10. NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/22/0002 Name of work **: Installation of New LED street light at 8 Gorachand Road and its adjacent area in Ward No.60.** Estimated Amount **: Rs.2,49,537.67.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

11. NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/63/0002 Name of work **: Installation of LED street lighting system with accessories at 2B/H/13 Chatubabu Lane and its adjacent area in Ward No.55.** Estimated Amount **: Rs.2,99,991.21.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

12. NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/68/0002 Name of work **: Installation of LED street lighting system with other accessories at 10 Bechulal Road and its adjacent area in Ward No.55.** Estimated Amount **: Rs.2,49,990.15.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

13. NIT No. : LTG/62/APAS/01/162/190/0003 Name of work **: Installation of LED lighting system at 24 Abdul Halim Lane and its adjacent area in Ward No.62.** Estimated Amount **: Rs.3,99,950.91.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 12 days (for Sl.No.6 to 13).** Last date and time of submission of Bid **: 02.01.2026 upto 5 p.m. (for Sl.No. 6 to 13).** Bid opening date **: 03.01.2026 (for Sl.No.6 to 13).** The Bid forms and other details are available on and from **06.12.2025 - 5 p.m. (for Sl.No. 6 to 13).**

14. NIT No. : LTG/62/APAS/01/162/204/0001 Name of work **: Installation of LED street and other accessories at 26 Alimuddin Street and its adjacent area in Ward No.62.** Estimated Amount **: Rs.4,99,568.22.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.**

15. NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/27/0002 Name of work **: Installation of LED street light at 46/1 Gora Chand Road and its adjacent area in Ward No.60.** Estimated Amount **: Rs.2,49,458.89.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

16. NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/28/0002 Name of work **: Installation of LED street light at 46F Gora Chand Road and its adjacent area in Ward No.60.** Estimated Amount **: Rs.2,49,919.45.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

17. NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/30/0002 Name of work **: Installation of LED street light at 3/1/4 Gora Chand Lane and its adjacent area in Ward No.60.** Estimated Amount **: Rs.2,49,282.14.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

18. NIT No. : LTG/60/APAS/01/161/31/0002 Name of work **: Installation of LED street light at 4A Gora Chand Lane and its adjacent area in Ward No.60.** Estimated Amount **: Rs.2,49,236.69.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.**

19. NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/52/0002 Name of work **: Installation of Minimast light and other electrical system at 33 A.P. Road and its adjacent area in Ward No.55.** Estimated Amount **: Rs.2,99,463.99.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.**

20. NIT No. : LTG/55/APAS/01/163/59/0003 Name of work **: Installation of Minimast light and other electrical accessories at 1E Chatubabu Lane and its adjacent area in Ward No.55.** Estimated Amount **: Rs.3,99,838.80.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 15 days (for Sl.No. 14 to 20).** Last date and Time of submission of Bid **: 03.01.2026 upto 4 p.m. (for Sl.No.14 to 20).** The Bid forms and other details are available on and from **10.12.2025 - 4 p.m. (for Sl.No. 14 to 20).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 2 to 20).**

1620 / 25-26

নিলামে এই পাঁচ তারকার জন্য টাকার ঝুলি খুলবে গোয়েঙ্কা!

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইপিএল ২০২৬ নিলামের আগে লখনউ সুপার জায়ান্টস ইতিমধ্যেই সাতজন খেলোয়াড়কে রিলিজ করেছে এবং শার্দুল ঠাকুরকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ট্রেড করেছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নিলামে এলএসজি মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্রায় ২২.৯৫ কোটি টাকার পুঁজি নিয়ে নিলাম কক্ষে প্রবেশ করবেন। দলের মূল লক্ষ্য হবে বোলিং শক্তি বাড়ানো, বিশেষ করে অভিজ্ঞ বিদেশি পেসারদের দলে ভেড়ানো। দেখে নেওয়া যাক নিলামে লখনউয়ের পাঁচ সম্ভাব্য লক্ষ্য কারা হতে পারে।

১. মাথিশা পাথিরানা (শ্রীলঙ্কা)

বেশিরভাগ আইপিএল দলের মতো এলএসজির নজরেও থাকবে শ্রীলঙ্কার তরুণ তারকা পেসার মাথিশা পাথিরানা। চেন্নাই সুপার কিংসে চার সিজন খেলে ইতিমধ্যেই ডেথ ওভারে অন্যতম সেরা বোলার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। এখন পর্যন্ত ৩২ ম্যাচে ৪৭ উইকেট তুলে নিয়ে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ রেখেছেন। ডেথ ওভারে তাঁর ধারালো ইয়র্কার এলএসজির জন্য বড় সম্পদ হতে পারে।

২. মুস্তাফিজুর রহমান (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের ‘কাটার মাস্টার’ মুস্তাফিজুর রহমানও এলএসজির পছন্দের তালিকায় থাকতে পারেন। টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী এই পেসার আইপিএলে আগে এসআরএইচ, এমআই, আরআর, সিএসকে ও ডিসির হয়ে খেলেছেন। অভিজ্ঞতা, বৈচিত্র্য ও ডেথ ওভারের দক্ষতা সব মিলিয়ে মুস্তাফিজ লখনউ বোলিং আক্রমণকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন।

৩. ম্যাট হেনরি (নিউজিল্যান্ড)

নিউজিল্যান্ডের অভিজ্ঞ পেসার ম্যাট হেনরিও এলএসজির নজরে থাকতে পারেন। গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স দিয়ে নিজের অবস্থান শক্ত করেছেন তিনি। আইপিএল ২০২৪ এলএসজির হয়ে চারটি ম্যাচ খেলেছেন হেনরি। নতুন বলে সুইং করাতে পারদর্শী এই পেসার পাওয়ারপ্লেতে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

৪. গাস অ্যাটকিনসন (ইংল্যান্ড)

ইংল্যান্ডের উদীয়মান দ্রুতগতির বোলার গাস অ্যাটকিনসনও লখনউয়ের সম্ভাব্য লক্ষ্য। টেস্ট দলে তিনি ইংল্যান্ডের অন্যতম প্রধান পেসার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এখনো আইপিএলে অভিষেক হয়নি তাঁর, তবে গতি, বাউন্স এবং নিচের দিকে ব্যাট হাতে কিছু অবদান রাখার সক্ষমতা তাঁকে এলএসজির কাছে আকর্ষণীয় অপশন বানায়।

৫. হাসারাঙ্গা (শ্রীলঙ্কা)

বিদেশি অলরাউন্ডারদের মধ্যে শ্রীলঙ্কার স্পিনার ও সাবেক অধিনায়ক হাসারাঙ্গা লখনউ সুপার জায়ানন্টসের বড় লক্ষ্য হতে পারেন। স্পিনে ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা এবং ব্যাট হাতে দ্রুত রান তোলার দক্ষতা-দুইই আছে তাঁর। অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী পারফরম্যান্সের কারণে হাসারাঙ্গা মিডল ওভার নিয়ন্ত্রণে রাখতে দলে বিশেষ মূল্য যোগ করবেন।

শামি দলে কেন নেই?

আগরকরকে তোপ দাগলেন গম্ভীরের সতীর্থ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেটে পেস বোলিং নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিলেন প্রাক্তন অফস্পিনার হরভজন সিং। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ভারতের লজ্জাজনক হারের পরই প্রশ্ন তুললেন বর্তমান নির্বাচক কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে। বিশেষ করে, অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ শামিকে দীর্ঘ দিন জাতীয় দলের বাইরে রেখে দেওয়াকে তিনি ‘অবুধ সিদ্ধান্ত’ বলে মন্তব্য করেছেন। ৩৫ বছর বয়সেও ঘরোয়া ক্রিকেটে দাপটের সঙ্গে খেলছেন মহম্মদ শামি। বৃহস্পতিবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে চার উইকেট নিয়ে আবারও প্রমাণ করলেন যে তিনি এখনও দেশের সেরা পেসারদের অন্যতম। রঞ্জির মাঠে যেমন, টি-২০ ফরম্যাটেও নিয়মিত ম্যাচ জেতাচ্ছেন দলকে। কিন্তু তবুও জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এ নিয়েই ক্ষোভ উগরে দিলেন ভাজ্জি। হরভজনের মতে, ভারতীয় দল বুমরাহ-নির্ভর হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, ‘‘প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ভালো বোলার, কিন্তু ওর আরও

সময় লাগবে। বুমরাহ থাকলে একরকম, কিন্তু ও না থাকলে দলের বোলিংয়ের ধার অনেকটাই কমে যায়। ভারতকে বুমরাহকে ছাড়াই ম্যাচ জেতা শিখতে হবে।’’ এরপরই তাঁর তীর জাতীয় নির্বাচকদের দিকে, ‘‘শামি কোথায়? ও কেন খেলছে না-আমি জানি না। দেশে এমন অনেক বোলার আছে যারা বুমরাহ না থাকলেও ম্যাচ জেতাতে পারে। কিন্তু তাঁদের কার্যত দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’’ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকেই জাতীয় দলে দেখা যায়নি শামিকে। যদিও নির্বাচন কমিটির প্রধান অজিত আগরকর দাবি করেছেন, শামি সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই আমার কাছে। এই মন্তব্যের পরই প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি। কারণ, ঘরোয়া ক্রিকেটে শামির পারফরম্যান্স দেখেছেন জাতীয় নির্বাচকরা নিজে উপস্থিত থেকে। তবুও কেন সুযোগ মিলছে না? সেই নিয়ে উঠে যাচ্ছে নানা জল্পনা। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বা হর্ষিত রানার সাম্প্রতিক ব্যর্থতা সবার সামনে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হলেও তাঁদের আবারও দলে রাখা হচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা, সাফল্য এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্স থাকা সত্ত্বেও শামির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো ছবি। শামির প্রত্যাবর্তন নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহল উত্তাল। যে দেশে বুমরাহ না থাকলেও সিরাজদের হাত ধরে ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ জেতার ইতিহাস রয়েছে, সেখানে শামির মতো বিশ্বজয়ী পেসারকে উপেক্ষা করা কতটা যৌক্তিক-এই প্রশ্নই এখন উঠছে সর্বত্র

শততম সেঞ্চুরির মাইলস্টোন ছুঁতে পারবেন কোহলি? সামনের রোডম্যাপ কী বলছে?

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বরঃ রাঁচি-রায়পুর মিলিয়ে দু’ম্যাচে দু’দুটি সেঞ্চুরি। বয়স ৩৭ পেরোলেও ব্যাটে ছন্দ, চোখে ক্ষিদে, শরীরে আগ্রাসন-সবকিছু মিলিয়ে বিরাট কোহলি আবার সেই পুরনো ছন্দে। আর তার সঙ্গেই ফিরেছে বহুচর্চিত প্রশ্ন-তিনি কি পারবেন, সত্যিই কি পারবেন শততম সেঞ্চুরির মাইলস্টোন ছুঁতে? কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সওয়ালে মিশে থাকত নস্টালজিয়া আর আবেগ। সম্ভব-অসম্ভবের ঊর্ধ্বে উঠে বিরাটের অনুরাগীরা চাইছিলেন শুধু তাঁদের প্রিয় তারকাকে খেলতে দেখতে। কিন্তু রাঁচি আর রায়পুরের সেঞ্চুরির পর সমীকরণটা বদলে গেছে। আবার মনে হচ্ছে-কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। কঠিন, খুব কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। সংখ্যার হিসেবে এখনও পর্যন্ত বিরাটের আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি ৮৪টি। মানে আরও ১৬টি দরকার সেই মাইলস্টোনে পৌঁছতে। ভবিষ্যত সূচি বলছে-২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত বিরাটের হাতে প্রায় ৩০-৩৫টি ওয়ানডে থাকতে পারে। এটাই তাঁর প্রধান রুট-কারণ টি-২০ আর টেস্ট ক্রিকেটে তিনি আর নেই। অবসর নিয়েছেন। এখন বিরাট এক-ফর্ম্যাটের ক্রিকেটার। ১৬ সেঞ্চুরি চাই ৩৫ ইনিংসে। যুক্তি আর অঙ্ক বলে-এটা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বিরাট তো বরাবরই যুক্তির বাইরের ক্রিকেটার। ২০১৭-১৯ সালের মধ্যে বিরাট খেলেছিলেন জীবনের সেরা ওয়ানডে ক্রিকেট। সে সময় তাঁর সেঞ্চুরির হার ছিল ৩.৮ ইনিংসে একটি। অবাক করার মতো বিষয়-শেষ ১৯ ইনিংসে বিরাটের ৫ সেঞ্চুরির গ। দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই একই ৩.৮! মানে বয়সের ভারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে

তিনি আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছেন তাঁর সেরা ফর্মে! তবে সত্যি হচ্ছে, ১০০ ছুঁতে হলে বিরাটকে নিজেকেই ছাপিয়ে যেতে হবে-সেঞ্চুরির হার নামিয়ে আনতে হবে প্রায় ২ ইনিংস প্রতি ১ সেঞ্চুরিতে। এটা কাগজে-কলমে কঠিন চ্যালেঞ্জ, কিন্তু বিরাটের কেরিয়ারের ইতিহাস বলে-ওঁর ক্ষেত্রে যুক্তির পাতায় সবসময় হিসেব মেলে না। রোডম্যাপ যতই উজ্জ্বল দেখাক, বাস্তব বলছে, ২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাটের বয়স দাঁড়াবে ৩৮। ওভারলোডিং, ফিটনেস ম্যানেজমেন্ট, নতুনদের জায়গা করে দেওয়া-সবই ফ্যাক্টর। সব ম্যাচে তিনি বড় ইনিংস খেলার সুযোগ পাবেন না। ওয়ানডে ক্রিকেটের সূচিও ক্রমশ ছোট হচ্ছে। তবুও কিছুই অসম্ভব নয়। আসলে বিরাটকে নিয়ে ‘না’ শব্দটা কখনওই চূড়ান্ত নয়। তাঁর কেরিয়ার অসম্ভবকে সম্ভব করার খতিয়ানে সাজানো-হোবার্ট, মেলবোর্ন, মুম্বই-প্রতিটা বড় ময়দানে যুক্তিকে হারিয়েছেন। তাই ১০০ সেঞ্চুরির স্বপ্ন আবার নতুন জেগেছে।

ভারত-প্রোটিয়া ম্যাচের টিকিট কাটতে হুলস্থুল

সংবাদ সংস্থা, কটক, ৫ ডিসেম্বরঃ ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিট কাটতে গিয়ে হুলুস্থুল! কার্যত পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হল কটকে। টিকিট কাটার তাড়ায় প্রবল ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি, দৌড়-সবমিলিয়ে শুক্রবার সকালে বরাবাটি স্টেডিয়ামের সামনে চূড়ান্ত অব্যবস্থা। প্রবল ভিড়ে উন্মত্ত জনতার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। কটকের বরাবাটি স্টেডিয়ামে ভারতের শেষ ম্যাচ পড়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেই ওয়ানডে ম্যাচ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে চাহিদা তুঙ্গে ছিল। বছরশেষে আবারও কটকে খেলছে মেন ইন ব্লু। ৯ ডিসেম্বর প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ওড়িশার কটকে। সেই ম্যাচের টিকিট নিয়েই যাবতীয় বিতর্ক। আগামী মঙ্গলবারের ম্যাচের জন্য অনলাইনে পর্যাপ্ত টিকিট ছাড়া হয়নি বলেই অভিযোগ। তাই শীতের সকালে কাঁপতে কাঁপতে টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হাজারে হাজারে মানুষ অপেক্ষা করছেন বরাবাটি স্টেডিয়ামের গেটের বাইরে। দরজা খোলামাত্র বিপুল মানুষের ভিড় যেন আছড়ে পড়ে টিকিট কাউন্টারের সামনে। একে অপরকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা, সেই দৃশ্যও দেখা গিয়েছে। টিকিট কাটা নিয়ে এহেন সমস্যা দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আমজনতা।

নিলামে সম্ভাব্য এই চার তারকাকে টার্গেট শাহরুখের দলের!

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইপিএল ২০২৫ হতাশাজনক মরশুমের পর ফের নতুন করে লড়াইতে নামতে প্রস্তুত কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২৪ সালের শিরোপাজয়ী দল পরের সিজনে তালিকার অষ্টম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে। ১৪ ম্যাচের মাত্র পাঁচটি জয়ের হতাশা নিয়ে। নেতৃত্বে পরিবর্তন, ফর্মহীন ব্যাটার, এবং অনিয়মিত পারফরম্যান্স, সব মিলিয়ে মরসুমটা ছিল একেবারেই ভুলে যাওয়ার মতো। আগামী ১৫ নভেম্বর রিটেনশন ডেডলাইন সামনে রেখে দল মূল কোর গ্রুপ ধরে রাখলেও ১৬ ডিসেম্বর মিনি নিলাম ও ট্রেড উইন্ডোতে বড়সড় পরিবর্তন আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী আর সেই লক্ষ্যেই পাঁচজন বড় নামকে নজরে রেখেছে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

● লুক উড। পেস আক্রমণে নতুন মাত্রা

ইংল্যান্ডের লুক উড হতে পারেন কেকেআরের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত পছন্দ। ১৯৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তার সংগ্রহ ২১০-র বেশি উইকেট, খেলতে সক্ষমতা ও মধ্য ওভারে রানের গতি বাড়ানোর দক্ষতা তাকে করে তোলে দারুণ অপশন। ২০২০-২১ মরশুমে কেকেআরের সদস্য ছিলেন। ফিরে আসলে হতে পারে আরও পরিণত সংস্করণ।

● পৃথ্বী শ’। পাওয়ার-প্লে’তে আগ্রাসী সূচনার প্রত্যাশা

আইপিএল ২০২৫ কেউ তাকে কেনেনি কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি ফিরেছেন আগুনে ফর্মে বুচি বাবু টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক সেঞ্চুরি তারই প্রমাণ। গত মরশুমে কেকেআরের ওপেনাররা নিয়মিত ব্যর্থ হওয়ায় পাওয়ার-প্লে’তে রান না পাওয়ার হতাশা দলকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শ’র ১৮৯২ আইপিএল রান এবং ১৪৭ ওপরে স্ট্রাইক রেট তাকে করে তোলে দুর্দান্ত ম্যাচ-স্টার্টার। আজিঙ্ক রাহানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়ায় পৃথ্বী শ’কে ঘিরেই নতুন টপ-অর্ডার গড়তে পারে দল।

● ক্যামেরুন গ্রিন। রাসেলের উত্তরসূরি?

অ্যান্ড্রে রাসেলের ক্যারিয়ার শেষ পর্যায়ে এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই কেকেআর নজর রাখতে পারে অস্ট্রেলিয়ার ক্যামেরুন গ্রিনের

ইকোনমি ৮.৪২। দুভাবে বল সুইং করানোর ক্ষমতা, বিশেষত ডানহাতি ব্যাটসম্যানদের বিপক্ষে ইন-সুইং দলকে দিতে পারে মূল্যবান বৈচিত্র্য। পিএসএল, আইএলটি২০, বিপিএলসহ নানা লিগে তার অভিজ্ঞতা কেকেআরের পেস ইউনিটকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। ২০২৪ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সুযোগ পেলেও নিজেকে প্রমাণের সুযোগ কমই মিলেছিল। কেকেআরে আসলে তিনি পেতে পারেন বড় ভূমিকা।

● টম ব্যাটন। উইকেটকিপিংয়ে নতুন সমাধান

একসময় ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ টি-টোয়েন্টি তারকা হিসেবে যাকে দেখা হত, সেই টম ব্যাটন আবারও ফিরেছেন ছন্দে। আইএলটি২০, ভাইটালিটি ব্লাস্টসহ নানা লিগে তিনি তুলেছেন ৪৭০০ রান, স্ট্রাইক রেট ১৪৪-এর কাছাকাছি। গুরবাজ ও ডি ককের ব্যর্থতায় উইকেটকিপার-ব্যাটার পজিশনেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন ছিল কেকেআরের। ব্যাটনের স্পিন দিকে। আরসিবি ও মুম্বইয়ের হয়ে তার পারফরম্যান্স বেশ সলিড-২৯ ম্যাচে ৭০৭ রান ও ১৬ উইকেট। যদি ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও এনরিখ নরকিয়া বড় চুক্তি ছেড়ে দেয় কেকেআর, তাহলে মুক্ত হওয়া প্রায় ৩০ কোটি টাকা দিয়ে গ্রিনকে কেনার মতো বাজেট তৈরি হবে। ব্যাটিং অর্ডারে নানা অবস্থানে মানিয়ে নেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ওভারে বল করার দক্ষতা। সব মিলিয়ে তিনি হতে পারেন কেকেআরের পরবর্তী সুপারস্টার অলরাউন্ডার।

ট্রেড উইন্ডো কেকেআরের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। পুনর্গঠন, কৌশলগত বিনিয়োগ এবং অভিজ্ঞতা-যুব সমন্বয়ে সঠিক টিম ব্যালেন্স তৈরি করার। ২০২৫ ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে তারা মন দিচ্ছে স্মার্ট চয়ন, স্কোয়াড ডেপথ বাড়ানো এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে। পরিকল্পনা সফল হলে ২০২৬ মরশুমেই আবার শিরোপা দৌড়ে ফিরতে পারে নাইট রাইডার্স।

খেলছেন ঘরোয়া ক্রিকেট, ঠাঁই নেই জাতীয় দলে! সিরাজকে নিয়ে ঠিক কী চলছে?

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বরঃ ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের সবচেয়ে ইন ফর্ম খেলোয়াড়। শুভমান ব্যাট হাতে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন ঠিকই। কিন্তু সিরাজ যদি পাঁচখানা টেস্টে প্রায় একই ধারাবাহিকতা না দেখাতেন, টিম ইন্ডিয়া যে সিরিজ ড্র করে দেশে ফিরত না-একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়! অথচ সাম্প্রতিক সময়ে ফিট থাকা সত্ত্বেও সিরাজকে নিয়ে অদ্ভুত ধাঁধার খেলা শুরু করেছে বিসিসিআই। তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে চাঙ্গা। এমন নয়, যে রিহ্যাবে রয়েছেন। অথবা বিশ্রামে। দিব্যি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে হাত ঘোরাচ্ছেন, উইকেট নিচ্ছেন। অথচ কী অদ্ভুতভাবে দেশের মাটিতেই চলতি দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে মহম্মদ সিরাজকে স্কোয়াডে রাখেনি বিসিসিআই! এই সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ওপেনার ও ধারাভাষ্যকার আকাশ চোপড়া। তাঁর সওয়াল-‘‘সিরাজকে কীভাবে ও কোন যুক্তিতে এক-ফরম্যাট বোলার বানিয়ে দেওয়া হল?’’ চোপড়ার বক্তব্য, ভারতের অন্যতম অভিজ্ঞ পেসারকে নিয়ে বোর্ডের এই পদক্ষেপ মোটেই বোধগম্য নয়। তিনি বলেন, ‘‘মহম্মদ সিরাজকে আমরা কোথায় দেখছি? শুধু টেস্টে! কেন? তাঁকে এক-ফরম্যাট বোলার করে দেওয়া হল কবে থেকে? আমি বুঝতেই পারছি না!’’ প্রাক্তন ভারতীয়

ওপেনারের পর্যবেক্ষণ-নির্বাচকরা অদ্ভুতভাবে সিরাজকে সাদা বলের ক্রিকেট থেকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ তথ্য বলছে, ওয়ানডে ইকোনমি ৫.১৭ সমেত গত দু’বছরে ভারতের সবচেয়ে ধারাবাহিক লিমিটেড-ওভার বোলারদের অন্যতম তিনিই! বিশেষ করে, ২০২৩ এশিয়া কাপ ফাইনালে সিরাজের ৬ ওভারে ৬.২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে এখনও চর্চা চলে! টিম ইন্ডিয়ার সিমার ছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ‘নন-ট্রাভেলিং সাবস্টিটিউট’। দক্ষিণ আফ্রিকার চলতি তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও তাঁকে রাখা হয়নি। টেস্টে দেশের প্রধান ভরসা হয়েও সাদা বলের সেট আপে জায়গা নেই। এই নিয়ে চোপড়ার বক্তব্য, ‘‘অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে খেলেছিল। খুব একটা উইকেট না পেলেও ৪ থেকে ৬ ইকোনমিতে বল করে। তবু কেন তাকে দল থেকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হল? কোনও ব্যাখ্যাই মিলছে না।’’ চলতি সিরিজে ভারতের বোলিং ব্যর্থতা আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সিরাজের প্রয়োজনীয়তা! রাঁচিতে ৩৪৯ রান ডিফেন্ড করতে করতে নাকানিচোবানি খেয়েছেন রাহুলরা। রায়পুরে ৩৫৯ রান করেও পরাজয়। শিশিরের কারণে স্লিপারি বল, অনভিজ্ঞ পেস আক্রমণ-সব মিলিয়ে টিম ইন্ডিয়ার পরিস্থিতি করুণ। ঠিক এই প্রেক্ষিতে চোপড়ার প্রশ্ন-‘‘সিরাজ থাকলে কি ছবিটা বদলাতে পারত না?’’

বিশ্বকাপে খেলার প্রশ্নে আশাবাদী মেসি, কিন্তু নিশ্চিত নন

বিশ্বকাপের মূল বাছাইপর্ব শেষ আগেই, ৪৮ দলের ৪২টি চূড়ান্ত হয়ে গেছে, মূল আসর মাঠে গড়াতে আর ছয় মাসের মতো বাকি কিন্তু লিওনেল মেসি এখনও যেন সিদ্ধান্ত পাকা করতে পারেননি বিশ্বকাপ খেলার প্রশ্নে।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইএসপিএনকে বৃহস্পতিবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে আগের মতোই এই বিষয়ে অনিশ্চয়তা রেখে দিলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। জানালেন, বিশ্বকাপে খেলার খুব ইচ্ছা আছে তার তবে শেষ পর্যন্ত না খেলার সম্ভাবনাও আছে। দীর্ঘ তিন যুগের অপেক্ষা শেষে মেসির কাঁধে ভর করেই ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে তৃতীয়বারের মতো বিশ্ব সেরা ট্রফি জয় করে আর্জেন্টিনা। এর আগে পরে দুটি কোপা আমেরিকা জয়েও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি’র জয়ী। বয়স ৩৮ হয়ে গেলেও, এখনও মাঠে নিয়মিত জাদুকরী ফুটবল উপহার দিয়ে চলেছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির হয়ে গোলের পর গোল করছেন, দলকে তুলেছেন এমএলএস কাপের ফাইনালের মঞ্চে। তাকে ঘিরেই বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন বুনছেন সতীর্থরা, আর্জেন্টিনার মানুষ এবং সারা বিশ্বের লাখো-কোটি আর্জেন্টিনা সমর্থকরা। কিন্তু মেসি নিজেই যেন অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। আগে অনেকবার তিনি বলেছেন, শরীর পুরোপুরি সাড়া দিলেই কেবল বিশ্বকাপে খেলবেন। ইএসপিএনের সঙ্গে আলাপকালে আবার যেন তার কণ্ঠে শোনা গেল সেই একই সুর। ‘‘আশা করি,

আমি সেখানে থাকব। আগেও যেমনটা বলেছি, সেখানে (দলের সঙ্গে) থাকতে পারলে দারুণ হবে। তবে খুব খারাপ কিছু হলে, আমি সেখানে থেকেই সরাসরি খেলা দেখব, তবে এটা বিশেষ কিছু হবে। বিশ্বকাপ সবার জন্যই স্পেশাল, যেকোনো দেশের জন্য বিশেষ করে আমাদের জন্য। কারণ আমরা পুরোপুরি ভিন্নভাবে এটা উপভোগ করি।’’ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে প্রথমবারের মতো এবার হতে যাচ্ছে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। আগামী ১১ জুন মাঠে গড়াবে আসর। বিশ্বকাপের মাঝপথেই ৩৯তম জন্মদিন পালন করবেন মেসি। কোনো কারণে আবার বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ না নিলেও, আর্জেন্টিনার বর্তমান দলকে নিয়ে দারুণ আশাবাদী দেশটির রেকর্ড গোলদাতা। ‘‘সত্যি বলতে আমাদের অসাধারণ সব খেলোয়াড় আছে এবং বছরের পর বছরে ধরে এটা দেখা যাচ্ছে...বিশেষ করে (কোচ) লিওনেল স্কালোনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দলের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা ও রোমাঞ্চ দেখা যাচ্ছে। দলের সবার মধ্যেই (জয়ের) মানসিকতা আছে। স্কোয়াডটি বিজয়ীদের নিয়ে ভরা, যাদের মনোবল দৃঢ়, যারা অনেক কিছু জিততে চায়, আর এটা ছোঁয়াচে। অনুশীলনে ও ম্যাচে এগুলো দেখবেন। অনুশীলনেও দেখবেন তারা কীভাবে নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছে।’’ দলে আসা নতুন খেলোয়াড়দের নিয়েও দারুণ আশাবাদী মেসি। নতুন খেলোয়াড়রা আসছে আগে থেকে যারা আছে তাদের সঙ্গে নিয়মিত নতুনরা যোগ হচ্ছে। এমন একটা গ্রুপে নতুনদের মানিয়ে নেওয়া সহজতর হয়। আর এই সুযোগটাকেই আর্জেন্টিনার কাজে লাগাতে হবে। বিশ্বকাপ জয় দলকে আত্মবিশ্বাস জোগায় এবং নির্ভার হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতার জন্য দল প্রস্তুত হতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com